



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2022

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা জ্ঞানের যে মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনান, তাকে ধারণ করতে হবে - খুবই মিষ্টি ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকতে হবে, কখনোই নুন-জল হয়ো না"

*প্রশ্ন:- কোন মহামন্ত্রের দ্বারা তোমরা বাচ্চারা নতুন রাজধানীর তিলক প্রাপ্ত করো ?

*উত্তর:- বাচ্চারা, বাবা এই সময় তোমাদের মহামন্ত্র দেন যে - মিষ্টি, অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । ঘর - গৃহস্থে থেকে যদি কমল পুষ্পের মতো থাকো, তাহলে তোমরা রাজধানীর তিলক প্রাপ্ত করবে ।

*প্রশ্ন:- বলা হয় - যেমন দৃষ্টি, তেমন সৃষ্টি...এই প্রবাদ কেন প্রচলিত রয়েছে ?

*উত্তর:- এই সময়ের মানুষ যেমন পতিত, অসুন্দর(কালো), তেমনই তারা তাদের পূজ্য দেবতাদের, লক্ষ্মী - নারায়ণকে, রাম - সীতাকে, শিব বাবাকেও কালো বানিয়ে তাঁদের পূজা করে । তারা বুঝতেই পারে না যে, এর অর্থ কি, তাই এমন প্রবাদ রয়েছে ।

*গীত:- অন্তর্মুখকে দেখ রে প্রাণী....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গীতের লাইন শুনেছে যে, হৃদয় রূপী দর্পণে দেখো যে, কতটা পাপ আর কতটা পুণ্য করেছে। পাপ আর পুণ্য হৃদয় রূপী দর্পণে বিচার করা হয় তো, তাই না । এ তো হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া । সত্যযুগকে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া বলা হয় । এখানে পুণ্য আত্মা কোথা থেকে আসবে, সবাই পাপই করতে থাকে, কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য । নিজেরাই বলতে থাকে - হে পতিত পাবন, এসো । আমরা জানি যে, এই ভারতই পুণ্য আত্মাদের খণ্ড ছিলো । কেউই সেখানে পাপ করতো না । বাঘে গরুতে একসাথে জল পান করতো, ক্ষীরখণ্ড ছিলো । বাবাও বলেন - বাচ্চারা, ক্ষীরখণ্ড হও । পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে তমোপ্রধান আত্মা কোথা থেকে আসবে । বাবা এখন জ্ঞানের প্রকাশ বা রোশনাই প্রদান করেছেন । তোমরা জানো যে, আমরাই সেই সতোপ্রধান দেবী - দেবতা ছিলাম । তাঁদের মহিমাই হলো - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ আমরা নিজেরাও তাঁদের মহিমা করি । মানুষ বলে থাকে, আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । প্রভু, তুমি এসে যখন আমাদের প্রতি দয়া করবে, তখনই আমরাও এমন হতে পারবো । একথা আত্মা বলেছে । আত্মা বুঝতে পারে যে, এই সময় আমরা পাপ আত্মা । পুণ্য আত্মা তো দেবী - দেবতা, যাঁদের পূজা করা হয় । সবাই গিয়ে দেবতাদের চরণে মাথা নত করে । সাধুসন্ত ইত্যাদিরাও তীর্থে যায় । তারা অমরনাথ, শ্রীনাথ দ্বারে যায় । তাই এ হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া । এই ভারতই পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া ছিলো, যখন এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । সেই দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় । মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয়, স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু স্বর্গ কোথায় ? স্বর্গ যখন ছিলো তখন সত্যযুগ ছিলো । মানুষের তো যা মনে আসে, তাই বলে দেয় । বুঝতে কিছুই পারে না । স্বর্গে যখন গেছে তখন অবশ্যই নরকে ছিলো । সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে বলা হয়, জ্যোতি, জ্যোতিতে মিলিয়ে গিয়েছে । তাই তফাৎ তো হলো, তাই না । জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আর আসবেই না । তোমরা জানো যে, যেখানে আমরা আত্মারা থাকি তাকে নির্বাণ ধাম বলা হয় । বৈকুণ্ঠকে নির্বাণ ধাম বলা হবে না । বাবা বাচ্চাদের খুব মিষ্টি - মিষ্টি জ্ঞান শোনান, যা খুব ভালোভাবে ধারণ করা উচিত ।

তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আমাদের বৈকুণ্ঠের রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য । বাবা এসেছেন আমাদের রাজযোগ শেখাতে । তিনি আমাদের পাবন দুনিয়ার মার্গ বলে দিয়ে গাইড হয়ে আমাদের সেখানে নিয়ে যান । অবশ্যই বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে । বিনাশ হয় পুরানো দুনিয়ার । পুরানো দুনিয়াতেই উপদ্রব ইত্যাদি হয় । তাই আমাদের বাবা কতো মিষ্টি । তিনি অন্ধের লাঠি হন । মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে ধাক্কা খেতে থাকে । গায়ন আছে যে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত । ব্রহ্মা তো এখানেই, তাই না । বাবা আসেনই রাতকে দিন করার জন্য । অর্ধেক কল্প হলো রাত আর অর্ধেক কল্প হলো দিন । তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, ওরা তো মনে করে কলিযুগ এখন সম্পূর্ণ বাচ্চা । কখনো কখনো ওরা বলে থাকে, এই দুনিয়ার বিনাশ তো হয়েই যাবে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । আজকাল তো কেউই প্রায় ঘরবাড়ি ত্যাগই করে না । কোনো কারণ হলে তবেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায় । মাঝে গভর্ণমেন্টও নির্দেশিকা জারি করেছিলো যে, সন্ন্যাসীদেরও লাইসেন্স হওয়া উচিত । এমন তো হবেই না যে, ঘরের প্রতি রাগ করে তারা গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলো । এখানে অর্থ খরচ ছাড়াই অনেক জিনিস পাওয়া যায় । সেটা হলো জাগতিক সন্ন্যাস । তোমাদের হলো অসীম জগতের

সন্ন্যাস । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো পতিত । তাকে আবার পবিত্র করা এক পতিত পাবন বাবারই কাজ । সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিলো । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রও আছে, দেবী - দেবতাদের মহিমা তো গাওয়া হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন । জগতে হলো হঠযোগ কর্ম সন্ন্যাস, কিন্তু কর্মের সন্ন্যাস তো আর হতে পারে না । কর্ম বিনা তো মানুষ এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না । কর্ম সন্ন্যাস - অর্থই হলো ভুল, এ হলো কর্মযোগ, রাজযোগ । তোমরা সূর্যবংশী দেবী - দেবতা ছিলে । তোমরা জেনে গেছো যে, আমাদের ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয় । বর্ণেরও গায়ন আছে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বর্ণের খবর কেউই জানে না ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে মহামন্ত্র দেন যে, তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমরা রাজধানীর তিলক প্রাপ্ত করবে । মিষ্টি - মিষ্টি অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা ঘর - গৃহস্থ থেকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র থাকো, প্রেমের দ্বারা যতটা কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, ক্রোধের দ্বারা তা সম্ভব নয় । তোমরা খুবই মিষ্টি হও । বাবার স্মরণে সর্বদা হাসিখুশি থাকো । দেবতাদের চিত্র দেখো, তাঁরা কতো হর্ষিত থাকে । তোমরা এখন জানো যে, সে তো আমরাই ছিলাম । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম, তারপর আমরাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছি । এখন আমরা সপ্তম যুগে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়েছি । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তারাই ঈশ্বর বংশী । বাবার কাছে মুক্তি আর জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তোমরা এও জানো যে, যখন দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, চন্দ্রবংশীরাও ছিলো না । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । 'আমিই সেই' এই অর্থকেও ওরা 'আত্মাই পরমাত্মা' বলে দিয়েছে । তোমরা তো এখন জানো, আমরাই সেই দেবতা তারপর ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম । একথা আত্মা বলে যে - আমি আত্মা যখন পবিত্র ছিলাম, তখন আমার শরীরও পবিত্র ছিলো । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । এ হলো বিকারী দুনিয়া । দুঃখধাম, সুখধাম আর শান্তিধাম, যেখানে আমরা সব আত্মারা থাকি । বলা হয়, আমরা সব হিন্দু - চীনি ভাই - ভাই, কিন্তু এর অর্থও তো বুঝতে হবে । আজ ভাই - ভাই বলে, কাল আবার বন্দুক ধরতে থাকে । আত্মারা তো সবাই ভাই - ভাই । পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বললে তো সবই 'বাবা' হয়ে যায় । ফাদারকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে হবে । ব্রাদারকে (ভাইদের) উত্তরাধিকার নিতে হবে । এতে তো রাত - দিনের তফাৎ হয়ে যায় । তিনি তো পতিত পাবন, তাই না, তাঁর থেকেই তো পাবন হতে হবে । আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হতে চাই । গুরুগ্রন্থতেও আছে.... মনুষ্য থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না, এমন গায়নও আছে...সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । আমরা দেবতার জীবনমুক্ত ছিলাম, এখন জীবনবন্ধ হয়েছি । দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন দেবতার বাম মার্গে চলে যায় । এর চিহ্নও প্রাপ্ত হয়েছে । জগন্নাথ পুরীতে দেবতাদের খুবই মন্দ চিত্র দেওয়া আছে । আগে তো এসব বোঝা যেতো না । এখন এই চিত্রের অর্থ সবই বোঝা যাচ্ছে । মানুষ আশ্চর্য হয় যে, দেবতাদের এমন মন্দ চিত্র এখানে কিভাবে খোদাই করা হতে পারে, আর মন্দিরের ভিতরে তো আবার কালো জগন্নাথ বসে আছে । শ্রীনাথ দ্বারেও কালো চিত্র দেখানো হয় । এটা কেউই জানে না যে, জগন্নাথের চিত্র কালো কেন দেখানো হয় । কৃষ্ণের জন্য তো বলা হয়, তাঁকে সাপে দংশন করেছিলো । রামের কি হয়েছিলো ? নারায়ণের মুখও কালো দেখানো হয়, শিবলিঙ্গও কালো দেখানো হয়, সব কালোই কালো দেখানো হয় । দৃষ্টি যেমন, তেমনই সৃষ্টি । এই সময় সকলেই পতিত, কালো, তাই তারা ভগবানকেও কালো বানিয়ে দিয়েছে । সবার প্রথমে মানুষ শিবের পূজা করতো, হীরের লিঙ্গ বানাতো । এখন ওইসব লিঙ্গ আর নেই । ওইসব তো অতি মূল্যবান জিনিস । পুরানো জিনিসের কতো মূল্য! এই পূজা শুরু হয়েছে ২৫০০ বছর হলো, তাই এতটাই পুরানো হবে, আর কি ! পুরানো - পুরানো চিত্র হলো দেবী - দেবতাদের । এরা আবার বলে দেয়, এ হলো লক্ষ বছরের কথা ।

তোমরা এখন জানো যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো । এখন তো কলিযুগ, বিনাশ সামনে উপস্থিত । সবাইকে চলে যেতে হবে । বাবাই সবাইকে নিয়ে যান । ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তারপর তোমরা দেবতার পালনা করবে । এইসব কথা ভাগবত গীতাতে কিছুই নেই । বাবা বলেন, এই নলেজ হারিয়ে যায় । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো আর ত্রিকালদর্শী নন, তাহলে এই জ্ঞানের পরম্পরা কিভাবে চলতে পারে । তোমরাই এই সময় হলে ত্রিকালদর্শী । সবথেকে ভালো সেবা তোমরাই এই সময় করো । তাই তোমরা হলে প্রকৃত রুহানী সমাজ সেবক । তোমরা এখন আত্ম - অভিমানী হও । আত্মার মধ্যে যে খাদ জমা হয়ে আছে, তা কিভাবে দূর হবে ? বাবা তো জহুরি, তাই না । সোনার মধ্যে আয়রনের খাদ জমতে জমতে আত্মা পতিত হয়ে গেছে । এখন কীভাবে পাবন হবে ? বাবা বলেন - হে আত্মা, মামেকম্ (শুধুমাত্র আমাকে) স্মরণ করো । পতিত পাবন বাবা শ্রীমৎ প্রদান করেন । ভগবান উবাচঃ হলো -- হে আত্মারা, তোমাদের মধ্যে খাদ জমা হয়, তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছো । পতিত তো মহাত্মা হতেই পারে না, একমাত্র উপায় হলো - মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো । এই যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্ম দগ্ধ হবে । এখানে কতো আশ্রম আছে, সেখানে অনেক প্রকারের হঠযোগের চিত্র লাগানো থাকে । এ হলো যোগ, বা স্মরণের ভাঙি । তোমরা যদি গৃহস্থ জীবনেও থাকো,

ভোজন ইত্যাদি প্রস্তুত করো, বাচ্চাদেরও দেখভাল করো। আচ্ছা, ভোরবেলা তো সময় আছে, তাই না। এমন তো বলাও হয় --- হে মন, প্রভাতে রাম নাম জপ করো। আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি থাকে। ভক্তিও মানুষ সকালেই করে। তোমরাও ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো, বিকর্ম বিনাশ করো। তোমাদের সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে আত্মা কাঞ্চন হয়ে যাবে, তখন কায়াও কাঞ্চন প্রাপ্ত করবে। এখন তোমাদের আত্মা দুই ক্যারেটেরও নয়। ভারতের দেবী দেবতাদের ৮৪ জন্মের হিসাব নিতে হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্টি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়, কিন্তু আয়ু কতো, এ কেউই জানে না। কল্পের আয়ুও কেউ জানে না। বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করতে, শ্রেষ্ঠ বানাতে। এই স্মরণের অগ্নিতেই তোমাদের খাদ দূর হবে, আর অন্য কোনো উপায় নেই। বাচ্চাদের বাহাদুর হতে হবে, তোমরা ভয় পেও না। যার রক্ষক স্বয়ং ভগবান বসে আছে, সে কাকে ভয় পাবে? তোমাদেরকে কেউ কীভাবে অভিশাপ দেবে? কিছুই পারবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যে কোনো কাজ ভালবাসার সাথে করাও, ক্রোধের দ্বারা নয়। বাবার স্মরণে সদা হর্ষিত থাকতে হবে। সদা দেবতাদের মতো মুখে স্মিত হাসি রাখতে হবে।

২) আত্মার মধ্যে যে খাদ জমা হয়ে আছে, তা স্মরণের অগ্নিতে দূর করতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। বাহাদুর হয়ে সেবা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

বরদান:- সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে ল' অ্যান্ড (নিয়ম এবং নির্দেশ) অনুযায়ী চালিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মাস্টার সর্বশক্তিমান রাজযোগী সে-ই, যে রাজা হয়ে নিজের কর্মেন্দ্রিয় রূপী প্রজাকে নিয়ম এবং নির্দেশ অনুযায়ী চালাবে। রাজা যেমন রাজ্য দরবার লাগায়, তেমনই তোমরা তোমাদের রাজ্য কারবারী কর্মেন্দ্রিয়ের রাজাই রাজ্য দরবার লাগাও, আর তাদের খোঁজখবর নাও, কোনো কর্মচারী বিরোধিতা তো করে না, সব নিয়ন্ত্রণে আছে তো। যে মাস্টার সর্বশক্তিমান, তাকে একটি কর্মেন্দ্রিয়-ও কখনো ধোঁকা দিতে পারে না। স্টপ বললেই স্টপ হয়ে যাবে।

স্নোগান:- সময় অনুযায়ী সর্ব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হতে হবে।

মাতেশ্বরী জী'র অমূল্য মহাবাক্য -

১) বাস্তবে জ্ঞান প্রাপ্ত করা এক সেকেন্ডের কাজ, কিন্তু মানুষ যদি এক সেকেন্ডেই বুঝে যায় তাহলে তার জন্য এক সেকেন্ডই লাগে, কেবল নিজের স্বধর্মকে জেনে যাবে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে শান্ত স্বরূপ আত্মা, আর আমি পরমাত্মার সন্তান। এখন এই কথা বোঝা তো এক সেকেন্ডের কথা, কিন্তু এই কথা নিশ্চয় করাতে কোনো হঠযোগ, কোনো জপ তপ, যে কোনো প্রকারের সাধন করা, এইসবের কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল নিজের অরিজিনাল রূপকে আঁকড়ে ধরো। বাকি আমরা যে এতো পুরুষার্থ করছি, তা কীসের জন্য? এখন এর উপর বোঝানো হয়, আমরা যে এতো পুরুষার্থ করছি, তা কেবল এই বিষয়ের উপরই করছি। যেমন নিজের প্রাকটিক্যাল জীবন যদি তৈরী করতে হয় তাহলে নিজের এই দেহ বোধ থেকে সম্পূর্ণ বের হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মা অভিমাত্রী স্থিতিতে স্থির হওয়ার জন্য বা এই দৈবী গুণকে ধারণ করার জন্য পরিশ্রম তো অবশ্যই করতে হয়। এতেই আমরা প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদে সাবধান থাকব। এখন আমরা যত মায়ার থেকে সাবধান থাকবো, তখন যত যত ঘটনাই সামনে আসুক না কেন, আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। মায়া তখনই সামনা করে, যখন আমরা নিজেকে নিজেই বিস্মৃত হই, এখন এই যে এতটা মার্জিন রয়েছে তা হল প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বানানোর জন্য। বাকি জ্ঞান তো এক সেকেন্ডের কথা।

২) এই যে আমাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞান, তা আমাদের বুদ্ধি থেকে নির্গত হয়নি, না এ কোনো নিজের বুদ্ধি বা নিজস্ব কল্পনা অথবা সঙ্কল্প, এই জ্ঞান কিন্তু সম্পূর্ণ সৃষ্টির যিনি রচয়িতা, তাঁর কাছে শোনা এই জ্ঞান। আর সাথে সাথে শুনে অনুভব আর বিবেকে যা জাগ্রত হয়, তাই আপনাদের প্রত্যক্ষ ভাবে শোনাচ্ছি। যদি নিজের বিবেকের কথা হতো, তাহলে তা নিজের কাছেই চলতো, কিন্তু এ তো পরমাত্মার কাছে শুনে নিজের অনুভবের দ্বারা ধারণ করি। যে বিষয় ধারণ করি, তা

যখন অবশ্যই বিবেক আর অনুভবে আসে, তখনই নিজের বলে মানা হয় । এই কথাও আমরা এনার কাছেই জেনেছি । তাই পরমাত্মার রচনা কি ? পরমাত্মা কে ? বাকি নিজের কোনো সঙ্কল্পের কথা নয়, যদি হতো, তা নিজের মনেই উৎপন্ন হতো, তাই আমরা পরমাত্মার কা থেকে নিজের জন্য যে সব মুখ্য ধারণার যোগ্য পয়েন্টস পেয়েছি, তার মধ্যে মুখ্য হলো যোগযুক্ত হওয়া, কিন্তু এই যোগের আগে জ্ঞানের প্রয়োজন । যোগের পূর্বে জ্ঞান কেন বলা হয় ? প্রথমে চিন্তা করা, বোঝা, তারপরে যোগযুক্ত হওয়া - সর্বদা এমন বলা হয়, প্রথমে বোধের প্রয়োজন, না হলে উল্টো কর্ম চলতে থাকবে, তাই প্রথমে জ্ঞান জরুরী । জ্ঞান হলো এক উচ্চ স্থিতি, যা জানার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন, কেননা উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় পাঠকে মনন করতে থাকো তাহলে কোনো বিষয়েই মুষড়ে পড়বে না। সবসময় এই নেশাই থাকবে যে স্বয়ং নিরাকার ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান রঞ্জের অবিনাশী নেশা কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে থাকতে পারে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা গরিব হয়। গরিব বাচ্চারাই বাবার দ্বারা পদ্ম পদমপতি হয়ে থাকে। তাদের মালায় গাঁথা যেতে পারে। বিত্তবানদের নিজেদের বিনাশী সম্পদের প্রতি নেশা থাকে। বাবার এই সময় কোটিপতি বাচ্চার প্রয়োজন নেই। গরিব বাচ্চাদের এক এক পয়সা দিয়েই স্বর্গের স্থাপনা হয়ে থাকে কেননা গরিবদেরই বিত্তবান হতে হবে।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাপদাদার বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন এমনই জায়গায় যেতে চলেছি, যেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই, যার নাম হল সুখধাম। আমরা ঐ সুখধাম বা স্বর্গের মালিক ছিলাম। সুখধাম সত্যযুগে ছিল, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, সুতরাং তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা লিখে থাকো- শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মাকুমারী। এটাও তোমরা এখনই জানতে পারো যে পূর্বের মতোই এখন আমাদের উত্তরণের কলা। উত্তরণের কলা আর নিচে নেমে আসার কলা তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। তোমরা এটাও বুঝেছ ভারত যখন উত্তরণের কলায় ছিল তখন, সেখানকার মানুষদের দেবী-দেবতা বলা হতো। এখন নিচে নেমে আসার কলায়, সেইজন্য তাদের দেবী-দেবতা বলা হয় না। এখন নিজেদের মানুষ মনে করে। মন্দিরে গিয়ে দেবী-দেবতাদের সামনে মাথা নত করে। তারা বুঝতে পারে যে অতীতে তারা বিদ্যমান ছিল। কবে ? সেটা জানে না। তোমরা যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারো - ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ চক্রকে এখন ঘুরতেই হবে। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র হতেই হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাবার মাধ্যমে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এই নেশা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তাইনা। গায়নও আছে ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। শুধুমাত্র এটাই ভুল করেছে যে বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে দিয়েছে। এই ভুল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পেরেছ আর কেউ বোঝেনি।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা পুনরায় নিজেদের শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য পবিত্র হচ্ছি। গানও গায় হে পতিত-পাবন এসো। পতিত-পাবন তো গডফাদার। কৃষ্ণকে তো বলতে পারো না। এটাই বুদ্ধিতে স্মরণ করতে হবে। স্কুলে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে পড়াশোনার মনন (সিমরণ) তো চলে তাই না ! তোমরাও যদি সিমরণ করতে থাকো তবে কখনও মুষড়ে পড়বে না। তোমরা জানো এখন আমাদের উত্তরণের কলা। সেকেন্ডে জীবনমুক্তিও গাওয়া হয়েছে। বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সাথে-সাথেই উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়। কিন্তু সেটা কোনো জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নয়। এখানে তোমরা জীবনমুক্তির রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। বাবার সাথে অবশ্যই মিলিত হওয়া দরকার। তোমরা এটাও জানো যে অসীমের বাবার কাছ থেকে ভারত অসীমের উত্তরাধিকার পেয়েছিল, এখন আবারও পেতে চলেছে। এখন তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলে উত্তরাধিকার পাচ্ছো। ভক্তি মার্গে কাউকে না কাউকে স্মরণ করতেই থাকে। চিত্রও সবার মজুদ আছে, পূজা করা হয় তাই না! এই রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। এইসব বিষয় সম্পর্কে কোটির মধ্যে কেউ তো যথার্থ রীতিতে বুঝতে পারবে আর দুট বিশ্বাস থাকবে। আবার কারো কারো মনে সংশয়ও উৎপন্ন করবে। কারো যাতে সংশয় তৈরি না হয় সেইজন্য সম্বন্ধের বিষয় বোঝাতে হবে। গীতাতেও আছে না - অর্জুনকে ভগবান বসে বোঝিয়েছেন। কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে বসে রাজযোগ শেখাবেন - এটা তো হতেই পারে না। এভাবে বসে কি রাজযোগ শেখাবেন নাকি । এটা বলাই তো মিথ্যা হয়ে গেল। দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে তারপর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিবতনে তো এসব হতে পারে না। সুতরাং এখানেই তার সার (মূল বিষয়) বোঝাবো তাইনা। এমনই সব চিত্রের মাধ্যমে তোমরা বোঝাতে পার। প্রদর্শনীতেও এইসব চিত্র অনেক কাজে অবশ্যই আসবে। সৃষ্টিবতনের কথা নয় এইসব বিষয়। ব্রহ্মার মুখ দ্বারা কাদের বোঝাব ? ওখানে তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করই আছে। অতএব শাস্ত্রের সার কাকে বোঝাব ? তোমরা জানো এসবই হলো ভক্তি মার্গের কর্মকাণ্ড। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগ এইসব ভক্তি তো হতেই পারে না। ওটা হচ্ছে দেবী-দেবতাদের রাজধানী। সেখানে ভক্তি কোথা থেকে আসবে। ভক্তি তো আসে পরে। তোমরা বাচ্চারা জানো

নিশ্চয় বুদ্ধিই বিজয়ী হয়, বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকলে অবশ্যই বাদশাহী পাবে। বাবা বসে বোঝান আমিই স্বর্গের স্থাপনা করি আর পতিতদের পবিত্র করে তুলি। শিবকে কখনও গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ বলা হয় না। কৃষ্ণকেই শ্যাম সুন্দর বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে - শিব চক্রে (জন্ম-মৃত্যুর) আসেন না। সুতরাং তাঁকে গৌর অথবা শ্যাম বর্ণের দেখাতে পারে না। বাবা বোঝান বাচ্চারা তোমাদের এখন উত্তরণের কলা। শ্যাম থেকে গৌর বর্ণের হতে হবে। ভারত গৌর বর্ণের ছিল - এখন কালো (কুৎসিত) হয়ে গেছে, কাম চিতায় বসে। গায়নও আছে সগর রাজার বাচ্চারা কাম স্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিল। এখন বাবা তোমাদের জ্ঞানের চিতায় বসিয়েছেন। তোমাদের উপর জ্ঞানের বর্ষা বর্ষিত হয়। এটাও তোমরা বুঝে এখানে হল এই একটাই এই সংসঙ্গ। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি স্বর্গ স্থাপনা করেন, তাঁকে অমরনাথও বলা হয়, নিশ্চয়ই তিনি এখানে বসেই বাচ্চাদের বোঝাবেন তাইনা! পাহাড়ে শুধু একজন পার্বতীকেই বসে শোনাবেন নাকি? ওঁনাকে তো সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে হবে। একজনের বিষয় নয় এটা। তোমরা জানো আমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলাম আবারও আমরাই হব। কল্প বৃক্ষের চিত্রের মাধ্যমেও বোঝানো হয়েছে যে পরের দিকে ছোট-ছোট ডালপালা বের হয়। এরা সব ছোট-ছোট মঠ পথ। সর্বপ্রথমে খুব সুন্দর সুন্দর পাতা বের হয়। যখন ঝাড়ের জড়াজীর্ণ অবস্থা হয় তখন না নতুন পাতা বের হয় না ফল হয়। প্রতিটি বিষয়ে বাবা বাচ্চাদের যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন। তোমাদের লড়াই হচ্ছে মায়ার সাথে। এতো উচ্চ পদ যখন তখন কিছু তো পরিশ্রম করতেই হবে না! পড়াশোনাও করতে হবে, পবিত্রও হতে হবে। অর্ধকল্প ধরে রাবণ রাজ্য চলেছে এখন রামরাজ্য হবে। বলেও থাকে রামরাজ্য হোক। কিন্তু এটাই জানা নেই যে কবে আর কীভাবে হবে? শাস্ত্রে এই বিষয়ে কিছুই নেই। দেখানো হয়েছে পান্ডবরা পাহাড়ে গলে মরে গেছে। আচ্ছা তারপর কি হয়েছে? প্রলয় তো হয়না। একদিকে দেখায় বাবা রাজযোগ শেখিয়েছেন। তিনি বলেন তোমরা ভবিষ্যতে রাজারও রাজা হবে আবার দেখাচ্ছে পান্ডবরা শেষ হয়ে গেছে। এটা কিভাবে হতে পারে! নতুন দুনিয়ার স্থাপনা তবে কিভাবে হবে? শ্রী কৃষ্ণ কোথা থেকে আসবে? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হবে।

তোমরা জানো আমরা নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখানে জ্ঞানের সাগরের কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসি। সেখানে তোমরা জ্ঞান গঙ্গার মাধ্যমে শুনে থাকো। অমরনাথে একটা হ্রদ আছে মানসরোবর নামে। বলে থাকে ওখানে স্নান করলে পরি হয়ে যায়। বাস্তবে এটা হচ্ছে জ্ঞানের মানসরোবর। জ্ঞানের সাগর বাবা বসে জ্ঞান স্নান করান, যার ফলে তোমরা স্বর্গের পরি হয়ে ওঠো। পরি নাম শুনে মানুষ ডানা জুড়ে দিয়েছে। বাস্তবে ডানার কোনো বিষয় নেই। আত্মার উড়ে যাওয়ার মতো ডানা এখন ভেঙে গেছে। শাস্ত্রে তো কত কি বিষয় লিখিত আছে। ব্রহ্মা বাবাও অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। এনাকেও বাবা বলেন, তুমি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানো না। আমি তোমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। কৃষ্ণের তো সত্যযুগে প্রথম জন্ম হয়। স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। সুতরাং যে শ্রী নারায়ণ ছিল, সে-ই অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্মে সাধারণ হয়। তার শরীরেই অবশ্যই আসতে হবে। কেউ-কেউ বলে থাকে ভগবান পতিত দুনিয়াতে কীভাবে আসবেন। বুঝতে না পারার কারণে শ্রী কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। যে সবচাইতে পবিত্র। কিন্তু শ্রী কৃষ্ণকে সবাই ভগবান বলে মানবে না। ভগবান তো হলেন নিরাকার। ওঁনার শিব নাম প্রসিদ্ধ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে। সূক্ষ্মবতনে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। এটাও ভালোভাবে বোঝা উচিত। এই বিষয়ে খুব ভালো ধারণা থাকা উচিত। নিজেদের মধ্যে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করো, ৮৪ চক্রকে স্মরণ করো। এখন ঘরে যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো বস্ত্র সব ত্যাগ করতে হবে। এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। পুরানো দুনিয়ার প্রতি নেশা থাকে না। এ'হলো অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের নেশা, যে নেশা ছাড়া মুশকিল হয়ে পড়ে। গরিবদের হয়ত কেটে যেতে পারে। বাবা বলেন - আমি তো দীনদয়াল, আসেও গরিবরাই। আজকাল তো কোটিপতিদেরই পয়সাওয়ালা (ধনী) বলা হয়। লক্ষ পতিদের পয়সাওয়ালা বলা হয় না। ওরা এই জ্ঞান নিতে ধারণ করতে পারবে না। বাবা বলেন আমার লক্ষ-লক্ষ বিলিয়নের প্রয়োজন নেই। আমি নিয়ে কি করব! গরিবের এক এক পয়সা দিয়েই আমি স্বরাজ্য স্থাপন করব। আমি একজন পাঞ্চা ব্যবসায়ী। এমনি কেন নিতে যাব যা ফেরত দিতে হবে। তোমাদের সাথে তাঁর লেনদেন হয় সেইজন্যই তাঁকে ভোলানাথ বলা হয়। গরিব থেকেও গরিবদেরকে মালায় গাঁথা হয়। পুরুষার্থের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। এখানে পয়সার কোনো বিষয় নেই। পড়াশোনার ব্যাপারে গরিবরা ভালোভাবে মনোযোগী হবে। পড়াশোনা তো একই। গরিবরাই ভালোভাবে পড়াশোনা করবে কেননা বিত্তবানদের তো পয়সার নেশা থাকে।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম, এখন কাণ্ডাল হয়ে গেছি। এখন বাবা এসেছেন। ৮৪ জন্মের চক্র অবশ্যই ঘুরতে হবে। পুনর্জন্মও প্রমাণিত হবে। তোমরা হারানিধি বাচ্চারা ৮৪ জন্মের চক্রে আসো। এই বিষয়েও তোমরাই জানো আর কেউ জানেনা। তোমরা জানো চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বরীয় পার্ঠের

রিভিশন করতে হবে। চিত্র রাখা থাকলে চোখ পড়লেই চক্ৰ স্মরণ হবে। কিছু-কিছু গানও আছে খুব ভালো, শুনলে নেশা বৃদ্ধি পায়। তোমরা এখন শিববাবার হয়েছ, অবিনাশী উত্তরাধিকার তোমরা এখন নিরাকার দ্বারাই পাচ্ছে, সাকারের মাধ্যমে। নিরাকার কীভাবে দেবেন যতক্ষণ সাকারে না আসবেন। সুতরাং বলে থাকেন আমি এর মধ্যে অনেক জন্মের অস্তিম জন্মে প্রবেশ করি। এখানেই প্রজাপিতা প্রয়োজন। ব্রহ্মার নাম প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। বাচ্চাদের বাজোলি ডিগবাজি (বাজোলি) সম্পর্কেও বোঝানো হয়েছে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা হব। কেশশিখাও (ব্রাহ্মণ টিকি) দেখা যায় (চিত্রে)। উপরে শিববাবা স্টার, কত সূক্ষ্ম। এতো বড় লিঙ্গ হয়না, পূজার জন্য বড় করে তৈরি করা হয়েছে। তিনি রুদ্র যন্তু রচনা করেন সেইজন্যই একটা বড় শিবলিঙ্গ বাকি সব ছোট-ছোট শালগ্রাম তৈরি করে থাকে। বিতালী মানুষরাই এইসব তৈরি করে থাকে। দ্বাপর থেকেই এই ভক্তি মার্গের শুরু হয়। প্রথমে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা এইভাবে কলা হ্রাস পেতে-পেতে এখন আর কলাও অবশিষ্ট নেই। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। বাবা অন্য কোনো কষ্ট দেন না। নোট করতে থাকো, পতিদেরও পতিকে কত সময় স্মরণ করেছে। অব্যভিচারী বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া চাই তাই না! আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি সবাইকে ভুলতে হবে। একজনের প্রতিই ভালোবাসা রাখতে হবে। এই বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে যেতে হবে। আত্মাদের বৈঠক তো হল ব্রহ্ম তত্ত্ব। ক্ষীরসাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয়। বিষ্ণু আর ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মাধ্যমে তোমাদের বোঝানো হয় তারপর তোমরা বিষ্ণুপূরী ক্ষীরসাগরে চলে যাও। এখন বাবা বলছেন মামেকম স্মরণ কর আর কোনো কষ্ট দিই না। শুধু বলেন - হে আত্মারা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে পাট প্লে করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই - তোমরা নগ্ন (অশরীরী) এসেছিলে। সবার প্রথমে তোমরাই দেবতা হয়ে স্বর্গে এসেছিলে। ভগবান যখন সবারই পিতা তখন তো সবারই স্বর্গে আসা উচিত তাইনা! কিন্তু সব ধর্ম তো আসতে পারবে না। ৮৪ জন্ম দেবতারাই নিয়েছে। তাদেরকেই আসতে হবে। এ'সবই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। পরিণত বুদ্ধি সম্পন্নরাই ধারণ করবে। আর অল্প সময়ই বাকী আছে। শুধু নিজেকে আত্মা মনে কর। আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি, ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন এটা হল অস্তিম জন্ম। আত্মা খাঁটি সোনায়ে পরিণত হবে। সত্যযুগে খাঁটি গহনা ছিল, এখন সব কৃত্রিম (ভেজাল)। তোমরা এখন পুনরায় জ্ঞানের চিতায় বসে গৌরবর্ণ হচ্ছে। প্রতিটি শ্বাসে-শ্বাসে স্মরণ করলে অস্তিমে সেই অবস্থাই হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ক্ষীরসাগরে যাওয়ার জন্য একমাত্র বাবার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে। এক এর প্রতিই অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে এবং সবাইকে বাবার স্মরণে থাকার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।

২) বিনাশী সম্পদের প্রতি নেশা থাকা উচিত নয়। জ্ঞান ধনের নেশাই স্থায়ী থাকা উচিত। পড়াশোনা(ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন) করে উচ্চ পদ পেতে হবে।

বরদান:- বাবার সহায়তার দ্বারা উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ক্লান্তিহীন অনুভবকারী কর্মযোগী ভব কর্মযোগী বাচ্চাদের কর্মের মধ্যেও বাবার সাথে থাকার কারণে একস্ট্রা সহায়তা প্রাপ্ত হয়। যে কোনো কাজ সে যতই কঠিন হোক না কেন বাবার সাহায্য - উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস আর ক্লান্ত না হওয়ার শক্তি প্রদান করে। যে কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে সেই কাজ অবশ্যই সফল হয়। বাবা নিজের হাতে কাজ করেন না কিন্তু সহযোগ দেওয়ার কাজ অবশ্যই করেন। সুতরাং তুমি আর বাবা - এমনই কর্মযোগী স্থিতি হলে কখনোই ক্লান্তি অনুভব হবে না।

স্লোগান:- 'আমার' বললেই আকর্ষণ হতে থাকে, সেইজন্যই আমার'কে তোমার এ পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণ স্থায়ী তখন হবে, যখন বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞান যুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে আত্মিক (রুহানী) যাত্রা করতে এবং করাতে হবে"

*প্রশ্ন:- ঈশ্বর হলেন দাতা, তবুও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করার রীতি-রেওয়াজ কেন চলে আসছে ?

*উত্তর:- কারণ ঈশ্বরকে নিজের উত্তরাধিকারী করে। মনে করে এর ফল তিনি অন্য জন্মে দিয়ে দেবেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেওয়া অর্থাৎ তাঁকে নিজের সন্তান করে নেওয়া। ভক্তিমার্গেও সন্তান বানাও অর্থাৎ সবকিছু সমর্পণ করে দাও সেইজন্য একবার সমর্পণের রিটার্নে তিনি ২১ জন্ম সমর্পণ করে দেন। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো, বাবার থেকে হীরা নিয়ে যাও। এর উপরেই সুদামার উদাহরণ আসে।

*গীত:- রাতের পথিক হয়ো না শ্রান্ত....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের একটি লাইন থেকেই নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে। বাবা যখন বাচ্চা বলেন তখন বোঝা উচিত যে বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বসে-বসে বোঝান। আত্ম-অভিমানী হতে হবে। এ তো সকলেই জানে যে আত্মা এবং শরীর হলো দুটি আলাদা বস্তু। কিন্তু এটা বোঝে না যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবাও থাকবে। আমরা আত্মারা নির্বাণধামের অধিবাসী। একথা বুদ্ধিতে আসে না। বাবা বলেন না যে -- এই জ্ঞান সম্পূর্ণই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় ? তোমরা জানো যে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন ঘরে যেতে হবে। অপবিত্র পতিত আত্মারা ঘরে ফিরে যেতে পারে না। একজনও যেতে পারে না। এ হলো ড্রামা। যখন সমস্ত আত্মারা এখানে চলে আসে তারপর ফিরে যেতে থাকে। এ তো এখন তোমরা জেনেছো যে বাবা আমাদের আত্মিক যাত্রা শেখাচ্ছেন। বলেও থাকেন -- হে আত্মারা, এখন বাবাকে স্মরণ করার যাত্রা করতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা পার্থিব(শূল) যাত্রা করে এসেছো। এখন এ হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রা। পৌঁছে পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হবে না। মানুষ পার্থিব যাত্রায় যায় তারপর ফিরে আসে। এ হলো পার্থিব দেহ-অভিমানী যাত্রা। এ হলো রুহানী যাত্রা। অসীম জগতের পিতা ব্যতীত এই যাত্রা কেউ শেখাতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। সবকিছুর ভিতর রয়েছে স্মরণের উপরে, যে বাচ্চারা যত স্মরণ করে, স্মরণ স্থায়ী তাদেরই থাকবে যাদের কিছু না কিছু জ্ঞান রয়েছে। ৮৪ জন্মের চক্রেরও জ্ঞান রয়েছে, তাই না! এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এ হলো ৮৪ জন্মের চক্রের যাত্রা। একেই বলা হয় আবাগমনের (আসা-যাওয়ার) যাত্রা। আবাগমন তো সকলেরই হতে থাকে। আসা আর যাওয়া। জন্ম গ্রহণ করেছে আর ত্যাগ করেছে, একেই আবাগমন বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা দুঃখধামের এই আবাগমনের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যেতে চলেছো। এ হলো দুঃখধাম, এখন তোমাদের জন্ম-মৃত্যু সব অমরলোকে হবে, যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে এসেছো অমরনাথের কাছে। তোমরা সকলেই হলে পার্বতী, অমরকথা শুনে থাকো অমরনাথের কাছে, যিনি সদাই অমর। তোমরা সদাকালের অমর নও। তোমরা তো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসো। এখন তোমাদের চক্র নরকে রয়েছে। এর থেকে মুক্ত করে তোমাদের আসা-যাওয়া স্বর্গে করে দেন। ওখানে তোমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমরা দেখতে থাকবে, কেমন করে বিনাশ হয়। এই যে যারা মাথা কুটতে থাকে -- লড়াই যেন না হয় বা বলে যে বোমাগুলি গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিক। বেচারারা এসব বলতেই থাকে কিন্তু এটা জানে না যে এখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছে আর দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে এখন তো কলিযুগ সবে শুরু হয়েছে, ৪০ হাজার বছর পর সঙ্গম আসবে। একথাও শাস্ত্র থেকেই বেরিয়েছে। বাবা বলেন -- তোমরা যাকিছু বেদ-শাস্ত্রাদি পড়ো, দান-পূণ্যাদি জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছো -- এসব হলো ভক্তিমার্গ। তোমরা জানো যে আমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা হই। ব্রাহ্মণ বর্ণ হলো সবচেয়ে উঁচু। এ হলো প্র্যাক্টিক্যাল কথা। ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ দেবতা বর্ণে আসতে পারে না। তোমরা নিশ্চয় করো যে আমরা হলাম ব্রাহ্মার সন্তান, শিববাবার থেকে দৈবী-রাজ্য গ্রহণ করছি। এখন তোমাদের পুরুষার্থ চলে। রেসও করতে হয়। ভালভাবে পড়ে আবার অন্যান্যদেরকেও পড়াবে, সুযোগ্য করে তুলবে, তবে তারাও স্বর্গের সুখ দেখবে। কৃষ্ণপুরীকে তো সকলেই স্মরণ করে। শ্রীরামকে বাল্যকালে দোলনা ইত্যাদিতে দোলায় না। শ্রীকৃষ্ণকে তো অত্যন্ত ভালবাসে, কিন্তু অন্ধশ্রদ্ধায়। বোঝে না তো কিছাই। বাবা বুঝিয়েছেন যে এইসময় সমগ্র সৃষ্টি তমোপ্রধান কালো হয়ে গেছে। ভারত সুন্দর ছিল, স্বর্ণযুগ ছিল। এখন তো কলিযুগ (আয়রন এ'জ) রয়েছে। তোমরাও কলিযুগে রয়েছে, এখন স্বর্ণযুগে যেতে হবে। বাবা স্বর্ণকারের কাজ করছেন। তোমাদের আত্মায় যে লোহার আর তামার খাদ

পড়েছিলো তা নিষ্কাশন করা হয়। এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই অসৎ(অপবিত্র) হয়ে গেছে। এখন পুনরায় তোমাদের প্রকৃত সোনা হতে হবে। প্রকৃত সোনায় প্রচুর খাদ মেলানোর ফলে একদম নিম্নমানের হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাতেও এখন একদম সামান্য সোনা বেঁচে রয়েছে। গয়নাও পুরোনো, বলবে দুই ক্যারেট সোনা। সেইজন্য বাবা বসে শ্রীমৎ দিয়ে থাকেন। ভারত বরাবর স্বর্গ ছিল, তখন আর কোনো ধর্মের রাজ্য ছিল না, পুনরায় স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু মায়া করতে দেয় না। মায়া তোমাদের নানাভাবে মোকাবিলা করে। যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের অনেকভাবে পরাজিত করে। চলতে-চলতে কেউ-কেউ ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়, বিকারে লিপ্ত হয়ে মুখ একেবারে কালো করে ফেলে। বাবা বলেন -- এখন আমি তোমাদের মুখ গৌর বর্ণের (সুন্দর) করে দিই। পুনরায় বিকারে লিপ্ত হয়ে মুখ কালো করে ফেলো না। যোগের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা পরিশুদ্ধ করো। শুদ্ধ হতে-হতে খাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়ে যাবে, এরজন্য যোগ ভাঙিতে থাকতে হবে। স্বর্ণকারেরা এইসব কথা ভালভাবে বোঝে। সোনার খাদ দূর হয় আগুনে দিলে। তখন সোনার প্রকৃত পিন্ড তৈরি হয়ে যায়। বাবা বলেন -- যত তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকবে ততই শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা তো শ্রীমতই দেবেন, আর কি করবেন ! বলা হয়, কৃপা করো। বাবা এখন কি কৃপা করবেন ! বাবা তো বলেন -- স্মরণে থাকো তাহলে খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। তাহলে স্মরণে থাকবে নাকি কৃপা আশীর্বাদ চাইবে ? এতে তো প্রত্যেকেই নিজের পরিশ্রম করতে হবে।

বাবা বলেন - রুহানী আত্মা রূপী বাচ্চারা, এই যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ো না। প্রতি মুহূর্তে বাবাকে না ভুলে স্মরণ করো। যতখানি সময় স্মরণে থাকো ততখানি সময় যেন তোমরা ভাঙিতে রয়েছে। স্মরণ না করলে ভাঙিতে থাকো না। তখন তোমাদের দ্বারা আরোই বিকর্ম হয়, অ্যাড হতে থাকে, যারজন্য তোমরা কালো হয়ে যাও। পরিশ্রম করে গোরা(সুন্দর) হয়ে তারপর আবার কালো হয়ে যাও তাহলে তো তোমরা ৫০ শতাংশ কালো ছিলেই এখন পুনরায় ১০০ শতাংশ কালো হয়ে গেছে। কাম-বিকারই তোমাদেরকে কালো করে দিয়েছে। ও'টা হলো কাম-চিটা, এ হলো জ্ঞান-চিটা। মুখ্য কথাই হলো কাম-বিকারের। ঘরে ঝগড়াও এর উপরেই হয়ে থাকে। কুমারীদেরও বোঝানো হয় যে এখন তোমরা পবিত্র আছো তাহলে ভালো আছো, তাই না! সকলেই কুমারীদের পায়ে পড়ে কারণ তারা পবিত্র। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমারী, তাই না! তোমরা ব্রহ্মাকুমারীরাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো। সেইজন্য তোমাদের স্মারকচিহ্ন ভক্তিমার্গেও চলে এসেছে। কুমারীদের অত্যন্ত সম্মান করে। ব্রহ্মাকুমাররাও আছে, কিন্তু মাতাদের সংখ্যাই অধিক রয়েছে। বাবা স্বয়ং এসে বলেন 'বন্দে মাতরম্'। তোমরা বাবাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে নিয়েছো। ভক্তিমার্গে তোমরা ঈশ্বরকে দান কেন করো ? বাবা তো বাচ্চাদের দেয়, তাই না! তাহলে ঈশ্বরকে দান কেন করো ? ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করে। কৃষ্ণ তোমাদের কে হয় যে তোমরা তাঁকে দাও? কোনো অর্থ তো চাই, তাই না! কৃষ্ণ তো দরিদ্র নয়। তবুও বলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তো হয়ই না। তিনি হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। বাবা বোঝান যে আমি সকলের মনোকামনা পূর্ণ করে থাকি। কৃষ্ণ তো মনোকামনা পূর্ণ করতে পারে না। ওরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করে 'কৃষ্ণ অর্পণম্' বলে। বাস্তবে ফলপ্রদানকারী হলো আমি। ভক্তিমার্গের সব কথাই(বিষয়) বোঝানো হয়ে থাকে। শিববাবাকে তোমরা দিয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা বাচ্চা হয়ে গেলে, তাই না ! ভক্তিমার্গেও হলে বাচ্চা, এখানেও হয়ে গেলে বাচ্চা। ভক্তিমার্গে অল্পকালের জন্য ফল পাওয়া যায়। এখন হলো ডায়রেক্ট, সেইজন্য তোমাদের ২১ জন্মের জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। এখানে সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হয়ে যেতে হবে। তোমরা একবার বলিপ্রদত্ত হও তো উনি ২১ বার বলিপ্রদত্ত হন। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো বাবার থেকে হীরে নেওয়ার জন্য। মনে মনে বোঝে যে আমরা একমুঠো চাল শিববাবার ভান্ডারায় ঢেলে দিই। সুদামার কথা হলো এখনকার। শিববাবা তোমাদের কে যে তোমরা ওঁনাকে দাও ? বাচ্চা হন তাহলে তোমরা অবশ্যই বড় হয়ে গেলে, তাই না! মনে করো এক দেবো, লক্ষ পাবো। প্রদানকারী দাতা হলেন সেই একজনই। সাধুরা তোমাদের কিছুই দিতে পারে না। ভক্তিমার্গেও আমিই দিয়ে থাকি, সেইজন্য বাবা জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের ক'টি সন্তান ! তারপরেও কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। আমাদের তন-মন-ধন সবই ওঁনার। তিনি আমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেবেন। ধনবানদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। বাবার নামই হলো দিনদয়াল। বাবা বলেন, তোমাদের নিজেদের গৃহস্থালি সামলাতে হবে, এরকম নয় যে তোমরা এখানেই বসে পড়লে, কেবল শ্রীমতে চলতে থাকো। মামেকম্ স্মরণ করো, ব্যস্। ভক্তিমার্গেও তোমরা গেয়ে থাকো যে আমার তো একজনই অন্য কেউ নেই। বাচ্চারা, তোমাদের কত কথা বোঝানো হয়ে থাকে। সকলেই তো একইরকমের সমঝদার হতে পারে না। ভবিষ্যতে বেরোবে। তখন তোমাদের মধ্যে শক্তিও থাকবে। শুনলেই তৎক্ষণাৎ এসে ধরে নেবে। নিশ্চয় হোক যে বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, তাহলে এক সেকেন্ডও ছাড়বে না। এই বাবা নিজের অনুভবও শোনায়, তাই না! ইনি তো জহুরী ছিলেন, তাই না! বসে-বসে কি হয়েছে ! ব্যস, দেখুন যে বাবার দ্বারা রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। বিনাশও দেখেছেন, রাজস্বও দেখেছেন তখন বলেন ব্যস, ছাড়ো এই দাসস্বকে। সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু

জ্ঞান ছিল না। ব্যস্, আমার রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখে যে বাবা স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছেন তখন তৎক্ষণাৎ ধরে নেওয়া উচিত, তাই না! বাবা এসবই হলো তোমার। তোমার কাজে লেগে গেছে। বাবাও সবকিছু এই মাতাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। মাতাদের কমিটি গঠন করেছেন, তাদের দিয়ে দিয়েছেন। বাবাই সবকিছু করান। বুঝে বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, এখন তোমরাও নাও, তাই না। বাবা(ব্রহ্মা) তৎক্ষণাৎ দাসত্ব ছেড়েছেন। যবে থেকে ছেড়েছেন তবে থেকে অত্যন্ত খুশিতে চলছেন। এ তো অনেকবার আমরা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছি। বাবা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারা অনেকবার স্থাপন করেছিলেন। যখন এমন কথা তখন আর দেবী কেন? বাবার থেকে তো আমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবো। বাবা ঘর-পরিবার ত্যাগ তো করান না। অবশ্যই তাদেরকেও ভালভাবে দেখাশোনা করো, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার হয়ে গেছি। বাবাকে লেখে যে বাবা অমুকে অত্যন্ত ভাল নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সমঝদার। অনেককে বোঝায়। কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নরা আমাদের কাছে তো আসে না। বাবার সঙ্গে মিলিতই হয়নি আর মৃত্যু হয়ে গেলো তাহলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে কিভাবে? এখানে তো বাবার কোলে আসতে (অ্যাডপ্ট হতে) হয়, তাই না! নিশ্চয় হয়েছে আর শরীর ত্যাগ করে দিয়েছে, কিছুই পরিশ্রম করে নি। আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজ না হলে তখন সাধারণ প্রজায় জন্ম নিয়ে নেবে। যদি বাচ্চা হয়ে ভালভাবে পাকা হয়ে শরীর ত্যাগ করে তাহলে উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারী হতে পরিশ্রম লাগে নাকি! না লাগে না। কেউ সূর্যবংশীয় রাজত্ব প্রাপ্ত করে, কেউ সার্ভিস করতে-করতে ভবিষ্যতে এক জন্মের জন্য রাজত্বের পাগড়ি পেয়ে যাবে। সে কি কোনো সুখ হলো নাকি! রাজত্বের সুখ তো প্রথমেই রয়েছে তারপর কলা কম হতে থাকে। বাচ্চাদের তো পুরুষার্থ করে মা-বাবাকে ফলো করতে হবে। মা-বাবার গদিতে বসার যোগ্য তো হও। হার্টফেল কেন হবে! পুরুষার্থ করে ফলো করো। সূর্যবংশীয় গদির মালিক হও। স্বর্গে তো এসো, তাই না! অনুগ্রহ হলে চন্দ্রবংশীয়তে চলে যাও, দু'কলা কম হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার থেকে আশীর্বাদ চাওয়ার পরিবর্তে স্মরণের যাত্রায় তৎপর থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক যাত্রায় কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ো না।

২) শিববাবাকে নিজের অধিকারী বানিয়ে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হয়ে যেতে হবে। মা-বাবাকে ফলো করতে হবে। ২১ জন্মের রাজত্বের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- নিমিত্ত ভাবের অভ্যাসের দ্বারা নিজের এবং সকলের প্রগতি করতে থাকা পৃথক এবং প্রিয় ভব নিমিত্ত হওয়ার পাট সদা পৃথক এবং প্রিয় করে দেয়। যদি নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস আপনা থেকেই (স্বতঃ) এবং সহজেই হয় তাহলে নিজের প্রগতি আর সকলের প্রগতি প্রতিটি পদক্ষেপেই মিশে রয়েছে। সেই আত্মাদের পা ধরনীতে নয়, বরং স্টেজে রয়েছে। নিমিত্ত হয়ে যাওয়া আত্মারা সদা এই স্মৃতি স্বরূপে থাকে, যেন বিশ্বের সম্মুখে তারা সদা বাবার সমান উদাহরণ।

স্লোগান:- সুখদাতার সন্তান সদা সুখের দোলনায় দুলতে থাকো, দুঃখের তরঙ্গে এসো না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবার মতো রূপ বসন্ত হতে হবে। জ্ঞান যোগকে ধারণ করে তারপর আসামী দেখে অর্থাৎ ব্যক্তি বুঝে দান করতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন রীতি রেওয়াজ দ্বাপর থেকে চলে আসছে কিন্তু সঙ্গমে বাবা সেই রেওয়াজকে বন্ধ করে দেন ?

*উত্তর:- দ্বাপর থেকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার রীতি রেওয়াজ চলে আসে। বাবা বলেন, এখানে তোমাদের পায়ে পড়বার দরকার নেই। আমি তো হলাম অভোক্তা, অকর্তা, অচিন্তক। তোমরা বাচ্চারা তো হলে বাবার থেকেও বড়, কেননা বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। তো মালিকদেরকে আমি, বাবা নমস্কার করি। তোমাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার দরকার নেই। হ্যাঁ ছোটরা অবশ্যই বড়দের সম্মান দেবে।

*গীত:- যে পিয়ার সাথে...

ওম্ শান্তি । বর্ষা তো প্রতি বছরই হয়। সেটা হল জলের বর্ষা, এখানে হল জ্ঞানের বর্ষা - যা প্রত্যেক কল্পে হয়। এটা হল পতিত দুনিয়া, নরক। একে বিষয় সাগরও বলা হয়, যে বিষ অর্থাৎ কাম অগ্নির কারণে ভারত কালো হয়ে গেছে। বাবা বলেন আমি জ্ঞান সাগর, জ্ঞান বর্ষার দ্বারা গৌর বানিয়ে দিই। এই রাবণ রাজ্যে সব কালো হয়ে গেছে, সবাইকে এরপর পবিত্র বানিয়ে দিই। মূল লোকে কোনো পতিত আত্মা থাকে না। সত্যযুগেও কোনো পতিত থাকে না। এখন এটা হল পতিত দুনিয়া। তো সকলের ওপরে জ্ঞান বর্ষা হওয়া চাই। জ্ঞান বর্ষার দ্বারাই এরপর সমগ্র দুনিয়া পবিত্র হয়ে যায়। সেখানে পতিতের নাম নিশানটুকুও থাকে না। সেইজন্য বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়েছে। তার অর্থই মানুষ জানে না। তোমরা জানো যে বিষ্ণুর দুটো রূপই হল লক্ষ্মী-নারায়ণ। বলা হয় সেখানে ঘী এর নদী বয়, তবে তো ক্ষীর সাগরও থাকতে হবে। মানুষ তো বিষ্ণু ভগবান বলে দেয়। তোমরা বিষ্ণুকে ভগবান বলতে পার না। বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলে থাকে। বিষ্ণুকে ভগবান নমঃ বলবে না। শিব পরমাত্মায় নমঃ এটা বলা শোভা পায়। এখন তোমরা আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। উচ্চ থেকেও উচ্চ শ্রী শ্রী ১০৮ রুদ্র মালা বলা হয়। উপরে হল ফুল, তারপর মেরু দানা যুগল বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণকে। ব্রহ্মা সরস্বতীকে যুগল বলা হয় না। এ হল শুদ্ধ মালা। মেরু বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণকে। প্রবৃত্তি মার্গ। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি। কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ বলা হয়, কিন্তু তাদের সন্তানাদিও তো থাকবে তাই না ? এটা কারো জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে এসেছো, তাকে কালীদহও বলা যায়। সত্যযুগে তো এ'সব কিছুই হয় না যে কালীয় নাগের ওপরে ডাম্প করল, এই করল, ওই করল। এ'সব হল দন্ত কথা। ব্লাইন্ড ফেইথ (অন্ধ বিশ্বাস) থেকে পুতুল পূজা করে। অনেক দেবীদের মূর্তি বানায়। লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেবীদেরকে সাজায়। কোথাও কোথাও তো আবার সত্যিকারের সোনার গহনা পরায়, কেননা ব্রাহ্মণদেরকে দান করতে হয়। ব্রাহ্মণদেরকে দিয়ে পূজা করায়, অনেক খরচা করে, ধূমধাম করে দেবীদের ঝাঁকি বের হয়। দেবীদেরকে ক্রিয়েট করে, সুন্দর করে সাজিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারপর ভুবিয়ে দেয়। একে বলা হয় পুতুল পূজা। ভাষণে তোমরা বোঝাতে পারো কীভাবে এই অন্ধশ্রদ্ধার পূজা হয়। গণেশও খুব সুন্দর করে বানায়। শূঁড় বিশিষ্ট কোনো মানুষ তো কখনোই হতে পারে না। কতো রকমেরই যে সব চিত্র বানাতে থাকে, পয়সা খরচ করতে থাকে।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - তোমাদেরকে আমি কতো বিতশালী একদম বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই। এ'কথা পরমাত্মা বসে আত্মাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা এও জানে - যারা পূর্ব কল্পে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়েছিল আর গ্রীমৎ অনুসারে চলেছিল তারাই চলবে। যদি না পড়ে, ঘুরে ফিরে বেড়ায় তবে তো খারাপই হবে (নবাব হতে পারবে না)। উঁচু পদ পেতে পারবে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন গুলি কতো বিতশালী বানিয়ে দেয়। তারা তো শিব আর শংকরের অর্থ জানে না। শংকরের সামনে গিয়ে বলতে থাকে - আমার ঝুলি ভরে দাও। কিন্তু শংকর তো ঝুলি ভরে না। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন। সে'সব ধারণ করতে হবে। এক একটি রত্ন হল লক্ষ টাকার। সুতরাং খুব ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে আর ধারণ করাতে হবে, দান করতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, দানও ব্যক্তি বুঝে করো, যার শোনার ইচ্ছা নেই, তার পিছনে টাইম ওয়েস্ট করো না। শিবের পূজারী হোক কিংবা দেবতাদের পূজারীদেরকে বোঝাও। বাকি অন্য রকমের মানুষদের পিছনে চেষ্টা করে দান করা অর্থাৎ টাইম ওয়েস্ট করে ফেলা। তোমাদের প্রত্যেককে রূপ বসন্ত হতে হবে যে। যেমন বাবা হলেন রূপ বসন্ত। ওঁনার রূপ জ্যোতির্লিঙ্গ নয়,

স্টারের মতো। পরমপিতা পরম আত্মা পরমধামের বাসিন্দা। পরমধাম সব কিছুর থেকেও উর্ধ্ব তাই না? আত্মাদেরকে তো পরমাত্মা বলা হবে না। তিনি হলেন পরম আত্মা। এখানে যারা দুঃখী আত্মারা রয়েছে, তারা পরমপিতাকে আহ্বান করে। ওঁনাকে সুপ্রীম আত্মা বলা হয়। তিনি হলেন বিন্দুর মতো। এমন নয় যে তাঁর কোনও নাম রূপই নেই। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। দুনিয়া তাঁকে জানে না। জিজ্ঞাসা করে দেখো যে পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় রয়েছেন? বলবে সর্বব্যাপী। আরে তোমরা তো তাঁকে বলো পতিত পাবন, তাহলে পাবন কীভাবে বানাবেন তিনি? কিছুই বুঝতে পারে না, একে অন্ধের নগরী বলা হয়। তোমাদেরকে তো বাবা সব কিছুর থেকে মুক্ত করিয়ে দিয়েছেন। বাবা হলেন অভোক্তা, অকর্তা আর অচিন্তক। কখনোই তিনি পায়ে পড়তে দেন না, কিন্তু দ্বাপর থেকে এই রীতি রেওয়াজ চলে এসেছে। ছোটরা বড়দেরকে রিগার্ড দেবে। বাস্তবে আমি হলাম বাবার বাচ্চা, উত্তরাধিকারী হই - বাবার প্রপাটিঁর। বাবা বলেন এরা হল মালিক - আমার সম্পত্তির। মালিককে নমস্কার করেন। যদিও মালিক হলেন বাবা, কিন্তু সত্যিকারের তো বাচ্চারাই হয়ে গেছে সমস্ত প্রপাটিঁর। তাহলে তোমাদেরকে তিনি কখনো কি বলবেন নাকি যে আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো, স্মরণ করো। কখনোই বলবেন না। বাচ্চার মিলিত হতে এলে তখনও বাবা বলেন শিব বাবাকে স্মরণ করে মিলিত হতে এসো। আত্মা বলে আমরা শিব বাবার কোলে যাই। মানুষ এই সব কথা শুনে বিভ্রান্তি বোধ করে। শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করেন। তিনি হয়ে গেলেন মা। তোমরা মনে করো যে, আমরা মা বাবার সাথে মিলিত হতে এসেছি। স্মরণ শিব বাবাকে করতে হবে। তো তিনি হয়ে গেলেন ফার্স্ট ক্লাস মা। উত্তরাধিকার তোমাদেরকে শিব বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) তাঁরই স্মরণে থাকেন। বাবা যেটা বোঝান তাকে ধারণ করতে হবে। রূপ বসন্ত হতে হবে। যোগে থাকবে, জ্ঞান ধারণ করবে এবং করাবে, তাহলে আমার মতো রূপ বসন্ত হয়ে যাবে। তারপর আমার সঙ্গে চলে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে, তারপর যখন স্বর্গে আসবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন প্রালব্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন নলেজের পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ'সব হল অত্যন্ত গুপ্ত বিষয়। খুব কম জনই তা বুঝতে পারে। বৃদ্ধাদেরকেও বাবা বোঝান যে, সেই এককেই স্মরণ করো। দ্বিতীয় কাউকে নয়। তো বাবার কাছে গিয়ে তারপর কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবে। এটা হল কংসপুরী। এমন নয় যে কৃষ্ণপুরীতে কংসও ছিল, এ'সব হল দন্ত কথা। কৃষ্ণের মা এর ৮ টি সন্তান দেখায়। এটা তো গ্লানি হয়ে গেল। কৃষ্ণকে ঝাঁকায় রেখে যমুনা পার করেছিল। তারপর যমুনা নীচে চলে গেল। এই সব কিছুই হয় না। এখন তোমরা বাচ্চারা আলোক প্রাপ্ত করেছো। বাবা বলেন, আগে যা কিছু শুনেছিলে সব ভুলে যাও। বাবা বলেন, এই যজ্ঞ জপ তপ ইত্যাদি করে আমাকে কেউ পাবে না। আত্মা তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার ফলে তার ডানা ভেঙে যায়। এখন এই সমগ্র দুনিয়াতে আগুন লাগবে। হোলিকা বানায় (ন্যাড়াপোড়া) যখন তখন আগুনে আলু বেগুন পড়ায় (কোকী = মিষ্টি চাপাটি)। এ'সব হল আসলে আত্মা আর শরীরের। সকলের শরীর পুড়ে যাবে, আর আত্মা অমর থেকে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, সত্যযুগে এত এত মানুষ, এত ধর্ম থাকে না। কেবল একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে। ভারতই হল সবথেকে মহান তীর্থ স্থান। কাশীতে গিয়ে অনেকে থিতু হয়, ভাবে এখন থেকে কাশীবাসী হব। যেখানে শিব রয়েছেন সেখানেই আমরা শরীর ছাড়ব। অনেক সাধু সন্ন্যাসী কাশীতে চলে যায়। সারাদিন এই গীতই গাইতে থাকে - জয় বিশ্বনাথ গঙ্গা। এখন শিবের থেকে জলের গঙ্গা নির্গত তো হতে পারে না। শিব এর দ্বারে এসে মরতে চায়। এখন তো তোমরা প্র্যাকটিক্যালি শিবের দ্বারেই রয়েছো। যেখানেই থাকো না কেন কিন্তু শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো যে, শিব বাবা হলেন আমাদের বাবা, আমরা ওঁনাকে স্মরণ করতে করতে ওঁনার কাছে চলে যাব। তাহলে শিব বাবার প্রতি এতখানি লভ থাকার কথা তাই না? তাঁর নিজের কোনো বাবা নেই, টিচার নেই, বাকি সকলেরই আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও রচয়িতা হলেন শিব বাবাই। রচনার থেকে রচনার (তা সে যেই হোক না কেন) সম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকার সব সময় বাবার থেকেই বাচ্চারা পায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসেছি। বাবা এখন জ্ঞানের বর্ষা বরিশণ করেন। তোমরা এখন পাবন হয়ে উঠছো। বাকি তো সকলে নিজের নিজের হিসাব মিটিয়ে দিয়ে নিজের নিজের ধামে চলে যাবে। মূল লোকে হল আত্মাদের বৃক্ষ। এখানেও সাকারী বৃক্ষ রয়েছে। ওখানে হল রুদ্র মালা, এখানে হল বিষ্ণুর মালা। তারপর ছোট ছোট শাখা বেরিয়ে আসে। গোষ্ঠীর শাখা বেরোতে বেরোতে গাছ বড় হয়ে যায়। এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর দেবী-দেবতা ধর্মের রাজত্ব করতে হবে। এখন তোমরা মানব থেকে দেবতা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো তো অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছেন। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানান। সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশীতে যাবে। বাবা রোজ বাচ্চাদেরকে বোঝান, আলোক প্রদান করতে থাকেন।

তোমরা বাদলের সাগরের কাছে আসো ভরবার জন্য। ভরে নিয়ে তারপর গিয়ে বরিশণ করতে হয়। না ভরলে তো রাজার পদ পাবে না, প্রজাতে চলে যাবে। প্রচেষ্টা করতে থাকো যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তো

কেউ একে কেউ তাকে স্মরণ করতে থাকে। অনেক নামের সারি। বাবা এসে বলেন - বন্দে মাতরম্। দেখিয়েছেও যে ভগবান দ্রোপদীর পা টিপে দিয়েছিলেন। বাবার কাছে বৃদ্ধারা এলে বাবা তাদেরকে বলেন বম্ভী ক্লান্ত হয়ে পড়েছো ? আর কেবল অল্প দিনই বাকি। তোমরা ঘরে বসে শিব বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। যত বেশী স্মরণ করবে ততই বিকর্মাজিত হবে। নিজের সমান অন্যদেরকে না বানালে প্রজা কীভাবে বানাবে ? অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ধারণ করে তারপর অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকল বিষয়ে নিজের সময়কে সফল করতে হবে। দানও আসামী (পাত্র) দেখে করতে হবে। যে শুনতে চায় না তার পিছনে টাইম ওয়েস্ট করবে না। বাবার আর দেবতাদের ভক্তদেরকে জ্ঞান দিতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্ন গুলিকে ধারণ করে বিত্তবান হতে হবে। ঈশ্বরীয় পাঠ অবশ্যই পড়তে হবে। এক একটি রত্ন লক্ষ টাকার, সেইজন্য একে ধারণ করতে হবে আর করাতে হবে।

বরদান:- সকল কর্মে বাবার সঙ্গে সাথী রূপে অনুভব করতে পারা সিদ্ধি স্বরূপ ভব
সব থেকে সহজ আর নিরন্তর স্মরণের পদ্ধতি হল - সদা বাবার সঙ্গে অনুভব হওয়া। সঙ্গে অনুভূতি স্মরণ করবার পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। যখন সাথেই আছেন তবে তো স্মরণে তো থাকবেই। কিন্তু এই রকম সঙ্গে নয় যে কেবল সাথেই বসে আছেন। তা নয় বরং সাথী এবং সহায়ক। যে সাথে থাকে তার কথা ভুলে যাওয়াও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাথীকে কখনো ভুল হয় না। তো সকল কর্মে বাবা এমন সাথী যিনি কঠিনকেও সহজ করে দেন। এই রকম সাথীর সঙ্গে সদা অনুভব হতে থাকলে তবে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্নোগান:- বিশেষ আত্মা হতে হলে বিশেষভাবেই দেখো আর বিশেষভাবেই বর্ণনা করো।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

আমরা যা কিছু এই চোখ দিয়ে দেখি, আমরা জানি যে এখন কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগী দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে এই কলিযুগী দুনিয়ার অবসান হয়েই রয়েছে। যেমন গীতাতে ভগবানের মহাবাক্য হল - বাচ্চারা, এই যে গুরু গোঁসাই প্রমুখ যাদেরকে দেখছে এরা সকলেই মরেই পড়ে রয়েছে। সেই রকমই আমরা মনে করি এত এত যে সব মনুষ্য সম্প্রদায় রয়েছে, তারা সকলেই আইরন এজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তবেই তো পরমাঙ্গার মহাবাক্য হল - আমি এই আসুরিক দুনিয়ার বিনাশ করে দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করি, তবেই তো আমরা বলতে পারব যে সকলেই মরে পড়ে আছে। তো আমাদের এই দুনিয়ার সাথে কোনো কানেকশন নেই। বলা হয় পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না। নতুন দুনিয়ার জন্য সাপ্তাহিক কোর্স করো। কেননা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে অর্থাৎ বেঁচে থাকবো কিন্তু এই দুনিয়াই যেন নেই। যদিও মানুষ ভাবে আমরা ভালো কর্ম করবো, দান পূণ্য করবো, তাহলে আবার এই দুনিয়ায় এসে সে'সব ভোগ করব। কিন্তু আমরা তো জেনে গেছি যে এই দুনিয়া এখন শেষ হল বলে। তাহলে এই বিনাশী দুনিয়ার প্রালঙ্কই হল বিনাশী। তা জন্ম জন্মান্তর ধরে চলবে না। এখন দেখো আমাদের দৃষ্টি আর এই দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কতো পার্থক্য। এখন এই নিশ্চয়ও তখনই বসবে যখন এই নিশ্চয় হবে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন ? আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সময় খুব কম এইজন্য আধ্যাত্মিক ব্যবসা করো, সবথেকে ভালো ধান্দা হল - বাবা আর বর্সাকে (স্বর্গ) স্মরণ করা, বাদবাকি সবই হল অসৎ ধান্দা”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কীসের উৎকর্ষা থাকা চাই ?

*উত্তর:- কিভাবে আমরা বিগড়ে (বিপথে) যাওয়া আত্মাদের শোধরাবো (সঠিক পথ দেখাবো), সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে ২১ জন্মের জন্য সুখের রাস্তা বলবো। সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় কিভাবে জানাবো - বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে এইরকম উৎকর্ষা থাকা চাই।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তি-র অর্থও বুঝিয়েছেন। নিজেও বলছেন ওম্ শান্তি তো বাচ্চারাও বলছে ওম্ শান্তি। এর দ্বারা নিজের পরিচয় দিতে হয় যে আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামের অধিবাসী। আমাদের বাবাও সেখানকার অধিবাসী। ভক্তিমার্গেও বাবা-বাবা বলতে থাকে। যদিও মানুষ গুণগান করতে থাকে কিন্তু রাবণের মতে চলছে। রাবণ মত মানুষকে বিগড়ে দেয়। বাবা এসে বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে সংশোধন করেন। রাবণও হল এক, রামও হল এক। ৫ বিকারকে একত্রে বলা হয় রাবণ। রাবণ নিজের রাজ্য স্থাপন করে, সবাইকে শোক বাটিকাতে বসানোর জন্য। সে (রাবণ) বিগড়ে দেয়, তিনি (রাম) সংশোধন করেন। রাবণকে মানুষ বলা যায় না। সেইজন্যই দেখায় ৫ বিকার পুরুষের আর ৫ বিকার স্ত্রী-র। রাবণ রাজ্যে দুপক্ষেই বিকার আছে। তোমরা জানো যে ৫ বিকার আমাদের মধ্যেও ছিলো। এখন আমরা শ্রীমতে চলে নির্বিকারী হচ্ছি। যারা বিগড়ে গেছে বাবা তাদেরকে শোধরাচ্ছেন। যেরকম সকল বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে শোধরাচ্ছেন সেইরকমই বাচ্চাদের মধ্যেও এই উৎকর্ষা রাখতে হবে যে কিভাবে আমি বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে শোধরাবো। মানুষ মাত্রই একে অপরকে বিগড়ে দিতে থাকে। বিগড়ে যাওয়া আত্মাদের শোধরানোর জন্য এক বাবা-ই আছেন। তো তোমরা যেভাবে শুধরেছো সেইরকমই লগনে মগ্ন থাকতে হবে যে কিভাবে দুঃখী আত্মাদের সহায়তা করবো। বাবার মধ্যে যে উৎকর্ষা আছে সেটা সুপুত্র বাচ্চারা-ই পূর্ণ করতে পারবে। বাচ্চাদের মধ্যে এই উৎকর্ষা রাখতে হবে যে কিভাবে বিগড়ে যাওয়া আত্মাদের শোধরাবো। আত্মীয় পরিজনদেরকেও বোঝাতে হবে। তাদেরকেও রাস্তা বলে দিতে হবে। দুঃখী জীবাত্মাদের ২১ জন্মের জন্য সুখী বানাবো, তারা তো আমারই ভাই-বোন, অনেক দুঃখী অশান্ত হয়ে আছে। আমরা তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি তাই চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে অন্যদেরকে বোঝাবো, ভাষণ করবো। ঘরে-ঘরে যাবো, মন্দিরে যাবো। বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন যে মন্দিরে গিয়ে অনেক সেবা করতে পারো। ভক্ত অনেক আছে, অন্ধ শ্রদ্ধায় শিবের মন্দিরে অনেকে যায়। অন্তরে কিছু না কিছু আশা রেখে যায়। এটা জানেনা যে শিব হলেন আমাদের বাবা। ওঁনার এত যে মহিমা, তো নিশ্চই উনি আমাদের জন্য কিছু করে গেছেন। শিবের মন্দিরে কেন যায়! অমরনাথ যাত্রাতে কেন যায়! অনেক যাত্রীদের ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীরা নিয়ে যায়। এটা হল ভক্তি মার্গের ধান্দা, এর থেকে তো শোধরাবে না। ভোলানাথ বাবা-ই এসে বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে শোধরাচ্ছেন। উনি হলেন বিশ্বের রচয়িতা অথবা মালিক কিন্তু নিজে হন না। বাচ্চাদেরকে মালিক বানান। কিন্তু তিনি হলেন উচ্চ, তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে, কিভাবে আমি ভাইবোনদের রাস্তা বলে দেবো। কাউকে দুঃখী বা রোগী হতে দেখলে তার প্রতি করুণা আসে তাই না। বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে এমন সুখী বানাচ্ছি যে অর্ধেক কল্প তোমরা রোগী হবেনা। তো বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্যদেরও সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দিতে হবে। যাদের মধ্যে সেবা করার উৎকর্ষা থাকবে তারা এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবে না। মনে মনে ভাববে যে আমিও গিয়ে কাউকে সুখধামের রাস্তা বলে দিই। বাবা তো এই সেবা করার জন্য বাচ্চাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের সম্পূর্ণ ধারণা হলে তো অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। এই রাজধানী স্থাপন করতে টাকা পয়সার দরকার পড়েনা। তারা তো নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে, রাবণের মতে চলে। আমরা রাবণের থেকে আমাদের স্বরাজ্য ছিনিয়ে নিচ্ছি। রামরাজ্য রামের দ্বারা-ই প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগ থেকে রাম রাজ্য শুরু হয়, এখানে কলিযুগে রামরাজ্য কোথা থেকে আসবে। এখানে তো রাবণ রাজ্য চলছে, সবাই দুঃখী হয়ে আছে। এসব কথা তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। প্রথমে তাদেরকে বোঝাতে হবে যারা গরীব, যারা ব্যবসায়ী। এছাড়া ধনীব্যক্তির তো বলবে যে, সময় নেই, আমি ব্যস্ত থাকি। তারা মনে করে যে তারা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছে, প্ল্যান করতে থাকে। কিন্তু তোমরা জানো যে শিববাবা ছাড়া কেউ স্বর্গ বানাতে পারবে না। এখন সময় খুবই অল্প অবশিষ্ট আছে। রামরাজ্য স্থাপন করতে দেরী করো না। রাত-দিন এই চিন্তা করতে হবে যে - কিভাবে

কাউকে দুঃখ থেকে মুক্ত করবো। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে, কিভাবে আমি ভাই-বোনদের রাস্তা বলে দেবো। এখন সবাই রাবণের মতে চলছে। বাবা তো বাবা-ই হন যিনি এসে বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। মানুষ কোর্টে গিয়ে বলে ঈশ্বরকে সামনে উপস্থিত রেখে সত্য বলছি। কিন্তু যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন তাহলে আবার কার প্রার্থনা করে! তাদের কিছুই জানা নেই। বাবা বারংবার বোঝাচ্ছেন, নিজের আত্মীয় পরিজনদেরকে জাগাও। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধের অংশমাত্রও যেন না থাকে, কিন্তু সব বাচ্চারা তো এইরকম হতে পারে না। অনেক বাচ্চা আছে যাদেরকে মায়া একদম নাক থেকে ধরে নেয়। যতই বোঝানো না কেন তবুও শুনতেই চায় না। বাবাও বুঝতে পারেন যে - হয়তো সময় লাগবে সকলের সঠিক ভাবে বাবার সেবাতে নিয়োজিত হতে। শখও তো রাখতে হবে তাই না, যারা এসে বলবে যে বাবা আমাকে সেবাতে পাঠাও, আমি গিয়ে অন্যদের কল্যাণ করবো। কিন্তু বলে না কেউ। বাচ্চাদের কারবারই হল সত্য গীতা শোনানো। শব্দই হল দুটি - অল্ফ আর বে মানে বাবা আর বাদশাহী। বাবা খুব ভালো ভালো যুক্তি বুঝিয়েছেন। প্রথম কথা এটাই বলবে যে - পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ! নীচে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী নাম লেখা আছে। বাবা অত্যন্ত নতুন কায়দা অনেক সহজভাবে বলে দিচ্ছেন। বাবার এই উৎকর্ষা থাকে যে - এইরকম-এইরকম বোর্ড লাগাতে হবে। বাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন। বাবাকে বলাই হয় করুণাময়, ব্লিসফুল (সুখের সাগর) তো বাচ্চাদেরকেও বাবার সমান করুণাময় হতে হবে। এই চিত্রগুলিতে তো অনেক বড় খাজানা আছে। এই চিত্রগুলির মধ্যেই স্বর্গের মালিক হওয়ার যুক্তি আছে। বাবা তো অনেক যুক্তি বলতে থাকেন। কল্প পূর্বেও বলেছিলেন আর এখনও বলছেন। মানুষের বুদ্ধিতে টাচিং হবে যে এই কথা তো একদমই সত্য। বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এটাও লিখে দাও যে - স্বর্গের বর্সার তুমিই হলে উত্তরাধিকারী। এসে বুঝে যাও, খুবই সহজ কথা। কেবল বোর্ড বানিয়ে উপযুক্ত জায়গাতে লাগাতে হবে। ১০-২০ টা জায়গায় এইরকম বোর্ড লাগাও, এটা বিজ্ঞাপনও দিতে পারো। যে বাচ্চারা পূর্ব কল্পেও এসেছিলো সেই হারানিধি বাচ্চাদের এই শব্দগুলি বুদ্ধিতে টাচিং হবে। বলবে যে জানতে হবে এরা কি বোঝাতে চাইছেন। এটাও বোর্ডে লিখে দিতে হবে যে, এই পয়েন্টকে বুঝতে পারলে তোমরা মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে, এক সেকেন্ডে।

বাবা বলছেন যে যদি নিজের জীবন বানাতে হয় তাহলে সেবা করো। সাগরের কাছে এসে রিফ্রেশ হয়ে পুনরায় সার্ভিস করতে হবে। ভক্তিমার্গে তো অর্ধেক কল্প ধাক্কা খেয়েছো। এখানে তো এক সেকেন্ডে বাবাকে জেনে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন সকলেরই হল বাণপ্রস্তু অবস্থা। মৃত্যু সামনে অপেক্ষারত। সবথেকে ভালো ধান্দা হল এটা। মানুষ অন্যান্য যাকিছু ধান্দা করে সেসব হল অসৎ ধান্দা। এক ধান্দাই কেবল করতে হবে - বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করো। কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে বোঝাও তাহলে শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে। তোমরা কত সহজে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধের অংশমাত্রও থাকলেও বের করে দিতে হবে। বাবার সমান করুণাময় হয়ে সেবাতে তৎপর থাকতে হবে।

২) মৃত্যু সামনে অপেক্ষারত। তোমাদের এখন বাণপ্রস্তু অবস্থা এইজন্য বাবাকে আর বর্সাকে (স্বর্গকে) স্মরণ করতে হবে। ভারতকে রামরাজ্য বানানোর সেবাতে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে।

বরদানঃ:- দেহ-অভিমানের অংশটুকুকেও বলিদান দিয়ে মহাবলবান ভব সবথেকে বড় দুর্বলতা হল দেহ-অভিমান। দেহ-অভিমানের সৃষ্টি বংশও হল অনেক বড়। দেহ-অভিমানের বলিদান দেওয়া অর্থাৎ অংশ আর বংশ সহকারে সমর্পিত হওয়া। এইরকম যারা বলিদান দেয়, তারাই মহাবলবান হয়। যদি দেহ অভিমানের কোনও অংশও লুকিয়ে রেখেছো বা অভিমানকেই স্বমান মনে করে নিয়েছো তো তাতে অল্প সময়ের জন্য বিজয় দেখা গেলেও অনেক কালের পরাজয় সমাহিত রয়েছে।

স্লোগানঃ:- ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ভালো লেগে গেল - এটাও হল জীবনবন্ধ স্থিতি।

১ - এই অবিনাশী জ্ঞানকে পরমাত্ম জ্ঞান বলা হয়, এই জ্ঞানের সারাই হল বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। এইজন্য কোটির মধ্যে কোনও বিরল-ই এই জ্ঞান ধারণ করার সাহস রাখে। এটা তো আমরা জানি যে এই জ্ঞান বাস্তবিক জীবনশৈলী নির্মাণ করে, আমরা যেটা শুনি, সেইরকমই আমরা তৈরী হচ্ছি, এইরকম জ্ঞান কোনও সাধু সন্ত মহাত্মা দিতে পারবেন না। তারা এইরকম বলতে পারবে না যে মন্মনা ভব, এখন এই নির্দেশ কেবল এক পরমাত্মাই করতে পারেন। মন্মনা ভব-র অর্থ হল আমার সাথে যোগ লাগাও। যদি আমার সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রদান করবো। সেখানে গিয়ে তোমরা রাজ্য করবে, এইজন্য এই জ্ঞানকে রাজাদেরও রাজা বলা হয়। এই জ্ঞান ধারণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যবসা, জ্ঞান নেওয়া অর্থাৎ এক ঝটকায় বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান নেওয়া তো অত্যন্ত সস্তা ব্যবসা। ওখানে তো প্রতি মুহূর্তে মরতে হয় কেননা তারা পরমাত্মার জ্ঞান দেয় না এইজন্য বাবা বলেন এখন যা করতে হবে তা এখনই করো, পরে এই ব্যবসা আর থাকবে না।

২ - পরমপিতা পরমাত্মাকে সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপও বলা হয়, এখন পরমাত্মাকে সৎ কেন বলা হয়? কেননা তিনি হলেন অবিনাশী অমর, তিনি কখনও অসৎ হন না, তিনি হলেন অজর অমর আর পরমাত্মাকে চৈতন্য স্বরূপও বলা হয়। চৈতন্য কথার অর্থ হল পরমাত্মারও মন-বুদ্ধি আছে, তাঁকে নলেজফুল, পীসফুল বলা হয়। তিনি জ্ঞান আর যোগ শেখাচ্ছেন। এইজন্য পরমাত্মাকে চৈতন্যও বলা হয়, যদিও তিনি হলেন অজন্মা, আমরা আত্মারা যেভাবে জন্ম নিই তিনি সেই ভাবে জন্ম নেন না। পরমাত্মাকেও এই নলেজ আর শান্তি দেওয়ার জন্য ব্রহ্মার শরীরকে লোন নিতে হয়। তো তিনি হলেন চৈতন্য স্বরূপ, তবেই তো মুখ দ্বারা আমাদের জ্ঞান যোগ শেখাচ্ছেন আবার পরমাত্মাকে সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপও বলা হয়, তো এইসব গুণ পরমাত্মার মধ্যে ভরপুর আছে এইজন্য পরমাত্মাকে সুখ দুঃখ থেকে পৃথক বলা হয়। আমরা এইরকম বলতে পারিনা যে পরমাত্মা হলেন দুঃখ দাতা, না। তিনি সর্বদা সুখ আর আনন্দের ভান্ডার, যখন তাঁর গুণই হল সুখ আর আনন্দ প্রদাণ করা তাহলে তিনি আমাদের (আত্মাদের) দুঃখ কিভাবে দিতে পারেন!

৩ - অনেক মানুষ এইরকম মনে করে যে এইযে অনাদি শাস্ত্রত চিরন্তন সৃষ্টিকর্পী ড্রামা চলছে, এটা পরমাত্মা পরিচালনা করছেন এইজন্য তারা বলে যে এখানে মানুষের কোনও হাত নেই... করণ-করাবনহার হলেন স্বামী... সবকিছু পরমাত্মাই করছেন। সুখ দুঃখ দুই ভাগই পরমাত্মা বানিয়েছেন। এখন এইরকম বুদ্ধিমত্তার লোকেদের কিরকম বুদ্ধি বলা যাবে? সবার আগে তাদেরকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে অনাদি শাস্ত্রত চিরন্তন সৃষ্টির খেলা অটোমেটিক চলতে থাকে। সাথে সাথে এটাও বলতে থাকে যে এই সবকিছু পরমাত্মাই করছেন। এইযে পরমাত্মাকে করণ-করাবনহার বলা হয়, এই নাম আর কোন হস্তিকে বলা হয়? এখন এই কথাগুলিকে বুঝতে হবে। প্রথমে তো এটা বুঝতে হবে যে এই সৃষ্টির যে অনাদি নিয়ম আছে সেটা হল শাস্ত্রত চিরন্তন, যেরকম পরমাত্মা হলেন অনাদি, সেইরকম এই চক্রও আদি থেকে শুরু করে অন্ত পর্যন্ত অনাদি অবিনাশী চিরন্তন রূপে আছে। যেরকম বীজের মধ্যে সুপ্তভাবে বৃক্ষের জ্ঞান আছে আর বৃক্ষের মধ্যেই সুপ্ত বীজ আছে, দুটোই কস্মাইন্ড, দুটোই হল অবিনাশী, বাকি বীজের কি কাজ থাকে, বীজ বপন করলে ঝাড় বেরিয়ে আসবে। যদি বীজ বপন না করা হয় তাহলে বৃক্ষও উৎপন্ন হয় না। তো পরমাত্মাও হলেন এই সমগ্র সৃষ্টির বীজ স্বরূপ আর পরমাত্মার কাজ হল বীজ বপন করা। পরমাত্মাই বলেন যে আমি তখন পরমাত্মা হই যখন বীজ বপন করি, না হলে তো বীজ আর বৃক্ষ হল অনাদি, যদি বীজ না বপন করা হয় তাহলে বৃক্ষ কিভাবে জন্ম নেবে! আমার নাম পরমাত্মা তখন হয় যখন আমার কার্যও পরম হয়, আমার সৃষ্টি সেটাই যেটা আমি নিজে পাটধারী হয়ে বীজ বপন করি। সৃষ্টির আদিও করি আবার অন্তও করি, আমি করণধারী হয়ে বীজ বপন ইত্যাদি করি, বীজ বপন করার সময় পুনরায় অন্তেরও বীজ আসে তখন সমগ্র ঝাড় বীজের শক্তি ধারণ করে। বীজের কাজ হল রচনা করা আবার তার অন্ত করা। পুরানো সৃষ্টির অন্ত করা আর নতুন সৃষ্টির আদি করা, এটাকেই বলে দেয় পরমাত্মা সবকিছু করেন। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান-সাগর বাবা আর ব্রহ্ম-পুত্র নদীর এই সঙ্গম হল হীরে সম, এখানে তোমরা বাচ্চারা আসো - কড়ি থেকে হীরে সম হতে”

*প্রশ্ন:- সত্যযুগী রাজধানীর স্থাপনা কবে এবং কীভাবে হবে ?

*উত্তর:- যখন সম্পূর্ণ পতিত সৃষ্টির সাফাই হয়ে যাবে অর্থাৎ পুরানো সৃষ্টির বিনাশ হবে তখন সত্যযুগী রাজধানীর স্থাপনা হবে। তার আগে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে, পবিত্র হতে হবে। নতুন রাজধানীর সম্বন্ধে তখন শুরু হবে যখন একজনও পতিত থাকবে না। এখান থেকে সম্বন্ধে শুরু হবে না। যদিও রাধে-কৃষ্ণের জন্ম হয়ে যাবে কিন্তু সেই সময় থেকে সত্যযুগ বলা হবে না। যখন তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপে রাজ-সিংহাসনে বসবে তখন সম্বন্ধে আরম্ভ হবে, ততক্ষণ আত্মাদের আবাগমন চলবে। এই সব হল বিচার সাগর মন্ডন করার বিষয়।

*গীত:- এ যে হল বসন্ত, এ সময় হল পুরানোকে ভুলবার....

ওম্ শান্তি । এই আত্মারূপী বাচ্চারা কোথায় এসেছে ? জ্ঞান সাগরের তীরে। যদিও থাকে জ্ঞান গঙ্গার তীরে এবং এখন এসেছে জ্ঞান সাগরের তীরে। কারা এসেছে ? জ্ঞান গঙ্গারা। কি হতে এসেছে ? কড়ি থেকে হীরে সম অথবা কাঙাল থেকে মুকুটধারী হওয়ার জন্য। ব্রহ্মা হল ব্রহ্মপুত্র এবং শিব হলেন জ্ঞানের সাগর। এ হল ব্রহ্ম পুত্র নদী। সন্তান তাইনা। ব্রহ্মা কেয়ার অফ শিব। তোমরা হলে নাতি নাতনী। কলকাতায় সাগর ও নদীর বিশাল মেলা আয়োজিত হয়। সেখানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সাগর মিলিত হয়। ব্রহ্ম পুত্রে আরও অনেক নদী এসে মিলিত হয়। মুখ্য হল ব্রহ্মপুত্র এবং সাগরের সঙ্গম। তাকেই বলে ডায়মন্ড হারবার। এই নাম ইংরেজরা রেখেছে। অর্থ কিছুই বোঝে না, নাম শুধু রেখে দিয়েছে। বাবা অর্থ বলে দিয়েছেন। তোমরা এসেছো এই সময় ব্রহ্ম পুত্র আর জ্ঞান সাগরের সমীপ, সম্মুখে। সেখানেও সাগরের সম্মুখে যাও হীরে সম হতে। কিন্তু হীরা না হয়ে পাথর হয়ে যাও কারণ সেটা হল ভক্তিমার্গ। এই সঙ্গম হল আত্মাদের আর পরমাত্মার মিলন বেলা। দুইই একত্রে, ওটি হল জড়, এখানে হল চৈতন্য। ইনি তো সর্বত্র যেতে পারেন। অতএব বাচ্চাদের সর্বদা এই কথা বোঝা উচিত যে ব্রহ্ম পুত্র এবং সাগর দুইই একত্রে আছেন চৈতন্যে। এই হল হীরে সম হওয়ার সঙ্গম। তোমরা হীরার মতন হও। এই হল ব্রহ্মপুত্র এবং অ্যাডপ্টেড জ্ঞান গঙ্গারা। এই নদী তো অসংখ্য। ওই নদীর কথা তো সবাই জানে যে ভারতে এত গুলি নদী আছে। এ হল অগণিত। এই জ্ঞান নদীর সংখ্যা তো গণনা করা যাবে না। সাগর থেকে নদীর এই সময়েই উদ্ভব হয়। প্রথমে তো ব্রহ্মপুত্র বের হয় পরে তার থেকে ছোট ছোট নদী বের হয়। তোমরা জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ বড় কেউ ছোট, এই সব নদী মানুষকে হীরে তুল্য বানায়। এমনও বলবে না যে, সূর্যবংশীই মহারাজা মহারানী হয়। না। যথা রাজা রানী তথা প্রজা হয়। তোমাদের সকলের জীবন হীরে সম হয়, যারা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্তির জন্য অল্প একটুও পুরুষার্থ করে তারাই হীরে তুল্য হয়। এই ব্রহ্মপুত্র নদী ও সাগর দুইয়েরই হল একত্রে বাস । তোমরা বাচ্চারা যখন আসো তখন মনে মনে জানো যে, আমরা বাপদাদার কাছে এসেছি। পিতা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি প্রবেশ করেন এই ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মার দেহে। এনার দ্বারা আমাদের হীরে তুল্য করেন। এবারে যে যতখানি পুরুষার্থ করে শ্রীমৎ অনুসরণ করবে। এই কথাও তোমরা জানো যত দিন জীবিত থাকবে ততদিন পুরুষার্থ করতে হবে। শিক্ষা তো প্রাপ্ত হতেই থাকে। পরীক্ষার রেজাল্ট তো বিনাশের সময়ে বেরোয়। এক দিকে রেজাল্ট বেরোবে অন্য দিকে বিনাশ শুরু হবে। তখন তো হাহাকার চলবে। সে কথা বলার মতন নয়, তাই বিনাশের পূর্বে, যুদ্ধের পূর্বে প্রস্তুত হতে হবে। বুঝতে হবে আর কতটা সময় বাকি থাকতে পারে। আর এও জানো যে, যখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হয় তখন এই সম্পূর্ণ জগতের সাফাইও হয়। তোমরা পবিত্র হতে থাকো। তারা হল পতিত। সব পতিত মানুষ শেষ হয়ে গেলে, হিসেব নিকেশ শোধ হয়ে গেলে সবাই ফিরে যাবে। একজনও পতিত থাকবে না। তখন বলা হবে পবিত্র দুনিয়া। তোমরা এই সময় হলে পবিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়া তো পবিত্র নয়, তাইনা। পবিত্র হবে নিশ্চয়ই। যখন বিনাশ হবে তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র হবে, তাকেই নতুন দুনিয়া বলবে। নতুন দুনিয়ার সম্বন্ধে শুরু হবে ততক্ষণ পুরানো দুনিয়া থাকবে। এখান থেকে সম্বন্ধে শুরু হবে না। আমরা ব্রাহ্মণরা যদিও নতুন। কিন্তু দুনিয়া বা সম্পূর্ণ পৃথিবী নতুন নয়। এখন হল সঙ্গম। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে। আমরা তো বলেই থাকি যে ফাস্ট প্রিন্স প্রিন্সেস হল রাধা কৃষ্ণ, তবুও আমরা সেই সময় সত্যযুগকে বলব না। যতক্ষণ না লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহাসনাসীন হচ্ছেন, ততক্ষণ কিছু না কিছু ঝামেলা (খিট খিট) হতেই থাকবে, যদিও রাধা কৃষ্ণ এসে যায়। দেখো, এই সব কথা হল বিচার সাগর মন্ডন করার বিষয়। সত্য যুগ যখন শুরু হবে তখন সম্বন্ধে

শুরু হবে। সূর্যবংশী ডায়নেস্টির সম্বৎ থাকবে। কিন্তু প্রিন্স প্রিন্সেসের নামে সম্বৎ কখনও হয় না। বাকি মাঝখানের সময়ে আবাগমন হতে থাকবে। অপবিত্র ছিঃ ছিঃ মানুষদেরও ফিরে যেতে হবে। সংখ্যায় কিছু জন তো থেকেই যাবে, তাইনা। যারা জীবিত থাকবে তারাও ফিরে যাবে, সময় লাগবে। এই কথা কে বোঝাচ্ছেন ? জ্ঞানের সাগর বোঝাচ্ছেন তেমন ব্রহ্মপুত্র জ্ঞানের নদীও আছে, দুইজনে একত্রে বোঝাচ্ছেন। লৌকিক জগতে কুস্তুর মেলা তো প্রতি বছর আয়োজিত হয়। এই কুস্তুর মেলা, সাগর ও জ্ঞান নদীর মেলা তো সম্ভবমুগেই হয়। তোমরা বাচ্চারা বলবে আমরা মাতা-পিতা বা জ্ঞানের সাগর (শিব পিতা) এবং বড় নদীর (ব্রহ্মা মা) কাছে যাই। বাবা আমাদের এই বড় নদী এবং এই নদী গুলির দ্বারা বর্ষা প্রদান করেন অর্থাৎ হীরে তুল্য করেন। কুস্তুর মেলায় আনন্দ সহকারে অত্যন্ত শুদ্ধতা ধারণ করে যায় এবং সেখানে মন-বানী-কর্মে পবিত্র থাকে। ওটা হল জড় যাত্রা (দেহের দ্বারা যাত্রা)। যাত্রীরা নিজেদের কল্যাণ করতে চায়। পাণ্ডাদের অত কল্যাণ হয় না যত যাত্রীদের হয়। পাণ্ডারা তো অর্থ উপার্জন করতে যায়। তাদের অতখানি ভাবনা থাকে না যতখানি যাত্রীদের থাকে। যাত্রীরা খুব শুদ্ধ ভাবনা যুক্ত হয়ে তীর্থ যাত্রায় যায়, তাই অনেকের সাফাংকার হয়। অমরনাথে বরফের লিঙ্গ আকার থাকে। সামনে গিয়ে দেখলে বরফের লিঙ্গ রূপই দেখতে পাওয়া যায়। ভাবনা যুক্ত হয়ে দেখে, তাই তখন মানুষ খুশীর অনুভব করে। কিন্তু এ'তো প্রকৃতি (প্রাকৃতিক)। বরফের লিঙ্গ রচনা হয়, মানুষের এই ভাবনা থাকে বুদ্ধিতে। যদিও নেই কিছুই। প্রকৃত সত্য যাত্রা তো এখন তোমাদের। মানুষ ভাবে ভগবানের খোঁজে অনেক ধাক্কা খেয়েছি, ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় না।

বাবা বুঝিয়েছেন ভগবানের তো কোনো চিত্র দেখানো সম্ভব নয়। বিন্দুর ফটো কি হবে ! সে তো বোঝানোর জন্য বলা হয় যে, স্টার স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে প্রদীপ্তমান.... অনেক কন্যারা ব্রহ্মাণ্ডে তিলক লাগায়। এই কথা তো শুনেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার নিবাস তাই স্টার লাগায়। সত্যিকারের তিলক যদি বলতে হয় তাহলে হল এটাই। রাজত্বের তিলক যদিও বড় আকারের হয়। সে তো স্থূল রাজতিলক দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান আছে যে, আমরা আত্মারা এখন রাজ তিলক প্রাপ্ত করি। আত্মা বুঝেছে যে, এখন পরম পিতা পরমাত্মার কাছে আমি আত্মা রাজ তিলক প্রাপ্ত করি। ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে খুব সুন্দর স্টার লাগায়। সোনারও লাগায়। এখন তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো, আমরা হলাম স্টার, হীরে তুল্য হই। আমরা আত্মারা হলাম স্টার। পরম পিতা পরমাত্মাও হলেন স্টার, খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, এ হল অত্যন্ত গুহ্য কথা। তোমাদের জ্ঞান অর্থাৎ আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। পরম পিতা পরমাত্মার রূপও দেখেছো, বুঝেছো। যেমন আত্মার সাফাংকার হয় তেমন পরমাত্মারও সাফাংকার হয়। তিনি বলবেন, যেমন তোমরা তেমনই আমি। তাছাড়া, সন্তানদের, পিতার কিরূপ সাফাংকার চাই। আত্মা তো ছোট বড় হয় না। যেমন তোমরা তেমনই পিতা। শুধুমাত্র মহিমা ও পার্ট হল আলাদা এবং সবচেয়ে ভিন্ন, একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। অ্যাক্টরদের পার্ট একরকম তো হতে পারে না। একেই বলা হয় প্রকৃতি। বাস্তবে একে ড্রামার প্রকৃতি বলা যেতে পারে। কেননা বাবা এমন বলবেন না যে ড্রামা আমি রচনা করেছি। তাহলে প্রশ্ন উঠবে কবে রচনা করেছেন ? একেই বলে প্রকৃতি। এই চক্রটি কীভাবে আবর্তিত হয় সে কথাও তোমরা এখন জেনেছো। আত্মা হল স্টার তার মধ্যে বিশাল পার্ট নিহিত আছে। পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমান হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। এখানে কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। বেদ শাস্ত্র পাঠ করে যারা তারা কেবল শাস্ত্রের জ্ঞানই পাঠ করে শোনায়ে। শিববাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তো কারো মধ্যে নেই। ভগবান এসে সহজ রাজযোগের জ্ঞান প্রদান করেন। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলবে। সুতরাং এই নদী গুলিতে মেলার আয়োজন করা হয়। এই কথাও বুঝতে পারো যে, সাগর থেকেই নদীর উদ্ভব হয়। অনেক বাচ্চাদের এই কথাটির নলেজ নেই। যদিও তোমাদের কথা গুলিও কেউ জানেনা। জ্ঞানের সাগর কীভাবে আসেন, তাঁর কাছে জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে। এইসবই হল জ্ঞানের কথা। মানুষের দ্বারা বুদ্ধিতে যে কথা গুলো ফিক্সড হয়ে আছে তার ফলে সত্যের জ্ঞান কারো নেই। তোমরা এখন ওই স্থূল সাগর এবং এই জ্ঞানের সাগরের কথা জেনেছো। বর্তমানে ওই সাগর ও নদী তো দুঃখ প্রদান করে। সাগরের ঢেউ উত্তাল হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এখন জ্ঞানের সাগর পতিত পাবনকে সবাই স্মরণ করে, ওই স্থূল সাগর বা নদী গুলি কেউ স্মরণ করে না। পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগরকে স্মরণ করে। ওই সাগর থেকেই এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর নাম রূপ দেশ কাল কেউ জানেনা। যদিও শিবের নাম বলে শুধুমাত্র লিঙ্গের নাম রেখে দিয়েছে। বাবার নাম তো অবিনাশী, তাইনা। শিববাবা হলেন একমাত্র রচয়িতা, তাঁর রচনাও এক এবং অনাদি। কীভাবে অনাদি, সে কথা বাবা বসে বোঝান। সত্যমুগে এই উৎসব ইত্যাদি কিছুই হয় না। সব ভ্যানিশ হয়ে যায়। পুনরায় ভক্তিমার্গে শুরু হবে।

মানুষ ভাবে - স্বর্গ ছিল আবার স্বর্গ আসবে কিন্তু এখন তো নরক। এর আয়ু কত, তা কেউ জানেনা, এ' হল ঘোর অন্ধকার। কল্পের আয়ু কত, তাও কেউ জানেনা। বলেও থাকে এই ড্রামা আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু আয়ু না জানার দরুন কিছু

বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিববাবা বসে সকল বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন তাই তারা ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। উনিও সব শাস্ত্র কি হাতে ধরে রাখতে পারবেন বা ব্রহ্মার দ্বারা কেউ সব শাস্ত্র খোঁড়াই শোনাতে পারবে। তোমরা জানো যে এই সব হল ভক্তিমার্গের। সেইসব তো পাঠ করে এসেছো। কবে পাঠ করা শুরু হয়েছে, কিছুই জ্ঞান নেই। বলে দেয় এ'হল হল অনাদি। বেদব্যাস রচনা করেছেন। বেদকে উচ্চতম গ্রন্থ মনে করে। যদিও লেখা আছে যে - বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল গীতার রচনা। তোমরা বাচ্চারা জানো এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পুনরায় তৈরি হবে। তখন আবার নাম রাখবে। এখন তোমরা জানো আমরা পুনরায় পূজ্য স্বরূপে পরিণত হচ্ছি পরে পূজারী স্বরূপে মন্দির ইত্যাদি তৈরি করব। রাজা-রানী মন্দির নির্মাণ করবে তো প্রজারাও করবে। ভক্তিমার্গ শুরু হলে তখন সবাই মন্দির নির্মাণ করা শুরু করে। ঘরে ঘরে মন্দির থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীতে তো রাধা কৃষ্ণের মন্দির থাকতে পারে না। মন্দির তো ভক্তিমার্গে তৈরি হয়। যখন পতন হওয়া শুরু হয়, মন্দিরের নির্মাণও হতে থাকে। সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীদের যা প্রপাটি সেসব বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশীরা ভোগ করে। তা নাহলে রাজস্ব আসবে কোথা থেকে। প্রপাটি চলতে থাকে। বড় বড় প্রপাটি যা থাকে সেসব ছোট হয়ে শেষে কিছুই থাকে না। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যেতে থাকে। সুতরাং বাচ্চারা এখন বুঝেছে যে কীভাবে আমরা পূজ্য হই। কবে হই পরে কীভাবে পূজারী হই। এখন বুঝেছ তাইনা যে, পরমপিতা পরমাত্মার নাম রূপ দেশ কাল এবং তাঁর পাঠ কি। ভক্তিমার্গেও ভক্তদের শুদ্ধ ভাবনা বাবা পূরণ করেন। অশুদ্ধ ভাবনা রাবণ পূরণ করে। এখন জ্ঞানের সাগর তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরে দিয়েছেন। সবাই তো বুঝবে না। যারা কল্প পূর্বের হবে তারাই জ্ঞানে আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যত দিন জীবিত থাকবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার শিক্ষা গুলি ধারণ করতে হবে। বাবার সম মাস্টার জ্ঞানের সাগর হতে হবে।

২) রহানী পান্ডা রূপে সবাইকে প্রকৃত সত্য যাত্রা করাতে হবে। হীরে সম হতে হবে এবং অন্যদের বানাতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ এবং শুভ বৃত্তির দ্বারা বাণী ও কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাতে সক্ষম বিশ্ব পরিবর্তক ভব যে বাচ্চারা নিজের দুর্বল বৃত্তি গুলিকে দূর করে শুভ এবং শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ধারণ করার ব্রত নেয়, এই সৃষ্টির রূপও তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ দৃশ্যমান হয়। বৃত্তির দ্বারা দৃষ্টি এবং কৃতিরও কনেকশন আছে। যে কোনো ভালো বা খারাপ কথা সর্বপ্রথমে বৃত্তিতে ধারণ হয় তারপরে বাণী ও কর্মে আসে। বৃত্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ বাণী ও কর্ম স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ হওয়া। বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন, বায়ুমন্ডল তৈরি হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ব্রত ধারণকারীরা বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- বিদেহী বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো তো যে কোনো ব্যক্তির মনের ভাবকে বুঝতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বাবার প্রতি স্নেহের লক্ষণ - বাবা সমান হওয়া"

আজ অসীম জগতের মাতা-পিতার সামনে সমগ্র অসীম পরিবার। এটা শুধুমাত্র সভা নয়, কিন্তু চারিদিকের স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের ছোট একটা ব্রাহ্মণ পরিবার, অতি প্রিয় আর স্বতন্ত্র পরিবার, অলৌকিক পরিবার, চিত্র হয়েও বিচিত্র অনুপম পরিবার সামনে রয়েছে। বাপদাদা অমৃতবেলা থেকে সব বাচ্চাদের স্নেহের, মিলন উদযাপনের, বরদান নেওয়ার মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বার্তালাপ শুনছিলেন। সবার মনে স্নেহের ভাবনা আর সমান হওয়ার শ্রেষ্ঠ কামনা, চারিদিকে তিনি এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেছেন। আজকের দিনে মেজরিটি বাচ্চাদের সামনে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ আত্মা ব্রহ্মা মাতা-পিতা রূপে ইমার্জ ছিলেন। সবার হৃদয়ে আজ বিশেষ ভালোবাসার সাগর বাপদাদার প্রেমস্বরূপ প্রত্যক্ষ রূপে নয়ন-সমুখে ছিল। চারিদিকের সব বাচ্চার স্নেহের, হৃদয়ের গীত বাপদাদা শুনেছেন। স্নেহের রিটার্নে বরদাতা বাবা বাচ্চাদের এই বরদান দিচ্ছেন - "সদাসর্বদা, প্রত্যেক আত্মার প্রতি, সব পরিস্থিতিতে স্নেহীমূর্ত্ত ভব"। নিজের স্নেহীমূর্ত্ত স্নেহের স্বভাব, স্নেহী ব্যবহার, স্নেহের সম্পর্ক-সম্বন্ধ কখনও ছেড়ে দিও না, ভুলে যেও না। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রকৃতি অথবা মায়া যেমনই ভয়ঙ্কর রূপ, জ্বালারূপ ধারণ করে সামনে আসুক, তোমরা কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জ্বালা রূপকে সদা স্নেহের শীতলতার দ্বারা পরিবর্তন করতে থেকো। এই নতুন বছরে বিশেষভাবে স্নেহ নাও আর স্নেহ দাও। সদা স্নেহের দৃষ্টি, স্নেহের বৃত্তি, স্নেহময়ী কৃতি দ্বারা স্নেহী সৃষ্টি বানাতে হবে। যদি কেউ স্নেহ নাই দেয় কিন্তু তোমরা মাস্টার স্নেহস্বরূপ আত্মারা দাতা হয়ে আত্মিক স্নেহ দিয়ে যাও। আজকের জীব আত্মারা স্নেহ অর্থাৎ প্রকৃত ভালোবাসার জন্য পিপাসার্ত। স্নেহের এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ এক ফোঁটার পিপাসার্ত। শুধুমাত্র প্রকৃত স্নেহ না থাকার কারণে হতবুদ্ধি হয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত রুহানী (আত্মিক) স্নেহ খুঁজে চলেছে। এমন তৃষ্ণার্ত আত্মাদের সহায় হওয়া তোমরা মাস্টার জ্ঞান সাগর। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো, তোমরা সব আত্মাকে পরিবর্তন করার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারে আকর্ষণ করার বিশেষ আধার কী ছিল? এটাই ছিল, প্রকৃত ভালোবাসা, মাতা-পিতার ভালোবাসা, রুহানী পরিবারের ভালোবাসা - এই ভালোবাসার প্রাপ্তি পরিবর্তন করেছে। জ্ঞান তো পরে বুঝেছে, কিন্তু প্রথম আকর্ষণ ছিল প্রকৃত নিঃস্বার্থ পারিবারিক ভালোবাসা। এটাই ফাউন্ডেশন ছিল তো না, এর কারণেই সবাই তোমরা এসেছিলে, তাই না ! বিশ্বে কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি অনেক আছে, কিন্তু পরমাত্মার প্রকৃত ভালোবাসার জন্য তারা ভিখারী কেন ? কোটি-কোটি টাকা পয়সার থেকে এই ভালোবাসা পাওয়া যায় না। সায়েন্টিস্টরা দেখে বিশ্বকে অল্পকালের সুখের কত উপকরণ (সাধন) দিয়েছে, কিন্তু তারা যত বড় বৈজ্ঞানিক ততই আরও অন্য কিছু অনুসন্ধান করে এবং আরও কিছু অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেই অনুসন্ধানের মধ্যেই হারিয়ে যায়। সন্তুষ্টতার অনুভূতি নেই; আরও কিছু, আরও কিছুর খোঁজে তারা তাদের সময় নষ্ট করে দেয়। অনুসন্ধান করাই তাদের সংসার হয়ে গেছে। তোমাদের মতো স্নেহ-সম্পন্ন জীবনের অনুভূতি নেই। নেতাদের দেখ নিজেদের গদি সামলাতেই ব্যস্ত ! কাল কী হবে সেই চিন্তাতেই লেগে আছে। আর তোমরা ব্রাহ্মণ সকলে পরমাত্ম-দোলায় দুলছ। কালকের চিন্তা নেই। না কালকের চিন্তা আছে, না কালের (মৃত্যু) চিন্তা। কেন ? কেননা, তোমরা জানো যে, যা হচ্ছে সেটাও ভালো, আর যা হওয়ার আছে তা' আরও ভালো। তাইতো ভালো-ভালো বলতে বলতে তোমরা ভালো হয়ে গেছ।

ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ যা কিছু মন্দ তাকে বিদায় দেওয়া এবং সদা সবকিছু সর্বাপেক্ষা ভালো জেনে তার অভিনন্দন ও শুভ কামনা উদযাপন করা। এটা করেছে, নাকি এখন বিদায় দিচ্ছে? যেমন তোমরা পুরানো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরের জন্য অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাও, তাই না? অভিনন্দনের অনেক কার্ড এসেছে, এসেছে না ? অনেক বাচ্চার অভিনন্দন-পত্র তথা কার্ড এসেছে। বাপদাদা বলেন, তোমরা নতুন বছরের কার্ড পাঠিয়েছ অথবা সঞ্চল্ল করেছে, যতই হোক, সঙ্গমযুগের প্রতিটি সেকেন্ড নতুন তো না ! সঙ্গমযুগের প্রতি সেকেন্ডের অভিনন্দনের কার্ড পাঠিও না, কার্ড সামলানো মুশকিল হয়। কিন্তু কার্ডের বদলে রেকর্ড রাখো যে প্রতি সেকেন্ড নতুন অনুভব করেছে কিনা ! প্রতিটি নতুন সেকেন্ড নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করেছে ? প্রতিটি সেকেন্ড নিজের মধ্যে নবীনত্ব অর্থাৎ দিব্যতার কী বিশেষত্ব অনুভব করেছে ? বাবা তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার সবচাইতে বড় সেরিমনি কী ? সেরিমনি অর্থাৎ খুশির সময় অথবা খুশির দিন। সেরিমনিতে সবচাইতে বড় বিষয় মিলন উদযাপন করা। মিলন উদযাপন করাই খুশি উদযাপন করা। তোমাদের সকলের পরমাত্ম-মিলন, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মিলন সবসময় হয় তো না ! তাহলে, সবসময় সেরিমনি হলো তো না ! নাচা, গাওয়া আর খাওয়া — এই সেরিমনি উদযাপিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মাবাবার ভাণ্ডারা (পাকশালা) থেকে তোমরা খাও, সেইজন্য সদা তোমরা ব্রহ্মা ভোজনই খাও। কোনো গৃহস্থ তার নিজস্ব উপার্জনে

থায় না, সেন্টারের যারা, তারা সেন্টারের ভাণ্ডারী (অর্থ) থেকে খায় না, কিন্তু ব্রহ্মাবাবার ভাণ্ডার থেকে আর শিববাবার ভাণ্ডারী (পণ্যাগার) থেকে খায়। না পরিবার আমার, না সেন্টার আমার। ঘর-সংসারে থেকেও ট্রাস্টি হও, বাবার শ্রীমং অনুসারে নিমিত্ত হয়েছ, আর সেন্টারে যদি থাকো তো সেটা বাবার সেন্টার, তোমার নয়, সেইজন্য সदा শিববাবার ভাণ্ডারী, ব্রহ্মাবাবার ভাণ্ডারী - এই স্মৃতিতে ভাণ্ডারীও পরিপূর্ণ থাকবে, ভাণ্ডারীও পরিপূর্ণ থাকবে। যদি তোমার আশ্রিত বোধ থাকে তাহলে ভাণ্ডারী এবং ভাণ্ডারীতে বৃদ্ধি লাভ হবে না। কোনও কার্যে যদি কোনরকম খুঁত বা দুর্বলতা থাকে তবে তার কারণ বাবার পরিবর্তে আশ্রিতবোধ-এর খুঁত আছে মানে কিছু খামতি আছে। খুঁত শব্দ খামতিকেও বলা যায়, আর অশুদ্ধ কিছু মিশ্র হলে তাকেও খুঁত বলা হয়। যেমন সোনা খাদ (খুঁত) মিশ্র হয়, তাই না। কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবন তো প্রতিটি সেকেন্ড সেরিমনি উদযাপনের অভিনন্দনের জন্য। বুঝেছ !

সাধারণতঃ, আজকের দিনে তোমরা সবাই আওয়াজের উর্ধ্বে যাও আর বাপদাদা যিনি আওয়াজের উর্ধ্বে তাঁকে তোমরা আওয়াজে নিয়ে আসো। এই প্র্যাক্টিস খুব ভালো - এই মুহূর্তে অনেক আওয়াজে আছে, হতে পারে তোমাদের ডিসকাশন (কোনো কিছুর ওপরে আলোচনা) চলছে, এমন বাতাবরণেও সঙ্কল্প করলে আওয়াজের উর্ধ্বে যাওয়ার তো সেকেন্ডে আওয়াজের উর্ধ্বে স্বতন্ত্র ফরিস্তা স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও। এই মুহূর্তে কর্মযোগী, পরমুহূর্তে ফরিস্তা অর্থাৎ আওয়াজের উর্ধ্বে অব্যক্ত স্থিতি। এটা এমন হওয়া উচিত নয় যে, যদি বাতাবরণ খুব আওয়াজের হয়, তাহলে আওয়াজের উর্ধ্বে যেতে তোমরা টাইম নেবে ! না, এমন হওয়া উচিত নয়। কারণ লাস্ট সময় চতুর্দিকে ব্যক্তি, প্রকৃতির অস্থিরতা থেকে আরও আওয়াজ হবে - মর্মপীড়ায় আত্ননাদের, উত্থালপাখাল হওয়ার বাতাবরণ হবে। এমন সময়েই সেকেন্ডে অব্যক্ত ফরিস্তা তথা নিরাকারী অশরীরী আত্মা - এই অভ্যাসই বিজয়ী বানাবে। এই স্মৃতি জপমালায় (সিমরনী) অর্থাৎ বিজয় মালায় নিয়ে আসবে, সেইজন্য এই অভ্যাস এখন থেকে অতি আবশ্যিক, একে বলে প্রকৃতিজিত, মায়াজিত। মালিক হয়ে মুখের দ্বারা যদি সুর বা সঙ্গীত বাজাতে চাও তো বাজাও অথবা কান দ্বারা যদি শুনতে চাও তো শোনো, কিন্তু যদি না শুনতে চাও তবে সেকেন্ডে ফুলস্টপ লাগাও, অর্ধেক স্টপ নয়, ফুল স্টপ। এটাই হলো ব্রহ্মাবাবার সমান হওয়া। স্নেহের লক্ষণ হ'লো সমান হওয়া। তোমরা প্রত্যেকে বলে যে, আমার স্নেহ বেশি। তোমাদের যে কোনো কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কার স্নেহ ব্রহ্মাবাবার থেকে বেশি, তো সবাই এটাই বলবে 'আমার।' সুতরাং যেভাবে তোমরা স্নেহের ক্ষেত্রে মনে করো - আমার স্নেহ বেশি, ঠিক সেভাবে সমান হওয়ার ক্ষেত্রেও তীব্র পুরুষার্থ করো যে, আমি নম্বর ওয়ানের সাথে, যুগল দানার সাথে দানা হয়ে যেন গাঁথা হয়ে যাই। একেই বলে স্নেহের রিটার্ন দেওয়া। স্নেহের কারণে মধুবনে দৌড়াতে তো তোমরা খুব চতুর। দৌড়ে দৌড়ে সবাই তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছে গেছে তো না। এটা যেমন প্রত্যক্ষ স্বরূপে দেখিয়েছ, ঠিক সেভাবেই সমান হওয়ার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখাও। স্থান ছোট কিন্তু হৃদয় বড়, সেইজন্য অনুযোগ ক'রো না যে, তোমাদের জায়গা হয়নি। যখন হৃদয় বড় তখন ভালোবাসায় কোনরকম সমস্যা, সমস্যাই মনে হয় না। বাপদাদা বাচ্চাদের কোনো সমস্যা দেখতে পারেন না। হ্যাঁ, যোগ লাগাও তো জায়গা তৈরি হয়েই যাবে। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের চারিদিকের শ্রেষ্ঠ ও স্নেহে সমাহিত হওয়া আত্মাদের থেকে অনেক অনেক সঙ্কল্প দ্বারা, পত্র দ্বারা, সমাচার দ্বারা এই স্মৃতি দিবস বা নববর্ষের স্মরণ-স্নেহ বাপদাদা পেয়েছেন। সবার হৃদয়ের মিষ্টি-মিষ্টি সুর বাপদাদা শুনেছেন। রিটার্নে বাপদাদাও সব বাচ্চাকে মিষ্টি-মিষ্টি, প্রিয় বাচ্চার ব'লে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। তোমরা এখন উড়ছ আর উড়তে থাকো। মায়ার খেলা খেলোয়াড় হয়ে দেখ। প্রকৃতির পরিস্থিতি মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে খেলাচ্ছলে পার করে অগ্রচালিত হও। বাবার হাত আর দিব্য বুদ্ধিযোগ রূপী সাথ সदा অনুভব ক'রে শক্তিশালী হয়ে সदा পাস উইথ অনার হও। সदा স্নেহ-মূর্ত ভব-র বরদান স্মরণে রেখে স্মৃতিস্বরূপ হওয়া এমন সর্বস্নেহী সকল মূর্তিকে, সदा মাস্টার দাতা আত্মাদের মাতা-পিতার শক্তিসম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদিদের প্রতি : - বাবার সপ্নের উত্তরাধিকারই বিশেষ পাওয়ার্স প্রাপ্তি। এই পাওয়ার্স দ্বারা সর্বকার্য সহজভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই তোমরা সমীপের সাথী তো না ! সাথে থেকেছ আর সাথেই ফিরে যাবে এবং সাথেই রাজত্ব করবে। সঙ্গমেও সমীপ, নিরাকারী দুনিয়াতেও সমীপ আর রাজধানীতেও সমীপ। জন্মানোর সাথে সাথেই সমীপ হওয়ার বরদান প্রাপ্ত হয়েছ। সবাই সমীপের হওয়ার বরদান-প্রাপ্ত, এমন অনুভব হয় তো না? সাথের অনুভব হওয়াই সমীপে থাকার লক্ষণ। আলাদা হওয়া কঠিন, সাথে থাকা আপনা থেকেই হয়। আপনাদের সংগঠনের সমীপ তোমরা। রাজত্বের সিংহাসন নেবে তো না? সিংহাসনের উপরেও জিত প্রাপ্ত করবে, তাই না। ঠিক যেভাবে, এখন বাবার হৃদয়ের উপরে বিজয় লাভ করেছে, হৃদয় জয় করেছে, একইভাবে, নম্বরক্রমে বিশ্বের রাজ্য-সিংহাসনের উপরেও তোমরা জয়লাভ করবে। তোমরা এমনই বিজয়ী, তাই না? তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে সবাই উৎসাহ-উদ্দীপনায় এগিয়ে চলেছে, আর সदा চলতে থাকবে।

বাচ্চারা বাবার চমৎকারিত্বের মহিমা করে আর বাবা বাচ্চাদের চমৎকারিত্বের মহিমা গান। তোমরা বলো বাঃ বাবা বাঃ ! আর বাবা বলেন, বাঃ বাচ্চারা বাঃ ! আচ্ছা।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ :-

আমরা সবাই পূজ্য আর পূর্বজ আত্মা, এত নেশা থাকে তোমাদের ? সবাই তোমরা এই সৃষ্টিকৰ্পী বৃক্ষের মূলে বসে আছ, আছ তো না ? আদি পিতার বাচ্চারা তোমরা সব আদি রত্ন। তাইতো এই বৃক্ষের কান্ডও তোমরা। যে ডালপালাই বের হয় তা' বীজের পরে কান্ড থেকেই বের হয়। সুতরাং তোমরা হ'লে আদি ধর্মের আত্মা, আর সবাই পরে বের হয়, সেইজন্য তোমরা পূর্বজ। তো তোমরা ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন যত পরিপক্ব হয়, রচনাও ততই পরিপক্ব হয়। অতএব, এতটাই অ্যাটেনশন নিজেদের উপরে রাখতে হবে। পূর্বজ অর্থাৎ কান্ড হওয়ার কারণে বীজের সাথে তোমাদের ডিরেক্ট কানেকশন আছে। তোমরা সগর্বে বলতে পারো যে, আমরা পরমাত্মা দ্বারা ডিরেক্টলি রচিত হয়েছি। দুনিয়ার লোককে জিজ্ঞাসা করো যে তাদের কে রচনা করেছেন ? তো তারা শোনা কথার ভিত্তিতে বলবে যে ভগবান তাদের রচনা করেছেন। যতই হোক, সে' তো শুধু কথার কথা, কিন্তু তোমরা পরম আত্মার ডিরেক্ট রচনা। আজকালকার ব্রাহ্মণও বলে যে, আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল রূপে তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা। তাহলে, এই খুশি থাকে তোমাদের যে, আমরা ডিরেক্ট রচনা। কোনো মহান আত্মা বা ধর্ম আত্মার রচনা নও তোমরা; তোমরা পরম আত্মার ডিরেক্ট রচনা। সুতরাং ডিরেক্ট কানেকশনে কত শক্তি ! দুনিয়ার লোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে কোনো বেশে ভগবান আসবেন, সেখানে তোমরা বলো পেয়ে গেছি। কত খুশি ! তো এত খুশি থাকে তোমাদের যে, তোমাদের দেখে অন্যেরাও খুশি হয়ে যাবে, কেননা, যারা খুশি থাকে তাদের মুখ সদাই সুন্দর আর আকর্ষক হয় তো না !

গ্লোবাল হসপিটালের ভাই-বোনেদের প্রতি :-

হসপিটালে যদি কোনো দুঃখী আসে তাহলে খুশি হয়ে যায় তো না ? এমন খুশির বাতাবরণ থাকে, যদি কেউ আসে দুঃখ ভুলে যায় ? কেননা, বাতাবরণ তৈরিই হয় ব্যক্তির ভাইব্রেশনের দ্বারা। কোনো দুঃখী আত্মাদের সংগঠন যদি হয় তো সেখানকার বাতাবরণও দুঃখের হবে। সেখানে যদি কেউ সহাস্যে যায়ও তো চুপ হয়ে যাবে, আর কোথাও হাসিখুশি ব্যক্তিদের সংগঠন হলে, খুশির সংগঠন হলে যে কোনো দুঃখী আত্মাই যাবে তো বদলে যাবে। প্রভাব অবশ্যই পড়ে। সুতরাং এভার-হ্যাপি হসপিটাল তো, তাই না? শুধু হেলদি নয়, হ্যাপিও। সবাই স্নিতমুখে হর্ষোৎফুল্ল থাকবে তো অর্ধেক নিরাময় হয়েই যাবে। অর্ধেক ওষুধ খুশি। সুতরাং ওষুধের খরচও বেঁচে যাবে, তাই না। পেশেন্টও খুশি হবে যে, কম খরচে সুস্থ হয়ে গেছে আর হসপিটালের খরচও কম হয়ে যাবে। ডাক্তারদেরও টাইম কম দিতে হবে। যেমন, সাকারে তোমরা দেখেছ, যারা ব্রহ্মাবাবার সামনে আসতো তাদের কী অনুভব শুনাতো ? অনেক বিষয় নিয়ে আসতো কিন্তু বাবার সামনে আসতেই সে'সব বিষয়ের সমাধান তাদের ভিতরে ভিতরেই হয়ে যেতো। এই অনুভব তোমরা শূন্যে তো না। একইভাবে, তোমরা সব ডাক্তারের কাছে যে কেউই আসুক, আসতেই যেন তাদের অর্ধেক রোগ ওখানেই ঠিক হয়ে যায়। তোমরা সব ডক্টর এ'রকমই তো না। যেমন বাবা অলৌকিক তো বাবার যে বাচ্চারা কার্যের নিমিত্ত তারাও তো অলৌকিক হবে, তাই না। তোমাদের সবার অলৌকিক জীবন নাকি সাধারণ জীবন? তপস্যায় তোমরা যত এগিয়ে যাবে, ততই তোমাদের ভাইব্রেশন অনেক তীব্রগতিতে কাজ করবে। আচ্ছা। কম খরচ হয় এমন হসপিটাল হওয়া উচিত। টাইমও কম খরচ হবে আর স্থূল ধনও কম খরচ এবং প্রসিদ্ধি হবে। নাম বড় আর খরচ কম। তো তোমরা এ'রকম অলৌকিক সেবানায়ী, তাই না? তোমরা ভালো ফাউন্ডেশন বানিয়েছ। হসপিটাল মনে হয় নাকি যোগ ভবন মনে হয় ? এমন আওয়াজ হবে যে, এটা হসপিটাল নয়, বরং যোগ কেন্দ্র, হ্যাপি হাউস। লৌকিকেও এ'রকম হ্যাপি হাউস বানায়। যে কেউই ভিতরে যাবে তো হাসতেই থাকবে। কিন্তু অন্তর্মনের হাসি, তা' হয় সদাকালের জন্য, আর ওই হাসি হয় অল্প সময়ের জন্য। আচ্ছা। সদা উৎফুল্ল মুখে থাকো। যা কিছুই হয়ে যাক নিজের মুড অফ করবে না। কেউ যদি গালিও দেয়, ইনসাল্টও করে কিন্তু তোমরা সদা উৎফুল্ল থাকো। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদানঃ:-

সমর্পণ ভাব দ্বারা সেবা করার পাশাপাশি সফলতা প্রাপ্ত করে প্রকৃত সেবানায়ী ভব

প্রকৃত সেবানায়ী সে, যে সমর্পণ ভাব দ্বারা সেবা করে। সেবায় সামান্যতম আমিষ্ব বোধের ভাব যেন না থাকে। যেখানে আমিষ্ববোধ সেখানে সফলতা নেই। যখন কেউ এটা মনে করে নেয় যে এটা আমার কাজ, আমার বিচার, এটা আমার কর্ম-কর্তব্য - তখন এই আমিষ্ববোধ আসা অর্থাৎ মোহ উৎপন্ন হওয়া। কিন্তু তোমরা যেখানেই থাকো, সদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, আমি নিমিত্ত, এটা আমার ঘর নয় বরং সেবাস্থান,

তখন সমর্পণ ভাব দ্বারা নির্মান আর নষ্টমোহ হয়ে সফলতা প্রাপ্ত করে নেবে।

স্লোগান:- সদা নিজের সীটে যদি থাকো তো সর্বশক্তি অর্ডার মানতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান-যোগের দ্বারা প্রকৃত শৃঙ্গার করাতে, এই শৃঙ্গারকে খারাপ করে দেয় দেহ বোধ (দেহ-অভিমান), তাই দেহের প্রতি মমত্ব দূর করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান মার্গের উচ্চ সিঁড়ি কে চড়তে পারে ?

*উত্তরঃ - যার নিজের দেহের প্রতি আর কোনো দেহধারীর প্রতি মমত্ব নেই। এক বাবার প্রতি হৃদয়ের সত্যিকারের প্রীতি আছে। যে কারোর নাম - রূপে আকৃষ্ট হয় না, সে-ই জ্ঞান মার্গের উচ্চ সিঁড়ি চড়তে পারে। এক বাবার প্রতি যারা হৃদয়ে প্রেমের ভাবনা রাখে, সেই বাচ্চাদের সব আশা পূরণ হয়ে যায়। এই নাম - রূপে ফেঁসে যাওয়ার রোগ বড় কঠিন, তাই বাবা সতর্ক করেন - বাচ্চারা, তোমরা একে অপরের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ে নিজের পদ ভ্রষ্ট করো না।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই গীতের অর্থ খুব ভালোভাবে জেনে গেছে। তবুও বাবা এক একটি লাইনের অর্থ বলে দেন। এর দ্বারাও বাচ্চারা মুখ খুলতে পারে। অর্থ খুবই সহজ। এখন তোমরা বাচ্চারাই বাবাকে জানো। তোমরা কে? ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণী। শিব বংশী তো সম্পূর্ণ দুনিয়া। এখন নতুন রচনা রচিত হচ্ছে, এ তোমরা বুঝতে পারো। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরা ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরা সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করছি। কেবল আকাশ কেন, সম্পূর্ণ ধরনী, তার মাঝে সাগর - নদীও এর মধ্যে এসে গেছে। বাবা, আমরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করছি। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। আমরা কল্প - কল্প বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। আমরা যখন রাজত্ব করি তখন সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই রাজত্ব হয়, আর কোনো রাজ্যই তখন থাকে না। চন্দ্রবংশীরাও থাকে না। কেবল সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণেরই রাজ্য থাকে। বাকি তো সবাই পরে আসে। এও তোমরা এখনই জানো। ওখানে তো এই সব কিছুই আর স্মরণে থাকে না। এও জানতে পারে না যে, আমরা এই উত্তরাধিকার কার কাছ থেকে পেয়েছি? যদি কার কাছ থেকে পেয়েছি জানতে পারে, তাহলে কিভাবে পেয়েছি, এই প্রশ্নও ওঠে। কেবলমাত্র এই সময়, যখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের নলেজ প্রাপ্ত হয়, এরপর এই নলেজ আবার হারিয়ে যাবে। তোমরা এখন জানো যে, অসীম জগতের পিতা এসেছেন, যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভক্তিমার্গে পূর্বে সবাই সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতাই শোনে। গীতার সঙ্গে ভাগবত - মহাভারতও আছে। এই ভক্তিও অনেক সময় পরেই শুরু হয়। ধীরে ধীরে মন্দির তৈরী হবে। শাস্ত্র লেখা হবে। এতে তিনশো থেকে চারশো বছর সময় লেগে যায়। তোমরা এখন বাবার সামনে বসে শোনো। তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা তনে এসেছেন। আমরা আবার এসে ওনার বাচ্চা, ব্রাহ্মণ হয়েছি। সত্যযুগে এই কথা কেউই জানে না যে, আমরা আবার চন্দ্রবংশী হবো। এখন বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির চক্র বোঝাচ্ছেন। বাবা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন। তাঁকে বলা হয় - জানি - জাননহার (সর্বজ্ঞ), নলেজফুল (পূর্ণ জ্ঞানী)। এ কার নলেজ? একথা কেউই জানে না, কেবল নাম রেখে দিয়েছে যে - গড ফাদার হলেন নলেজফুল। ওরা মনে করে যে, ভগবান সকলের মনের কথা জানতে পারেন। তোমরা এখন জানো যে, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলি। বাবা বলেন মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো, যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো। এখন তোমরা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত করো, তখন তোমাদের ভক্তি চলে যায়। সত্যযুগ হলো দিন আর কলিযুগ হলো রাত তোমাদের পা নরকের দিকে আর মুখ স্বর্গের দিকে। তোমরা বাবার ঘর থেকে স্বশুর বাড়ি আসবে। এই প্রিয়তম শিব বাবা আসেন শৃঙ্গার করাতে, কেননা তোমাদের শৃঙ্গার খারাপ হয়ে গেছে। পতিত হয়ে গেলে শৃঙ্গার খারাপ হয়ে যায়। এখন সবাই পতিত, পাপী, নীচ হয়ে গেছে। তোমরা এখন বাবার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। গুণহীন থেকে গুণবান তৈরী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, বাবাকে স্মরণ করলে আর বুঝতে পারলে আমরা আর কোনো পাপ করবো না, কোনো তমোপ্রধান জিনিস ভোজন করবো না। মানুষ তীর্থে যখন যায় তখন কেউ বেগুন ত্যাগ করে আসে, কেউ আবার মাংস ত্যাগ করে আসে। এখানে হলো পাঁচ বিকারের দান, কেননা দেহ বোধ হলো সবথেকে খারাপ। প্রতি মুহূর্তে দেহের প্রতি মমত্ব এসে যায়।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এই দেহের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করো। নিজের দেহের মমত্ব দূর না হলে তখন অন্য - অন্য দেহধারীর প্রতিও মমত্ব এসে যায়। বাবা বলেন, বাচ্চারা একের প্রতি প্রীতি রাখো, অন্যের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ো না।

বাবা গীতের অর্থও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আবারও অসীম জগতের এই স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণ করছি। এই বাদশাহীকে কেউই আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওখানে আর দ্বিতীয় অন্য কেউই নেই। তাহলে কিভাবে কেড়ে নেবে? বাচ্চারা, তোমাদের এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যদি না চলো, তাহলে মনে রেখো, কখনোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। শ্রীমৎও অবশ্যই সাকারের দ্বারাই গ্রহণ করতে হয়। প্রেরণার দ্বারা তো আর লাভ করা যায় না। কারোর তো আবার অহংকার এসে যায় যে, আমরা তো শিব বাবার প্রেরণাতেই গ্রহণ করছি। প্রেরণার কথা যদি হতো তাহলে ভক্তিমার্গেও কেন প্রেরণা দিতেন না যে, 'মন্মনাভব'। এখানে তো সাকারে এসে বোঝাতে হয়। সাকার ব্যতীত কিভাবে মত দিতে পারেন। অনেক বাচ্চা বাবার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, আমরা তো শিব বাবার। তোমরা জানো যে, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ বানান। প্রথমে তো বাচ্চা তৈরী হয়, তাই না, তারপর বোধ প্রাপ্ত হয় যে, আমরা এনার দ্বারা দাদুর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। ঠাকুর দাদা শিব বাবাই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের আপন করে নেন। তিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন।

(গীত) বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখলে আমাদের সব আশা পূরণ হয়। এই ভালোবাসা খুব গভীর হওয়ার প্রয়োজন। তোমরা সকল আত্মারা বাবার প্রিয়তমা (আশিক) হয়েছো। ছোটবেলায়ও লৌকিক বাচ্চারা বাবার আশিক হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাচ্চা বড় হতে থাকবে আর তার বোধও আসতে থাকবে। তোমরাও অসীম জগতের পিতার সন্তান সবাই আত্মা। তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। তোমাদের নিজেদের আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার আশিক হলে তোমাদের সব আশা পূরণ হয়ে যাবে। হৃদয়ে কোনো আশা রেখে প্রিয়তমা (আশিক), প্রিয়তমকে (মাশুককে) স্মরণ করে। বাচ্চারা বাবার আশিক হয় উত্তরাধিকারের জন্য। বাবা আর তাঁর সম্পদ স্মরণে থাকে। এখন এ হলো জাগতিক কথা। এখানে তো আত্মাকে আশিক হতে হবে পারলৌকিক মাশুকের, যিনি সকলের মাশুক। তোমরা জানো যে, বাবার কাছ থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি, এতে সবকিছুই এসে যায় এখানে ভাগাভাগির কোনো কথা নেই। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনো উপদ্রব হতো না। সেখানে দুঃখের নামই থাকে না। এ তো হলোই দুঃখধাম, এইজন্য মানুষ পুরুষার্থ করে যাতে আমরা রাজা - রাণী হতে পারি। প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার যাতে হতে পারি। নম্বরের ক্রমানুসার পদ তো আছে, তাই না। প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য। স্বর্গেও উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য মাশ্মা - বাবাকে অনুসরণ করা উচিত। আমরা কেন উত্তরাধিকারী হবো না? ভারতকেই মাদার - ফাদার কান্ডি বলা হয়। ভারতকে বলা হয় ভারত মাতা। তাই অবশ্যই পিতারও প্রয়োজন, তাই না। তাই দুইজনকেই চাই। আজকাল বন্দে মাতরম্ ভারত মাতাকে বলা হয় কেননা ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড। এখানেই পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। তাহলে ভারত তো মহান তীর্থ হলো, তাই না। তাই সারা ভারতের বন্দনা করা উচিত, কিন্তু এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। এই বন্দনা করা হয় পবিত্রতার। বাবা বলেন, বন্দে মাতরম্। তোমরা হলে শিব শক্তি, যারা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছে। প্রত্যেকেরই তো তাদের জন্মভূমি ভালো লাগে, তাই না। তাই সবথেকে উচ্চ ভূমি হলো এই ভারত, যেখানে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানান। পতিতকে পাবন করেন একমাত্র বাবাই। বাকি এই ধরনী ইত্যাদি কিছুই করে না। সবাইকে পবিত্রতা দানকারী একমাত্র বাবাই, যিনি এই ভারতেই আসেন। ভারতের মহিমা অপার। ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড। এই ভারতের কখনোই বিনাশ হয় না। ঈশ্বর এই ভারতে এসেই যাঁর শরীরে প্রবেশ করেন তাঁকে ভাগীরথ বা নন্দীগণও বলা হয়। নন্দীগণ নাম শুনে ওরা তা পশুর উপর রেখে দিয়েছে। তোমরা জানো যে, বাবা কল্প - কল্প ব্রহ্মা তনে আসেন। বাস্তবে জটা তোমাদেরই রয়েছে। তোমরাই হলে রাজাশ্বশি। শ্বশি সর্বদা পবিত্র থাকে। তোমরা হলে রাজাশ্বশি, তোমাদের আবার গৃহস্থালীরও দেখাশোনা করতে হবে। তোমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হতে থাকবে। ওই সন্ন্যাসীরা চট করে পবিত্র হয়ে যায় কেননা তারা গৃহত্যাগ করে চলে যায়। তোমাদের এই গৃহস্থ জীবনে থেকেই পবিত্র হতে হবে তফাৎ তো হলো, তাই না। তোমরা জানো যে, আমরা এই পুরানো দুনিয়াতে বসে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এই পড়া তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তাই তোমাদের বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত। এমন অনেকেই আছে যারা একে অপরের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়। তাহলে তাদের শিব বাবা কখনোই স্মরণে আসবে না। যাকে ভালোবাসবে, সেই স্মরণে আসতে থাকবে। তারা এই সিঁড়ি চড়তে পারবে না। এই নাম - রূপে আকৃষ্ট হওয়ারও এক রোগ হয়ে যায়। বাবা সতর্ক করেন - তোমরা একে অপরের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ে পদ ভ্রষ্ট করছো। অন্যের কল্যাণ যদিও বা হয়, কিন্তু তোমাদের কিছুই কল্যাণ হবে না। এমন করলে নিজের অকল্যাণ করে বসে। এমন অনেক (পণ্ডিতের মতো) আছে, যারা নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ে মরে।

(গীত) তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছো যে, অর্ধেক কল্প আমরা দুঃখ সহন করেছি। কষ্টও সহন করেছি। এখন সেই সব দূর হয়ে খুশীর পারদ চড়তে থাকে। তোমরা দুঃখ - কষ্ট দেখতে দেখতে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন তোমাদের খুশীর অনুভব হয় যে - আমাদের সুখের দিন এসেছে। আমরা সুখধামে যাচ্ছি। দুঃখের দিন আমাদের শেষ হয়েছে। তাই সুখধামে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করা উচিত। মানুষ পড়াশোনা করে সুখের জন্য। তোমরা জানো যে, আমরা ভবিষ্যৎ বিশ্বের মালিক হচ্ছি। বাবার কাছে পত্র লিখে থাকে - বাবা আমরা তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারই নেবো, অর্থাৎ সূর্যবংশী রাজধানীতে আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। পুরুষার্থ করার সম্পূর্ণ ভাবনা রাখতে হবে।

(গীত) এখন তোমাদের সত্যযুগের জন্য সুখের আশার প্রদীপ জাগ্রত হচ্ছে। এই প্রদীপ যখন নিভে যায় তখন দুঃখই দুঃখ হয়ে যায়। ভগবান উবাচঃ -- তোমাদের সব দুঃখ এখন দূর হয়ে যাবে। এখন তোমাদের গহন সুখের দিন আসছে। পুরুষার্থ করে তোমাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে। এখন যতো গ্রহণ করতে পারবে, এতে বৃদ্ধিতে পারবে, আমরা কল্প - কল্প এতটা উত্তরাধিকার পাওয়ারই অধিকারী হই। প্রত্যেকেই বৃদ্ধিতে পারবে, আমরা কাকে এই পথ বলে দিই। বাবা বলেন, এক নম্বর পুণ্য আত্মারা সূর্যবংশীর জন্য তৈরী হবে। তোমাদের অঙ্কের লাঠি হতে হবে। প্রশ্নাবলী ইত্যাদি বোর্ডে যত্নতর লাগিয়ে দেওয়া উচিত। এক বাবাকেই সিদ্ধ করে দেখাতে হবে। তিনিই হলেন সকলের বাবা। ওই বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা তৈরী হবে। তোমরা শূদ্র ছিলে, এখন হলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হলো শিখা, তারপর হয় দেবতা। চড়তি কলা হলো তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের। তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরা ভারতকে স্বর্গ বানাও। পদ আর শিখা, ডিগবাজি (বাজোলি) খেললে এই দুইয়ের সঙ্গম হয়ে যায়। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। বিনাশ হলে বৃদ্ধিতে পারবে, আমাদের রাজধানী স্থাপন হলো। এরপর তোমরা সবাই এই দেহ ত্যাগ করে অমরলোকে যাবে। এ হলো মৃত্যুলোক।

(গীত) যখন থেকে প্রেম হয়েছে... এর অর্থ এই নয় যে, যারা পুরানো প্রেমী, তারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, আর নতুন প্রেমীরা কম পদ প্রাপ্ত করবে। তা নয়, সবকিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। এমন দেখাও যায় যে, অনেক পুরানোর থেকেও নতুনরা তীক্ষ্ণ হয়, কেননা তারা দেখবে যে খুব অল্প সময় বাকি আছে, তাই পুরুষার্থের অভ্যাস করতে লেগে যায়। পয়েন্টসও সহজেই প্রাপ্ত হয়। বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাবে যে, গীতার ভগবান কে? -- শিব, নাকি শ্রীকৃষ্ণ? তিনি হলেন রচয়িতা আর ইনি রচনা। তাহলে অবশ্যই রচয়িতাকেই ভগবান বলা হবে, তাই না। তোমরা সিদ্ধ করে বলবে যে, এই যজ্ঞ, তপ, শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তোমরা নীচেই নেমে এসেছো। ভগবান উবাচঃ বলে বোঝাবে, তাহলে কেউই আর রাগ করবে না। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে। ভক্তি হলো রাত। উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলা হয় ভায়া গতি হয়ে। সবাইকেই সদগতিতে আসতে হবে। এ তোমাদের বৃদ্ধিতে হবে। সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে বোঝালে সবাই খুবই খুশী হবে। বাবা আমাদের এমন তৈরী করেন। আত্মারা এখন ডানা পেয়েছে। আত্মা যে ভারী হয়ে গিয়েছিলো, তা আবারও হালকা হয়ে যায়। দেহ বোধ দূর হলে তোমরা হালকা হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে তোমরা যতই পায়ে হেঁটে যাও না কেন, পরিশ্রান্ত হবে না। এই যুক্তিও তোমাদের বলে দেওয়া হয়। দেহের বোধ দূর হলে তোমরা হাওয়ার মতো উড়তে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ বোধে এসে কখনোই ক্রুদ্ধ হয়ো না। সাকার দ্বারা বাবার মত গ্রহণ করতে হবে। এক পরমাত্মা প্রিয়তমের (মাশুক) প্রকৃত বা সত্যিকারের প্রেমিকা (আশিক) হতে হবে।

২) গৃহস্থালী সামলিয়ে রাজস্বাসি হয়ে থাকতে হবে। সুখধামে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশা রেখে পুরুষার্থে সম্পূর্ণ ভাবনা রেখে চলতে হবে।

বরদানঃ:-

মায়ার বড় বিষয়কেও ছোটো করে পার করে দিয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী ভব

কোনো বড় বিষয়কে ছোটো করা বা ছোটো বিষয়কে বড় করা নিজের হাতে। কারোর স্বভাব হয়, ছোটো বিষয়কে বড় করে তোলা, আবার কেউ বড় বিষয়কে ছোটো করে দেয়। তাই মায়ার যে কোনো বড় বিষয় যদি সামনেও এসে যায়, তখন তোমরা তার থেকে বড় হয়ে যাও, তাহলে তা ছোটো হয়ে যাবে। স্ব -

স্থিতিতে থাকলে বড় পরিস্থিতিও ছোটো মনে হবে আর তাকে জয় করা সহজ হয়ে যাবে। সময় মতো যদি স্মরণে আসে যে, আমি কল্প - কল্পের বিজয়ী আত্মা তাহলে এই বিশ্বাসে বিজয়ী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বরদাতাকে নিজের প্রকৃত সাথী বানিয়ে নাও তাহলে বরদানে ঝুলি ভরপুর হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মিষ্টি বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে এই তিক্ত দুনিয়া থেকে বের করে মিষ্টি করে তুলতে, সেইজন্যই খুব মিষ্টি হয়ে ওঠো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এখন তোমাদের এই দুনিয়ার প্রতি কেন ঘৃণা জন্মেছে ?

*উত্তরঃ - কেননা এই দুনিয়া এখন অত্যন্ত ঘোর নরকে (কুস্টী পাক, পুরাণে বর্ণিত ঘোর নরক) পরিণত হয়ে গেছে। এখানে সবাই তিক্ততায় ভরে গেছে। তেঁতো পতিতকে বলা হয়। সবাই বিষয় বৈতরনীতে হাবুডুবু খেতে থাকে, সেইজন্য তোমাদের এ'সবের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে।

*প্রশ্নঃ - মানুষের একটি প্রশ্নের মধ্যেই দুটি ভুল রয়েছে, সেই প্রশ্নটি কি আর কি সেই ভুল গুলি ?

*উত্তরঃ - মানুষ বলে থাকে আমার মন কীভাবে শান্ত হবে ? এতে প্রথম ভুলই হলো মন শান্ত কীভাবে হতে পারে - যতক্ষণ শরীর থেকে আলাদা না হবে আর দ্বিতীয় ভুল হল সবকিছুই হল ঈশ্বরের রূপ, পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। তাহলে শান্তির প্রয়োজন কার আর সেটা কে দেবে ?

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা জানো শান্তিধাম থেকে বাবা এসেছেন এবং বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন - কোন চিন্তন নিয়ে বসেছ ? তোমরা জানো বাবা সুইট হোম, শান্তিধাম থেকে এসেছেন - সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন এখন তোমরা নিজের সুইট হোমের কথাই স্মরণ করছ নাকি অন্য কিছুও স্মরণে আসছে। এই দুনিয়া আর সুইট নেই, অত্যন্ত তিক্ততায় ভরে গেছে। তিক্ত জিনিস দুঃখই দিয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে এখন আমরা সুইট হোমে যেতে চলেছি। আমাদের অসীমিত জগতের পিতা খুব মিষ্টি। বাকি দুনিয়াতে যে বাবা রয়েছে প্রত্যেকেই অত্যন্ত তিক্ততা পূর্ণ পতিত আর ছিঃ ছিঃ। ইনি সবারই অসীমের পিতা। এখন কার মতে চলবে। অসীম জগতের পিতা বলেন - বাচ্চারা এখন নিজেদের শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ কর। এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। এই দুনিয়ার তো খুব কড়া নাম দেওয়া হয়েছে - কুস্টী পাক নরক, যেখানে বিষয় বৈতরনী নদী বয়ে চলে। বাবা বোঝান সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন বিষয় বৈতরনী নদী হয়ে গেছে। সবাই এই সময় দুঃখ পেয়ে চলেছে, সেইজন্যই এর প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। ভীষণ নোংরা দুনিয়া, এর প্রতি বৈরাগ্য আসাই উচিত। যেমন সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে, ঘর পরিবারের প্রতি। তারা মনে করে স্ত্রী হল নাগিন, ঘরে থাকা মানে হল নরকে বাস করা, নাকানি-চোবানি খেতে হয়। এসব বলে ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। এমনিতে তো দুই-ই নরকের দ্বার। ওদের ঘরে ভালো লাগে না সেইজন্য জঙ্গলে চলে যায়। তোমরা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যাও না, ঘরেই থাকো। জ্ঞান বুঝেছ। বাবা বাচ্চাদের বোঝান এই বিষয় হচ্ছে বৈতরনী নদী। সব ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে শান্তিধামে নিয়ে যাব। ওখান থেকে ক্ষীরসাগরে পাঠিয়ে দেব। সম্পূর্ণ দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য করান কেননা এই দুনিয়াতে শান্তি নেই। মানুষ মাত্রই শান্তির জন্য মাথা ঠুকতে থাকে। সন্ন্যাসী ইত্যাদি যে কেউ-ই আসুক না কেন - বলবে মনের শান্তি চাই অর্থাৎ মুক্তিধামে যেতে চায়। প্রশ্নই এমন করে - মন তো শান্ত হতেই পারে না। যতক্ষণ আত্মা শরীর থেকে আলাদা না হবে। এক তো বলে থাকে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আমরা সবাই ঈশ্বরের রূপ তারপরও এই প্রশ্ন কেন ? ঈশ্বরের কেন শান্তির প্রয়োজন হবে! বাবা বোঝান - শান্তি তো তোমাদের গলার হার। তোমরা বলছ আমাদের শান্তি চাই। প্রথমে তো বল যে আমরা কে ? আত্মা নিজের স্বধর্ম আর নিবাস স্থান ভুলে গেছে। বাবা বলেন তোমরা আত্মারা হলে শান্ত স্বরূপ। শান্তি দেশের নিবাসী তোমরা। তোমরা নিজেদের সুইট হোম আর সুইট ফাদারকে ভুলে গেছ। ভগবান একজনই। ভক্ত অনেক। ভক্ত তো ভক্তই, তাকে ভগবান কীভাবে বলবে। ভক্ত তো সাধনা, প্রার্থনা করে বলে হে ভগবান, কিন্তু ভগবান কে সেটা জানে না, সেইজন্যই দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা বুঝেছ প্রকৃতপক্ষে আমরা শান্তিধাম নিবাসী ছিলাম তারপর সুখধামে গেছি এবং তারপর রাবণ রাজ্যে এসেছি।

তোমরা অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করে থাকো। প্রথমে তোমরা সত্যযুগে ছিলে। ভারত সুখধাম ছিল। এখন দুঃখধাম হয়ে গেছে। তোমরা আত্মারা শান্তিধামে থাকো, বাবাও সেখানে থাকেন। বাবার মহিমা হল তিনি হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র করে তোলেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর সেইজন্যই তাঁকে আহ্বান করা হয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে এখানে জ্ঞান নেই। এখন জ্ঞানের সাগর এসেছেন, তাঁর থেকে জ্ঞানের নদী নির্গত হলেই জ্ঞান স্নান হয়। জ্ঞানের সাগর একজন পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। তিনি যখন এসে বাচ্চাদের জন্ম (অ্যাডপ্ট করেন) দেন তখনই জ্ঞান প্রাপ্তি আর সঙ্গতি হয়। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই ভক্তি শুরু হয়েছে অর্থাৎ পূজারী হয়ে যায়। এখন

তোমরা আবারও পূজা হয়ে উঠছে। পবিত্রকে পূজা আর পতিতকে পূজারী বলা হয়। সন্ন্যাসীদেরকে ফুল অর্পণ করে, মাথা ঠেকায়। মনে করে ওরা পবিত্র আমরা পতিত, বাবা বলেন এই দুনিয়াতে পবিত্র কেউ-ই হতে পারে না। এখানে তো বিষয় বৈতরণী নদী। ক্ষীরসাগর বিষ্ণুপুরীকে বলা হয়, যেখানে তোমরা রাজত্ব কর। বাবা বলেন বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে কর আর সুইট হোমকে স্মরণ কর। কর্ম তো করতেই হবে। পুরুষদের কাজ-কারবার, মাতাদের ঘর সামলাতেও হবে। তোমরা ভুলে যাও সেইজন্যই অমৃতবেলা হল খুব ভালো সময়। ঐ সময় স্মরণ করো, সবচেয়ে ভালো সময় হল অমৃতবেলা। যখন দুজনেই ফ্রি থাকো। এমনিতে তো সন্ধ্যা বেলায়ও সময় পাওয়া যায়। কিন্তু মনে কর সেই সময় কেউ ক্লান্ত থাকে, আত্মা তবে বিশ্রাম নাও। ভোরে উঠে স্মরণ কর। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। ৮৪ জন্মের পার্ট এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এমনই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো উপার্জন করার সময় হল অমৃতবেলা। এখনকার উপার্জনই সত্যযুগে কাজে আসবে। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ। ওখানে সম্পদের কোনো সমস্যা নেই, কোনো চিন্তাও নেই। বাবা তোমাদের ঝুলি এতটাই ভরপুর করে দেন যে উপার্জনের জন্য কোনো চিন্তা করতে হয় না। এখানে উপার্জন করার জন্য মানুষের কত চিন্তা থাকে। বাবা ২১ জন্মের জন্য চিন্তা মুক্ত করে দেন। সুতরাং ভোরবেলায় উঠে এমনই সব কথা নিজের সাথে নিজে কর। আমরা আত্মারা হলাম পরমধাম নিবাসী, বাবার সন্তান। প্রথমে আমরা স্বর্গে যাই। আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। বাবা বলেন ৫ হাজার বছর আগে তোমরা কত ধনবান ছিলে, ভারত স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক দুঃখধাম হয়ে গেছে। এক বাবাই সবার সঙ্গতি দাতা। একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। সত্যযুগে শুধু ভারত ছিল, তাকে জীবনমুক্ত স্বর্গ বলা হয়। নরককে জীবনবন্ধ বলা হয়। প্রথমে সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশী রাজ্য ছিল তারপর বৈশ্য, শূদ্র বংশী রাজ্য হয়েছে। আসুরি বুদ্ধি হওয়ার কারণে মানুষ একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। প্রত্যেক লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের জন্য সার্ভেন্ট হয়। বিকারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তারপর তাদের নরকে ঠেলে দেয়। যখন ওরা বিষয় বৈতরণী নদীতে হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন বাবা খুশি হয়। কতখানি ভোলা তাইনা। এই পারলৌকিক বাবাও ভোলা, বাচ্চাদের সার্ভেন্ট। ঐ লৌকিক বাবা বাচ্চাদের নরকে ঠেলে দেয়, এই বাবা শান্তিধাম, স্বর্গে নিয়ে যান। পরিশ্রম তো করেন, তাই না! কত ভোলা তিনি। নিজের পরমধাম ছেড়ে আসেন। এসে দেখেন আত্মাদের কত দুর্গতি। আমাদের গালিই দিতে থাকে, আমাদের জানেই না। আমার রথকেও গালিগালাজ করে কত মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে। তোমাদের উপরেও কলঙ্ক লাগায়। শ্রী কৃষ্ণের উপরেও কলঙ্ক লেপন করেছে। কিন্তু কৃষ্ণ যখন গৌরবর্ণ ছিল তখন কেউ কলঙ্ক লেপন করতে পারেনি। আত্মা যখন পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়ে যায় তখনই গালমন্দ খেয়ে থাকে। এই ড্রামা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। বেচারা মানুষ কিছুই জানে না। ভীষণ মুষড়ে পড়ে - জানা নেই, এটা কোন্ ধরনের গুণ। শাস্ত্রে তো এইসব লেখা নেই। ভুলে গেছে - শিব শক্তি ভারত মাতার সেনারা কি করেছিল। জগৎ অশ্বাকে শিব শক্তি বলা হয় ! ওঁনার মন্দিরও তৈরি করা হয়েছে। দিলওয়ারা মন্দির আছে। দিল অর্থাৎ হৃদয় তো নিয়ে থাকেন এক শিববাবাই তাইনা। ব্রহ্মাও আছেন আর আছেন জগৎ অশ্বা এবং তোমরা কুমারীরাও আছো। মহারথীও আছে। তোমরা হুবহু প্র্যাকটিক্যালি আছ। তোমাদের স্মৃতি স্মারক জড় রূপে বর্তমান আছে। এই জড় স্মৃতি স্মারক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারপর তোমরা সত্যযুগে যাবে। সত্যযুগে এই স্মৃতি স্মারক হয় না। পাঁচ হাজার বছর আগেও এইভাবে বসেছিলে, তারপর স্মৃতি স্মারক তৈরি হয়েছিল। তোমরা সত্যযুগে ত্রেতাযুগে রাজত্ব করেছিলে। তারপর ভক্তি মার্গে প্রজাদের জন্যই এই স্মৃতি স্মারক তৈরি করা হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকেও তোমরা জেনেছ। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে - ৮৪ জন্ম লাগে।

এখন তোমরা আবারও পুরুষার্থ করছ, মাঝে বাবাকে ফলো করা উচিত। যত পুরুষার্থ করবে ততই সুন্দর হবে। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ কত সহজেই বাবা শিখিয়ে থাকেন। বাবা এবং সুইট হোমকে স্মরণ করতে থাকলে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। এই অভ্যাস তৈরি করতে হবে, ভোরবেলায় উঠে স্মরণ করতে হবে। তারপর যখন পরিপক্ব হয়ে যাবে তখন চলতে ফিরতেও স্মরণ থাকবে। তোমাদের সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। প্রথমে আমরা সতোপ্রধান হবো, তারপর সতঃ, রজঃ এবং তমঃ'র মধ্যে আসতে হবে, এতে কোনো সংশয় ওঠা উচিত নয়। মুষড়ে পড়ার কোনো ব্যাপার নেই। পবিত্র থাকতেই হবে। দেবতাদের ভোজনও কত পবিত্র হয়। সুতরাং তোমাদের খুব সংযমী হতে হবে। এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করার কিছুই নেই। বুদ্ধি জানে - বিকার হল স্ব থেকে খারাপ। দ্বিতীয় হল - মদ। মদিরা, কবাব খাওয়া উচিত নয়। রসুন পেঁয়াজ ইত্যাদি আর পতিতদের ভোজন অসুবিধার সৃষ্টি করে। বাবা বোঝান পবিত্র ভোজন ব্রাহ্মণ ছাড়া, কোথাও পাওয়া যাবে না। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। যত তোমরা স্মরণে থাকবে ততই পবিত্র হয়ে যাবে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। আমি নিজেকে কোন্ যুক্তি দিয়ে বাঁচাতে পারব। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। ঘর গৃহস্থে থাকতে হবে, সেইজন্য লৌকিকের সাথেও সম্পর্ক রাখতে হবে। তাদেরও কল্যাণ করতে হবে। ওদেরও এইসব কথা শোনাতে হবে। বাবা বলেন পবিত্র হও, নয়তো অধিক সাজা ভোগ করতে হবে আর পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। মালা

(বিজয় মালা) হল পাস উইথ অনারদের জন্যই। এখন হল সকলের কয়ামতের (মহাবিনাশ) সময়, সকলের পাপের হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে, এতেই পরিশ্রম আছে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। সমগ্র ড্রামা আর কল্পের বৃক্ষ বুদ্ধিতে চলে আসে। এইবার সুইট বাবা, সুইট রাজধানী আর সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে। নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরানো শরীর ত্যাগ করে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে। এইভাবেই স্মরণ করতে-করতে শরীর ছেড়ে যাবে আর তোমরা আত্মারা চলে যাবে। কত সহজ ব্যাপার। এখন তোমরা সামনে বসে শুনছ এরপর বাচ্চারা টেপের মাধ্যমে শুনবে। একদিন অবশ্যই টেলিভিশনেও এই জ্ঞান শুনবে বা দেখবে। সবকিছু হবে। পরে যারা আসবে তাদের জন্য তো আরও সহজ হয়ে যাবে। তোমার সাহস, সহায়তা বাবার (হিস্মতে বসে মদদে বাপ)। সেটাও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সার্ভিসেবল বাচ্চারাও ভালো হবে। সুতরাং বাচ্চাদের উল্লতির জন্যও সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। যার প্রয়োজন হবে নিতে পারবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। মুসলিমরাও ভোরবেলায় উঠে প্রভাত ফেরী করে সবাইকে জাগিয়ে তোলে। ওরাও ভোরবেলায় উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে। এই সময় শোওয়ার জন্য নয়। বাস্তবে এই কথা এখনকার জন্য। আল্লাহকে স্মরণ করো কেননা তোমরা বহিস্তের (স্বর্গ) বাদশাহী পেতে চলেছো। বহিস্তকে ফুলের বাগিচা বলা হয়। ওরা তো এমনিই গেয়ে থাকে। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালী বাবাকে স্মরণ করে দেবতা হয়ে ওঠো। ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস করা ভালো। ভোরবেলার বায়ুমণ্ডল খুব ভালো থাকে। ১২ টার(রাত) পর ভোর শুরু হয়। প্রভাত কাল ২-৩ টের সময়কে বলা হয়। ভোরবেলায় উঠে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার স্মরণে থেকে পবিত্র, শুদ্ধ ভোজন খেতে হবে। অশুদ্ধ ভোজনের প্রতি অত্যন্ত সংযমী হতে হবে। মাশ্বা বাবাকে ফলো করে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) ভোরবেলায় উঠে মিষ্টি বাবাকে আর সুইট রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। এই কয়ামতের সময় বাবার স্মরণেই সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ- নিজের নিশ্চিত স্থিতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ টাচিং-এর (অনুভব) আধারে কার্য সম্পাদনকারী সফলতা মূর্তি ভব যে কোনো কাজ করার সময় এই স্মৃতিই যেন থাকে যে "মহান (বড়) বাবা বসে আছেন" তবেই স্থিতি সদা নিশ্চিত থাকবে। এই নিশ্চিত স্থিতিতে থাকাই হল সবচাইতে বড় বাদশাহী। আজকাল সবাই চিন্তার বাদশাহ আর তোমরা বেফিকির (চিন্তাহীন) বাদশাহ। যারা শুধুই চিন্তা করে তারা কখনোই সফলতা পায় না কেননা তারা চিন্তা করেই সময় আর শক্তি ব্যর্থ নষ্ট করে। যে কাজের জন্য চিন্তা করে সেই কাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু তোমরা নিশ্চিত থাকো আর সেইজন্যই সময়ানুসারে টাচিং হয় আর সেবাতেও সফলতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ- জ্ঞান স্বরূপ আত্মা সে-ই, যার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি সেকেন্ড সমর্থ হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতি মুহূর্তে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো -- আমি হলাম আত্মা, এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে থাকি, এখন ঘরে যেতে হবে"

*প্রশ্ন:- সবথেকে মুখ্য উৎসব কোনটি এবং কেন?

*উত্তর:- সবথেকে মুখ্য উৎসব হলো রাথীবন্ধন কারণ বাবা যখন পবিত্রতার রাথী বাঁধেন তখন ভারত স্বর্গ হয়ে যায়। বাচ্চারা, রাথীবন্ধনে তোমরা সকলকে বোঝাতে পারো যে এই উৎসব কখন থেকে পালন করা শুরু হয় এবং কেন ? সত্যযুগে এই উৎসবের দরকারই নেই। কিন্তু ওরা বলে যে এ তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে।

*গীত:- জয় জয় অম্মা মা.....

ওম্ শান্তি। এও হলো ভক্তিমার্গের গান। ভক্তিমার্গে অনেক প্রকারের গায়ন হয়ে থাকে। গায়ন নিরাকার, আকার এবং সাকার -- তিনেরই হয়ে থাকে। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা তো বুঝে গেছে যে আমরা হলাম আত্মা। আমাদের বোঝান পরমপিতা পরমাত্মা। সমস্ত মানুষমাত্রেরই সঙ্গতি হলেন একজনই। আবার ঐনার সাথে যারা সার্ভিস করবে, তাদের মহিমাও গাওয়া হয়। বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো। আত্মা বোঝে, এখন পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সম্মুখে এসে নলেজ দিচ্ছেন। সেই বাবার প্রতিই অব্যভিচারী স্মরণ থাকা উচিত আর কোনো নাম-রূপ স্মরণে আসা উচিত নয়। সকলেই তো আত্মা। এছাড়া শরীর প্রাপ্ত হলে শরীরের নাম বদল হয়ে যায়। আত্মার কোনো নাম নেই। শরীরের উপরেই নামকরণ হয়ে থাকে। বাবা বলেন, আমিও হলাম আত্মা। কিন্তু পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। আমার তো নাম আছে, তাই না! আমি হলাম আত্মা। আমি কখনোই শরীর ধারণ করি না, সেইজন্য আমার নাম রাখা হয়েছে শিব, আর সকলের শরীরের উপর নামকরণ হয়, আমার তো শরীর নেই। নাম তো চাই, তাই না! নাহলে আমিও আত্মা, তাহলে পরমাত্মা কে ? আমি হলাম পরমাত্মা, আমার নাম হলো শিব। যারাই পূজা করে লিপ্সের করে থাকে। পাথরের লিপ্সকেই পরমাত্মা বলতে থাকে। তারপর যেমন ভাষা তেমন নাম। কিন্তু জিনিস একই। যেমন তোমাদের আত্মা, তেমনই আমার আত্মা। তোমরাও হলে বিন্দু, আমিও হলাম বিন্দু। বিন্দুরূপী আমার নাম হলো শিব। পরিচয়ের জন্য নাম তো চাই, তাই না! এইসময় ব্রহ্মা-সরস্বতী, যারা বড়র থেকেও বড়, তাদেরও সঙ্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। সঙ্গতি তো সমস্ত আত্মাদেরই প্রাপ্ত হবে। সমস্ত আত্মারাই পরমধামে থাকে, তবুও পরমাত্মাকে তো আলাদাই রাখবে, তাই না! সকলেই আপন-আপন ভূমিকা (পার্ট) পেয়েছে। সমগ্র রুদ্র মালার বীজরূপ হলো বাবা, তাই না! সকলেই ঐনাকে স্মরণ করে -- ও, গডফাদার। সব জায়গায় বাবাকে স্মরণ করে, মা-কে নয়। এখানে ভারতে এসেই পতিতকে পবিত্র করেন। মা-ও হলেন অ্যাডপ্টেড। সরস্বতীকেও পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন আর ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এই অ্যাডপশন অন্য প্রকারের, মাধ্যম তো কাউকে চাই, তাই না! বলেন যে ঐনার মাধ্যমে আমি জ্ঞান শুনিয়ে থাকি, ঐনার দ্বারা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করে থাকি। তাহলে ইনি হলেন মাতা এও প্রমাণিত হয়। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না! কিন্তু হলেন তো পুরুষই(মেল), সেইজন্য সরস্বতীকে মুখ্য মাতার পদে রাখা হয়ে থাকে। এ অতি গুপ্ত কথা যা বুঝতে হবে। উনি হলেন প্রজাপিতা, তাই না! প্রজার রচনাকার। ঐনার দ্বারা উনি রচনা করেন। এমন নয় যে সরস্বতীর দ্বারা কাউকে অ্যাডপ্ট করেন, না। এ হলো অতি বুঝবার মতন বিষয়। সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হয়। গায়নও করে -- পতিত-পাবন এসো। একথা কে বলে ? আত্মা কারণ আত্মা আর শরীর দুই-ই অপবিত্র। প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আত্মাই বলে আমি শরীর ধারণ করে থাকি, পরিত্যাগ করে থাকি। এক-একটি কথা নিশ্চয়ের সঙ্গে (বুদ্ধিতে) বসাতে হয়, কারণ নতুন কথা, তাই না! আর যিনি শোনান তিনি হলেন মানুষ। ভগবান তো নয়। যখন কেউ আসে তখন সর্বপ্রথমে এটা বোঝাও যে আত্মা এবং শরীর দুটি বস্তু। আত্মা হলো অবিনাশী। প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি হলাম ম্যাজিস্ট্রেট, একথা কে বলে ? আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বলে থাকে। আত্মা জানে -- আমার শরীরের নামও আছে, আর পদও আছে ম্যাজিস্ট্রেটের। এই শরীর ত্যাগ করে দিলে ম্যাজিস্ট্রেট পদ এবং শরীরের নাম-রূপ সবই বদল হয়ে যাবে। পদও অন্য হয়ে যাবে। সেইজন্য সর্বপ্রথমে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। মানুষের তো আত্মার জ্ঞানও নেই। প্রথমে আত্মার জ্ঞান প্রদান করে তারপর বোঝাও যে আত্মার বাবা হলো পরমাত্মা। আত্মা দুঃখী হয়ে গেলে তখন ডাকে -- ও গডফাদার। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। আত্মারা সকলেই পতিত হয়ে গেছে। তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হবে। পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে। স্বয়ং বাবা বলেন -- আমায় অর্থাৎ দূরদেশ নিবাসীকে আহ্বান করে কারণ তোমরা হলে পতিত, আমি হলাম চির পবিত্র। ভারত

পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। পতিত-পাবন বাবা এসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। ব্রহ্মার শরীরে এসে বুদ্ধিয়ে থাকেন সেইজন্য ঐনার নাম হলো প্রজাপিতা। ব্রহ্মার দ্বারা প্রজা রচনা করে থাকেন। কোন্ ধরনের ? অবশ্যই নতুন প্রজা রচনা করবেন। আত্মা যা অপবিত্র হয়ে গেছে, তাকে পবিত্র করে দেন। আত্মা ডাকতে থাকে -- আমাদের দুঃখ দূর করো, লিবারেট(মুক্ত) করো। সকলকে মুক্ত করেন। মায়া সকলকে দুঃখী করে দিয়েছে। সীতার ডাকছে, তাই না! একজন সীতা তো নয়। সকলেই রাবণের কারাগারে বিকারী, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। হলোই রাবণ রাজ্য। রাম তো হলেনই নিরাকার। রাম-রাম বলতে থাকে, তাই না! একজনের জপই করতে থাকে। গডফাদার শিব হলেন নিরাকার, তাহলে তো ঐনার কর্মেন্দ্রিয় চাই, তাই না! তাহলে শিববাবা ঐনার মাধ্যমে বসে বুদ্ধিয়ে থাকেন। তোমরা আত্মারাও পতিত তাই এই শরীরও হলো পতিত। এখন তোমরা হলো শ্যামবর্ণের তারপর সুন্দর হয়ে যাও। বাবা জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান বর্ষণ করেন। যারফলে তোমরা গোরা(সুন্দর) হয়ে যাও। ভারতবাসীরা গোরা ছিল, তারপর কাম-চিতায় বসে শ্যামবর্ণ বৈশ্য, শূদ্র বংশীয় হয়ে গেছে। উত্তরণ কলায় নিয়ে যান বাবা, আর রাবণ এলে তখন সকলের অবরোহণ কলা হয়ে যায়। ভারতে প্রথমে দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন নেই। বাম্ভারা, পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা তোমাদের বোঝান, যারা উত্তরাধিকার নেবে তাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। শ্রীমতে তো অবশ্যই চলতে হবে। তুমি পবিত্র করতে এসেছো তাই আমিও অবশ্যই পবিত্র হবো, তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো। এই প্রতিজ্ঞা করতে হয়। এটাই হলো রাখী বন্ধন। বাম্ভারা প্রতিজ্ঞা করে -- বাবার কাছে। ইনি কোনো লৌকিক দেহধারী বাবা নন। ইনি হলেন নিরাকার। ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেন, তোমরাও দেহ-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। ভারতেই পবিত্রতা ছিল, তখন শান্তি-সমৃদ্ধি ছিল, আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা ছিল না। তোমরা বলবে -- বাবা আমাদের এভাবে বুদ্ধিয়ে থাকেন, তোমরাও বোঝ। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। পবিত্র করেন একমাত্র বাবা-ই। বাবা বোঝান -- তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। তোমরা হলে শান্তিধামের বাসিন্দা। তোমরা হলে কর্মযোগী। সাইলেঞ্চে তোমরা কত সময় থাকবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কলিযুগে সকলেই হলো পতিত। তোমরা জানো যে সঙ্গমে আমরা পবিত্র হতে চলেছি। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, এর দ্বারা পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়া হলোই দেবতাদের রাজ্য। তাহলে এখন আমরা বাবার আদেশানুসারে চলছি। ঐনার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। এ হলো ভালভাবে বুঝবার মতন জ্ঞান। এমন নয় যে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে। এখানে তো পড়তে হবে। ৭ দিনের ভাঙিও প্রসিদ্ধ। ৭ দিন বসে বোঝ। বাবা আর নিজের জন্মকে জানো। আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি, পুনরায় কিভাবে পবিত্র হতে হবে, যদি না বুঝবে তাহলে পশ্চাতাপ করতে হবে কারণ মাথায় পাপের বোঝা অনেক। একমাত্র বাবা-ই হলেন সবচেয়ে প্রিয়তম যিনি আমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দেন। বাকি সকলেই তো একে-অপরকে পতিত করে দেয়। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। এ হলোই রাবণ রাজ্য। এখন স্বর্গে যেতে হলে পবিত্র হতে হবে। তবেই অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এ তো স্মরণ করো -- আমরা হলাম শান্তিধামের বাসিন্দা তারপর সুখধামে গিয়েছিলাম, এখন দুঃখধামে রয়েছি। পুনরায় যেতে হবে -- শান্তিধাম, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা বলেন -- ঘরে থেকে এক তো পবিত্র হও, দ্বিতীয় আমায় স্মরণ করো তবেই পাপনাশ হয়ে যাবে। স্মরণ করবে না, পবিত্র হবে না, তাহলে পাপ কিভাবে বিনাশ হবে! রাবণরাজ্য থেকে কিভাবে মুক্ত হবে! এখানে সকলেই শোক-বাটিকায় রয়েছেন। ভারত আধাকল্প শোকবাটিকায় আর আধাকল্প অশোক বাটিকায় থাকে। তোমরাও পতিত দুনিয়ায় রয়েছো, তাই না! তোমরা অথরিটি নিয়ে বোঝাবে তবুও অনুরোধ করেই বলতে হবে যে তোমরা যদিও বলো যে আমরা গডফাদারের(ঈশ্বরপিতা) সন্তান, কিন্তু ফাদারের জ্ঞান কোথায় আছে ! লৌকিক বাবাকে তো জানো কিন্তু পারলৌকিক বাবা, যিনি অসীম জগতের এত সুখ দেন, স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, তাঁকে তোমরা জানো না। ভারতকে যিনি স্বর্গে পরিণত করেছেন, ঐনাকে তোমরা ভুলে গেছো তাই তোমাদের এই হাল হয়েছে। সকলেই ভ্রষ্টাচারী কারণ বিষ (বিকার) থেকে জন্ম হয়েছে। এ তো যে কেউ বুঝে যাবে, এতে অপমানের(ইনসাল্ট) কোনো কথা নেই। এ তো বোঝানো হয়ে থাকে। রাখীবন্ধনেরই মহাত্ম্য রয়েছে। বাবা বলেন -- বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে আমায় স্মরণ করো আর শান্তিধামকে স্মরণ করো তবেই তোমরা সেখানে চলে যাবে। বুদ্ধিতে প্রথমে এই স্মরণ থাকা উচিত -- আমি সুখধামে যাই ভায়া শান্তিধাম। প্রথমে দেহী-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। আমি হলাম একটি আত্মা, এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে থাকি। বাবা এও বুদ্ধিয়েছেন যে মানুষ কুকুর-বিড়াল হয় না। মানুষ ভক্তিমার্গে কত ধাক্কা খেতে থাকে। বাম্ভারা, এখন তোমরা ভাষণে বুদ্ধিয়ে থাকো যে তোমরা হলে পতিত, তাই না! তবেই তো বাবাকে স্মরণ করো। সমস্ত সীতার এজন শোক-বাটিকায় রয়েছেন। দিনে-দিনে শোক বাড়তেই থাকে। যারা রাজ্য নিয়েছে তারাও বোঝে যে প্রচুর দুঃখ রয়েছে। কত মাথা কুটতে থাকে। একজনকে শান্ত করলে দ্বিতীয় দাঁড়িয়ে পড়ে। লড়াই লেগেই থাকে। শান্তির বদলে আরোই অশান্তি হয়ে যায়। বাবা এসে এই দুঃখ, অশান্তি দূর করে সুখধাম বানিয়ে দেন। পুরোনো দুনিয়ায় হলো দুঃখ। নতুন দুনিয়ায় হলো সুখ।

এ হলো রাখীবন্ধনের বড় উৎসব। বোঝাতে হবে যে এই নিয়ম কে চালু করেছিল। পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি এসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। ৫ হাজার বছর পূর্বেও প্রতিজ্ঞা করেছিলো। এখন পুনরায় পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করো তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করো যে রাখী কবে থেকে বেঁধে আসছো? বলে যে -- এ তো অনাদি নিয়ম। আরে, পবিত্র দুনিয়ায় কি রাখী বাঁধবে নাকি! এখানে তো কেউ পবিত্র হয় না। এখন বাবার আদেশ হলো, পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ায় যাবে। প্রথম হলো পবিত্রতা। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, এখন নেই। স্বর্গে দুঃখের নামই থাকে না। নরকে আবার সুখের নামই থাকে না। ব্রহ্মচারীদের অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়, শ্রেষ্ঠাচারীদের অধিক কল্পের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। এ তো জানো যে রাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন বলবে হুবহু কল্পপূর্বেও এমন হয়েছিল। ড্রামাকে সম্পূর্ণরূপে না জানার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে পরিচয় দিতে হবে বাবার। বাবাই এসে মুক্ত করেন। রাখীবন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছে? এরও বড় মাহাত্ম্য রয়েছে। লিখে দেওয়া উচিত -- এসে বোঝা। কাউকে বোঝাও, ভাষণের জন্য কোথাও জায়গা দিক। কংগ্রেসীরা দোকানের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ করে তখন অসংখ্য চলে আসে। সার্ভিসের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অথরিটির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত রেসপেক্ট সহকারে কথা বলতে হবে। সকলকে পতিত থেকে পবিত্র করার যুক্তি বলে দিতে হবে।

২) একমাত্র অব্যভিচারী(একের) স্মরণেই থাকতে হবে। কোনো দেহধারীর নাম-রূপকে স্মরণ করা উচিত নয়। বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞাই করতে হবে।

বরদান:- সীমিত জগতের ইচ্ছেগুলি পরিত্যাগ করে ভাল হওয়ার বিধি দ্বারা সর্ব প্রাপ্তিসম্পন্ন ভব যারা জাগতিক ইচ্ছা রাখে, তাদের ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হয় না। যারা ভালো হয় তাদের সমস্ত শুভ ইচ্ছা স্বতঃই পূর্ণ হয়ে যায়। দাতার সন্তানদের কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না। চাওয়া অর্থাৎ ইচ্ছা। অসীমের সঙ্কল্পের সেবা জাগতিক ইচ্ছা ছাড়াই হবে, তবেই তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। সেইজন্য জাগতিক ইচ্ছের বদলে ভালো হওয়ার বিধি গ্রহণ করে নাও তাহলেই সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মায়াজীত হওয়াই হলো বিজয়ী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই আধ্যাত্মিক পাঠকে ধারণ করার জন্য বুদ্ধি পবিত্র সোনার পাত্রের মতো হতে হবে, পবিত্রতার রাখী বাঁধে তবেই রাজতিলক প্রাপ্ত হবে”

*প্রশ্নঃ - এই সময় সকল বাচ্চাদেরকে বাবার থেকে কোন্ সার্টিফিকেট নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য পবিত্র অর্থাৎ যোগ্য হওয়ার সার্টিফিকেট আদায় করতে হবে। যখন এই সময় পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে তখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হবে। পবিত্রতার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য বাবার রায় হল - বাচ্চারা, অন্য সকলের থেকে নিজের বুদ্ধির যোগ সন্নিবেশ জ্ঞান চিতার উপর বসো। এক মাতা-পিতাকে অনুসরণ করো। পবিত্র থাকতেই হবে, এই প্রতিজ্ঞা করো। বাবার সাথে সত্য হয়ে চলো।

*গীতঃ- ভাই আমার রাখীর বন্ধনকে পালন করো...

ওম্ শান্তি । এই গান তো বাচ্চারা অনেক বার শুনেছে। এটা তো রাখি বন্ধনের উৎসব বা গান ভক্তিমাগে গাইতে বা পালন করে থাকে। এখন এটা হল জ্ঞান মার্গ। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন বাচ্চারা এই মায়া রাবণের উপরে জয়ী হলে তোমরা জগৎ জিৎ অর্থাৎ জগতের মালিক হতে পারবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এখানে মায়ার উপরে জয়ী হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এর মধ্যে কাম বিকার হল সবথেকে বড় শত্রু। পবিত্রতার কারণেই মারামারি হাঙ্গামা ইত্যাদি হয়। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা-ই মায়ার উপরে জয়ী বানিয়ে জগতের মালিক বানাতে পারেন। এটা তো বাচ্চারা জানে, অসীম বাবার উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য আমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। লৌকিক পড়াশোনাও পবিত্র (ব্রহ্মচর্য) থাকাকালীন পড়া হয়। এটা হল আধ্যাত্মিক পড়াশোনা। এক্ষেত্রে বুদ্ধি রূপী পাত্র সোনার অর্থাৎ পবিত্র হওয়া চাই, যেখানে জ্ঞান ধন ধারণ হতে পারবে। পবিত্র হতে সময় লাগে কেননা এখন সকলের বুদ্ধি রূপী পাত্র পাথরের হয়ে গেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন এখন তোমাদেরকে পবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। যত যত জ্ঞান যোগের ধারণা হতে থাকবে, ততই বুদ্ধি পবিত্র হতে থাকবে কেননা এখন বুদ্ধিতে আছে যে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আয়রন এজ থেকে কপার এজ-এ আসতে হবে, পুনরায় সিলভার এজ-এ, তারপরে গোল্ডেন এজ-এ আসতে হবে। এই পড়াশোনা এমনই যে চলতে-চলতে পুনরায় মায়ার আক্রমণ হয়ে যায়। সবাই তো পবিত্র থাকতে পারে না। মায়া বড় বড় তুফান নিয়ে আসে। আয়রন এজ থেকে কপার এজ পর্যন্ত আসতে না আসতেই মায়ার তুফান ঘিরে ফেলে তো বুদ্ধি আবার আয়রন এজেড হয়ে যায়, আরও নিচে নেমে যায়। নিচে পড়ে যাবে আবার উঠতে হবে, এইরকম তো অবশ্যই হবে। উত্তরণ করে কপার এজ, সিলভার এজ, গোল্ডেন এজেড-এ আসতে হবে। পড়তে-পড়তে, জ্ঞান শুনতে-শুনতে শেষের দিকে আমাদের সেইরকম গোল্ডেন এজ বুদ্ধি হয়ে যাবে তখন আমরা শরীর ছেড়ে দেবো। এইসময় ওঠা-নামা অনেক হয়। সময় লাগে। যখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় তখন রাজ্য অধিকারী হয়ে যায়। গাওয়াও হয় - পবিত্রতার রাখী বাঁধলে রাজতিলক প্রাপ্ত হবে। সেটা তোমরা বাচ্চারা জানো - আমাদেরকে রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। জ্ঞান আর যোগের ধারণা করতে অনেক সময় লেগে যায়। গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজ পর্যন্ত আসতে তো ৫ হাজার বছর লেগে যায়। এখন তো পড়াশোনা করতে হবে - সেটাও তো এই এক জন্মেই করতে হবে। যত ভালো করে পড়তে থাকবে ততই খুশী বুদ্ধি হতে থাকবে। বুদ্ধির যোগবল আর জ্ঞান বলের দ্বারা আমরা রাজধানী স্থাপন করছি। প্রত্যেক কথাতে বল (শক্তি) আছে। অল্প পড়লে অল্প, বেশী পড়লে বেশী শক্তি পাওয়া যায়। বড় পদ প্রাপ্ত হয়। এটাও এইরকম। বাবা বুঝিয়েছেন - এই ব্রাহ্মণ ধর্ম অনেক ছোটো। ব্রাহ্মণরাই সূর্য বংশী চন্দ্রবংশী দেবতা হয়। এখন পুরুষার্থ করছে। তোমরা এইরকম মনে করো যে - আমরা এখনও কপার এজ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। এবার সিলভার, গোল্ডেন এজ পর্যন্ত যেতে হবে। শেষের দিকে বাচ্চাদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে। সবকিছুই নির্ভর করছে - পবিত্রতার উপরে। যতবেশী স্মরণ করবে ততই বল প্রাপ্ত হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে - আমি পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র বানাবো। বাচ্চারা রাখী বাঁধতে যায় তখনও বোঝাতে হবে। আজ থেকে ৫ হাজার পূর্বেও পবিত্র থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য আমরা এই রাখী বাঁধতে এসেছিলাম। তো রাখী বন্ধন তো একদিনের কথা নয়। শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রতিজ্ঞা করতে থাকবে। পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিতে থাকবে। তোমরা জানো যে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা আয়রন এজ থেকে আমাদেরকে গোল্ডেন এজ-এ যেতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এসব কথা নতুনরা বুঝতে পারবে না এই জন্য তোমাদের ৭ দিনের ভাড়া বিশেষ পরিচিত। প্রথমে নাড়ি টিপে দেখতে হবে। যতক্ষণ বাবার পরিচয় না জানবে, নিশ্চয় বসবে না, ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের দ্বারা পরিচয় পেতে থাকবে। সৃষ্টি রূপী ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্বরাজ্য স্থাপন হতে সময় লাগে।

যতক্ষণ তোমরা গোল্ডেন এজ-এ না আসছো ততক্ষণ সৃষ্টির বিনাশ হবে না। সেই সময়ও আসবে যখন বাচ্চার সংখ্যাও অনেক হয়ে যাবে। এখন রাথী বন্ধনের সময় বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তিদের কাছে যাবে। তাদেরকেও বোঝাতে হবে। পতিত পাবন বাবা এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাতে এই সপ্নমেই আসেন। ভারতবর্ষ অবশ্যই পবিত্র ছিল, এখন তো পতিত হয়ে গেছে। মহাভারতের যুদ্ধ অদূরেই অপেক্ষারত। ভগবান বাবা বলছেন বাচ্চারা মায়া রাবণ হল তোমাদের বড় শত্রু। তারা তো হল লৌকিক জগতের ছোট খাটো শত্রু। ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হল রাবণ, এই জন্য পবিত্রতার রাথী বাঁধতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে হে বাবা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর জন্য আমি পবিত্র থাকবো। অন্যদেরকেও পবিত্র বানাতে থাকবো। এখন সবাই রাবণের কাছে হেরে গেছে। ভারতেই রাবণকে দহন করা হয়। অর্ধেক কল্প রাবণের রাজত্ব চলেছে। এটা বোঝাতে হবে তোমাদেরকে। না বুঝিয়ে রাথী বাঁধা কোনও কাজের নয়। এই কাহিনী তোমরাই জানো। অন্য আর কেউ এইরকম বলবে না যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা বলেছিলেন যে পবিত্র হলে তো সত্যযুগে নর থেকে নারায়ণের পদ পাবে। এই সত্যনারায়ণের কথা বা অমর কথা তোমরাই বোঝাতে পারো। বোঝাতে হবে যে - ভারত পবিত্র ছিল। সোনার পাখি ছিল। এখন তো পতিত হয়ে গেছে। লোহার পাখি বলা হবে। বাবার পরিচয় দিয়ে বলো যে - তোমরা কি মানো যে, অবশ্যই শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করছেন? বাবা বলছেন যে এখন আমাকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হচ্ছে। মায়ার কাছে হেরে গেছে। এখন পুনরায় মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা-ই এসে বলছেন - বাচ্চারা এখন পবিত্র হও। বাচ্চারা বলে যে - হ্যাঁ বাবা। আমরা আপনার সহায়ক অবশ্যই হব। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র অবশ্যই বানাবো। বলো, আমরা কেউ আপনার থেকে টাকা নিতে আসিনি। আমরা তো বাবার পরিচয় দিতে এসেছি। বাচ্চারা তোমরা সবাই বাবার সমান তাই না। বাবা এসে এই সংবাদ দিচ্ছেন। রায় দিচ্ছেন হে বাচ্চারা বুদ্ধি থেকে অন্য সবাইকে ত্যাগ করো, তোমরা অশরীরী এসেছিলে। সর্ব প্রথম তোমরা স্বর্গে পার্ট প্লে করেছে। তোমরা গৌর অর্থাৎ পবিত্র ছিলে। পুনরায় কাম চিতাতে বসার কারণে এখন কালো হয়ে গেছে। ভারত গোল্ডেন এজেড ছিল। এখন ভারতকে আয়রন এজেড বলা হয়। এখন পুনরায় কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতার উপরে বসতে হবে। বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। পবিত্রতার পণ করো। এক বাবার সন্তান হওয়ায় আমরা হলাম ভাই-বোন। তোমরাও হলে বাবার সন্তান, কিন্তু এতদিন সেটা জানতে না। বি.কে. হলে তবেই শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। এটা হলই পতিত ব্রহ্মাচারীদের দুনিয়া। একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নয়। সত্যযুগে একজনও ব্রহ্মাচারী থাকবে না। এটা হল অসীম জগতের কথা। সমগ্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপন - এক বাবারই কাজ। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছি। যে পবিত্র থাকার গ্যারেন্টি করে তার ফটো তুলে আমরা অ্যালবাম বানাই। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়ার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হবে না। বাবাই এসে যোগ্য বানিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন। সকলের পতিত-পাবন, সন্নতি দাতা হলেন এক বাবা। পতিতরা যোগ্য নয়। ভারতই কাঙাল দুঃখী হয়ে পড়েছে কেননা পতিত হয়ে গেছে। সত্যযুগে পবিত্র ছিল, তখন ভারত সুখী ছিল। এখন বাবা বলছেন পবিত্র হও। অরডিনেন্স (রায় বা বিধান) বের করো- যারা পবিত্র থাকতে চায় তাদেরকে গল্প করা যাবে না। পুরুষের বিকারের জন্য অনেক বিরক্ত করে, এইজন্য মাতারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য সাহায্য করতে পারে না। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু সেই শক্তি হয়ত বাচ্চাদের মধ্যে এখনও আসেনি। যখন গোল্ডেন স্টেজে আসবে তখন তোমাদের মধ্যে থেকে সেই স্কুলিস্ট বের হবে, কাউকে বোঝানোর জন্য। দিন-দিন বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস প্রাপ্ত হতে থাকে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে এই যাত্রা অত্যন্ত উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ। মা-বাবাকে ফলো করতে হবে। মাতা-পিতা তো বলে থাকে। তিনি হলেন বাবা, তো ইনি মাতা হয়ে গেলেন। কিন্তু মেল (পুরুষ) হওয়ার কারণে মাতাদেরকে কলস দেওয়া হয়। তোমরা হলে মাতা, পুরুষ হল ভাই। ভাই বোনকে, বোন ভাইকে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করায়। মাতাদেরকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়। তারাও তো মাতাদেরকেই এগিয়ে দিচ্ছে। আগে কখনো প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ফিমেল হত নাকি? আগে তো রাজাদের রাজত্ব ছিল। আগে কোনও নতুন কিছু আবিষ্কার হলে তা রাজার কাছে গিয়ে বলতে হত। তিনি সেই ব্যক্তিকে আরও বেশী বেশী করে বানাবার জন্য ডায়রেকশন দিতেন। এখানে তো হলই প্রজাদের রাজ্য। কেউ মানবে, কেউ মানবে না। পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা জানো যে গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে অনেক বড় ভুল করে দিয়েছে। আমাদের কথাকে একজন মানবে তো অন্যজন মানবে না। যত দিন যাবে তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে। আত্মা বলে যে আমাদেরকে গোল্ডেন এজ-এ যেতে হবে। বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। জ্ঞানকে ভালোভাবে এখন বুঝতে পারো। অবশেষে অন্তিম সময়ে সবাই অবশ্যই বুঝবে। অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। এটা শাস্ত্রতেও আছে যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল। তো সেইসময় বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর কিইবা করতে পারবে। অন্তর থেকে শিববাবাকে স্মরণ করলে তো সেটা পাপ কর্ম হয় না। পরের বশীভূত হয়ে আছে। হ্যাঁ, বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন আলাদা আলাদা। কেউ কেউ তো নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে ফেলে। বোঝা যায় সেই স্ত্রী সেখানে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। তখন করবেই বা কি? পবিত্র থাকার যুক্তি বাবা ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরাও হল ভাই-বোন,

বিকারী দৃষ্টি যেতে পারবে না। বাবা বলছেন যে যদি এই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে তাহলে অনেক বড় আঘাত পাবে। বুদ্ধিও বলে যে - অসীম জগতের বাবার কথা অমান্য করলে তো অনেক চোট লাগবে, নিচে পড়ে যাবে। বারংবার যদি পড়ে যেতে থাকে তাহলে পরাজিত হয়ে যাবে। এটা হল বস্ত্রিং তাই না। এই সব হল গুপ্ত কথা। এখানে মুখ্য হল - পবিত্রতা আর পড়াশোনা। এছাড়া অন্য কোনও পড়াশোনা নেই। ভক্তি মার্গে অনেক রকমের কারবার রয়েছে। ভক্তরা ভক্তি করতে করতেও বলে দেয় যে - ভগবান তো কণায়-কণায় রয়েছেন। এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আগে তো তোমরাও বলতে যে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী, যেখানেই দেখি তুমিই তুমি। সবই হল ভগবানের লীলা। ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে লীলা করছেন। আচ্ছা কণায় কণায় কি লীলা করবেন? অসীম জগতের বাবার নিন্দা করে দেয়। এটাও হল একটা খেলা যে কারণে বাবাকে আসতে হয়। বাচ্চাদের খুশী হওয়া চাই। বাবার ডায়রেকশন প্রাপ্ত হয় - তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে, যদি পবিত্র দুনিয়াতে যেতে চাও তো। এমন নয় যে স্বর্গে তো যাবে তাই না, সেখানে গিয়ে কি পদ পাবে। সেটা কোনও পুরুষার্থ নয়। পুরুষার্থ করতে হবে রাজা-রানী হওয়ার জন্য। ড্রামার রহস্যকে কেউ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জেনে গেছো যে প্রত্যেক কল্পে আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। বাবা আসেন। চিত্রও দেখো কত সুন্দর সুন্দর বানানো হয়েছে। মানুষকে বড় বড় চিত্র গুলির সামনে নিয়ে আসতে হবে। তোমরা সবাই হলে সার্জন - শিববাবা হলেন অবিনাশী গোল্ডেন সার্জন। তোমরাও হলে নম্বরের ক্রমানুসারে সার্জন। এখন কেউ সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হয়নি। তোমাদেরকে সেবা করতে হবে। বোঝানোর সময় প্রত্যেকের নাড়ি বুঝতে হবে। যারা মহারথী তারা নাড়ি দেখেই বুঝতে পেরে যায়। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হতে হবে। এখনও তোমরা হওনি। হতে সময় লাগবে। মায়ার তুফান অনেক কষ্ট দেয়। এই সব বিষয় বুঝতে হবে। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে আর অত্যন্ত সততার সাথে চলতে হবে। অন্তরে যেন কোনও খারাপ কিছু না থাকে। মায়া হারান করতে থাকে কেননা যোগ নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় ভেঙে ফেলো না, পবিত্রতা আর পড়াশোনার দ্বারা আত্মাকে গোল্ডেন এজেড বানাতে হবে।

২) বুদ্ধি থেকে অন্যান্য সবাইকে ত্যাগ করে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যোগবলের দ্বারা মায়ার ঝড় তুফানের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত মনে করে ব্যর্থ থেকে মুক্ত হয়ে বাবার সমান ভব যেরকম বাবা হলেন বিশ্ব কল্যাণকারী, সেইরকম বাচ্চারাও হল বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত। তোমাদের অর্থাৎ নিমিত্ত আত্মাদের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেরকম সংকল্প সেইরকম বৃত্তি তৈরী হয়, এইজন্য বিশ্বকল্যাণের দায়িত্ব প্রাপ্ত আত্মারা এক সেকেণ্ডও সংকল্প বা বৃত্তিকে ব্যর্থ বানাবে না। পরিস্থিতি যেই রকমই হোক না কেন, ব্যক্তি হোক কিন্তু নিজের ভাবনা, তোমার বৃত্তি হবে কল্যাণের। যে নিন্দা-গ্লানি করবে তার প্রতিও শুভ ভাবনা থাকবে, তবেই বলা যাবে ব্যর্থ থেকে মুক্ত বাবার সমান।

স্লোগানঃ:- সহযোগের শক্তির দ্বারা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আঙা হল দেহ-অভিমानी হও, পবিত্র হয়ে সকলকে পবিত্র বানাও, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো"

*প্রশ্নঃ - অন্তিমে শরীর ত্যাগ করার সময় হায়-হায় কাদের করতে হয় ?

*উত্তরঃ - যারা বেঁচে থেকেও মরে না, সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করে না, সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না, তাদেরকেই অন্তিমে হায়-হায় করতে হয়।

*প্রশ্নঃ - এই সময়েই অনেক প্রকারের লড়াই-বিবাদ বা পার্টিশান ইত্যাদি কেন হয় ?

*উত্তরঃ - কারণ সকলে নিজের প্রকৃত পিতাকে ভুলে অনাথ, অসহায় হয়ে গেছে। যে মাতা-পিতার থেকে গহন সুখ প্রাপ্ত করেছিল, ওঁনাকেই ভুলে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, সেইজন্য পরস্পরের মধ্যে লড়াই-বিবাদ করতে থাকে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । এই কথা কে বলল ? ওম্ শান্তি। আত্মা এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বলল। আত্মা হল অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। আত্মা সবথেকে বেশি ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে পারে। একে বলা-ই হয় ৮৪ জন্মের চক্র। এ'রকম নয় সকলেই ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে। না, মানুষ তো এই কথাকে জানেই না। গীতেও শুনলে শিবায় নমঃ, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব পরমাত্মা। ওঁনার নিবাস স্থান হল নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে সকল আত্মার নিবাস। তার নিচে আছে সৃষ্টিবতনবাসী। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের মহিমা শুনেছো - শিবায় নমঃ, তুমি মাতা-পিতা, বন্ধু সহায়ক, এ হল ওঁনার মহিমা। আবার বলবে - ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ....উনি হলেন রচয়িতা আর ব্রহ্মা হলেন রচনা। তারপর হল এই মনুষ্য সৃষ্টি। এই মনুষ্য সৃষ্টিতেই পবিত্র আর পতিত হয়। সত্যযুগে পবিত্র, কলিযুগে আছে পতিত। ভারতে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতা ছিল। ওনারা সকলে ছিলেন মনুষ্য, কিন্তু সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এ হল এই দেবী-দেবতাদের মহিমা। ওখানে হিংসা হয় না। বিকারে যায় না। তাদের বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বিকারী মানুষ তাদের মহিমা গায়ন করে। আপনারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, আমরা হলাম নিচ পাপী। পরমাত্মাকেও স্মরণ করে কিন্তু ওঁনাকে কেউই জানে না, সেইজন্য অনাথ হয়ে গেছে। গায়নও করে - তোমরা মাতা-পিতা... যাঁর থেকে গহন সুখ প্রাপ্ত হয়। তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন মানুষ বাবাকে ভুলে পতিত অনাথ অসহায় হয়ে গেছে। পরস্পরের মধ্যে লড়াই বিবাদ করতে থাকে। সব জায়গায় দেখো বিবাদ-ই বিবাদ লেগে আছে। কতো পার্টিশন হয়েছে। স্বর্গে তো এক লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ভারতবাসী সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল। এখন তো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই সমুদ্র তোমাদের, এটা আমাদের, এই স্থান আমাদের, ওই এরিয়া তোমাদের.... পাকিস্তান, উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি, পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। ভাষার উপরও কত বিবাদ ইত্যাদি হতে থাকে কারণ পারলৌকিক মাতা-পিতাকে জানে না। ভারত স্বর্গ ছিল তাই এগুলি কোনো বিষয়-ই ছিল না। এখন আবারও স্বর্গ হবে। বাবা বসে বোঝান যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। অসীম জগতের পিতা বাচ্চাদেরকে বলেন যে তোমরা কতো অবুঝ হয়ে গেছো। বলেও থাকো হে পরমপিতা পরমাত্মা। অথচ ওঁনার বায়োগ্রাফিকে-ই জানো না। বাবা হলেন পতিত-পাবন, সদগতিরও দাতা হলেন তিনি। তোমরা তো জানো। ওরা তো আবার বলে দেয় ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বললে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে। অবশ্যই পিতার প্রয়োজন তাই না, উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। লৌকিক পিতা বাচ্চাদের জন্ম দেয় তারপর

আবার যদি জিজ্ঞাসা করো তোমার বাবা কোথায় তাহলে কি সর্বব্যাপী বলবে ? আরে অসীম জগতের পিতা তো হলেন-ই রচয়িতা তাই না। ওঁনাকে-ই সকল ভক্তরা আহ্বান করে - পতিত-পাবন শিববাবা এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান। যেরকম স্বর্গে পবিত্রতা ছিল সেইরকমই আবারও এসে আমাদেরকে পবিত্র বানান। আমরা হলাম অনেক দুঃখী। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই সকল মানুষ পতিত হতে থাকে। দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেতে থাকে। মনে করে সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছেন। মূর্তি তো হল পাথরের, কাঠের তৈরি তাই না, তারজন্য মনে করে এর মধ্যেও ভগবান আছে। আরে পাথরে ভগবান এল কোথা থেকে! উঁনি তো পরমধামে থাকেন। কতো বিভিন্ণ প্রকারের চিত্র বানাতে থাকে যখন আবার পুরাতন হয়ে যায় তখন ফেলে দেয়। এ'সব হল পুতুলের পূজা। বলে যে হে বাবা আমাদেরকে সদগতি প্রদান করুন। সকলের সন্নতি দাতা হলেন এক পতিত-পাবন শিববাবা, ওঁনাকে সকল মানুষ ভুলে গেছে। ওঁনাকে সকলে স্মরণ

করে। সকল পতির পতি অথবা বাবারও বাবা হলেন উঁনি। বাবা বলেন যে বাচ্চারা এখন পবিত্র হও। তোমাদের আত্মা এখন পতিত হয়ে গেছে, খাদ পড়ে গেছে। প্রকৃত সোনায়ে খাদ দিলে অথবা খাদ থাকলে সোনার মূল্য কম হয়ে যায়। তাহলে এটিও হল তমোপ্রধান দুনিয়া। প্রথমে গোল্ডেন এজে ছিল তখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। তারপর সিলভারের খাদ পড়ে যায়, তারপর কপার, আয়রনে চলে আসে। আত্মা পতিত হতে থাকে। এখন তো একদমই আয়রনের এজেড হয়ে গেছে। সেই ভারত সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যারা প্রথমে দিকে ছিল তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। ক্রিস্চানরা তো আসে-ই পরে, ওরা ৮৪ জন্ম তো নিতে পারবে না। ওরা ৩৫-৪০টি জন্ম পেতে পারে। সৃষ্টির আয়ুও এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে আবার নতুন সৃষ্টি হবে। নতুন দুনিয়ায় আছে সুখ পুরাতন দুনিয়াতে আছে দুঃখ। পুরানো ঘর বাড়ি ভাঙ্গা হয় তাই না। পুরাতন দুনিয়াতে তো সকলেই হল দুঃখী। আবার এদের সকলকে সুখী বানাবেন যিনি তিনি হলেন এক বাবা-ই। সত্যযুগে যে সকল আত্মারা ছিল তারাই সুখী ছিল। বাদ বাকি সকল আত্মারা শান্তিধামে ছিল, যাকে আবার সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড বলা হয়। সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড তারপর সাটল ওয়ার্ল্ড (সূক্ষ্মবতন), যেখানে শরীর-ই থাকে না তাহলে সেখানে আত্মা শব্দ কি ভাবে করবে। এখন সকল আত্মারা হল তমোপ্রধান সেইজন্যই একে আয়রন এজ বলা হয়। প্রথমে গোল্ডেন এজে ছিল এখন আবার বাবা এসে গোল্ডেন এজে নিয়ে যাবেন। মানবকে দেবতা বানান। সত্যযুগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকে। তাকেই রামরাজ্য বলা হয়। এখন তো হল রাবণ রাজ্য একে অপরের উপর কাম কাটারি চালিয়ে দুঃখী করতে থাকে। ভগবান বলেন বাচ্চারা, কাম হল মহাশত্রু, এর দ্বারাই তোমাদের দুঃখী করেছে। তোমরা বাচ্চারা নিচে নামতে থেকেছো। এখন তো কোনো কলা-ই আর নেই আবার ১৬ কলা সম্পূর্ণ বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। এতে সন্ন্যাসীদের মতো ঘর গৃহস্থ পরিত্যাগ করতে হবে না। পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এই অন্তিম জন্মে তোমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যারা বাবার দ্বারা পবিত্র হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এখানে তোমরা বাচ্চারা এসেছো বাবার কাছে। এটি হল হেড অফিস - যেখানে সকলেই আসে। পারলৌকিক পিতা আত্মাদেরকে বলেন যে বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী হও। আত্মারাও বলে হ্যাঁ বাবা আমরা আপনার আশ্রয় অবশ্যই পালন করবো। পবিত্র হবো। এটি হল শ্রীমত তাই না। শ্রীমতের আধারেই শ্রেষ্ঠ হতে হবে। রাবণের মতের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে গেছো। এই শরীরের দ্বারা আত্মা বলে হে বাবা আমরা আপনার হয়ে গেছি। বাবা বলেন আমি এসেছি সকলের সদগতি করার জন্য। পাপাত্মা থেকে পূণ্য আত্মায় পরিণত করতে। তাহলে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। প্রথমে যখন পবিত্র হয়ে ব্রহ্মাকুমার কুমারী হবে তখনই শিববাবার স্বর্গের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। তোমরা আবারও এসেছো - বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। তোমরা যারা দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এখন সেই দেবী দেবতা আর নেই। দেবতার যারা পতিত হয়েছে তারাই এসে পবিত্র হবে। যারা এসেছে দেহিতে তারা স্বর্গে আসতে পারবে না। যে সকল দেবী দেবতা ধর্মালম্বীরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে, ওদেরকেই আবার দেবতা হবে। বাবা বলেন আমিই এসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবী দেবতা বানাই। পবিত্র হওয়া ব্যতীত তোমরা দেবী-দেবতা হতে পারবে না। এই কথাগুলি তারাই বুঝবে যারা এসে ব্রহ্মাকুমার কুমারী হবে। প্রজাপিতা এই নামটা প্রসিদ্ধ তাই না। মনুষ্য সৃষ্টির জগৎ পিতা আর জগৎ অম্মা। ওঁনাদের এতো বাচ্চা কিভাবে হবে। এখন হল ব্রহ্মা মুখাবংশাবলী। সকলে মাঝা বাবা বলে। কিভাবে বাচ্চা হয়েছে? শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, ওঁনার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। তাহলে সকল ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা পারস্পরিক সম্বন্ধে হল ভাই বোন। এটি হল যুক্তি। বাবা বলেন যে তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো কিন্তু কমল পুষ্প সমান পবিত্র থাকো। এটা করে দেখাও, ঘর-গৃহস্থ পরিত্যাগের কোনো কথা নেই। নিজের রচনার রক্ষণাবেক্ষণও করো, কেবল পবিত্র থাকো তাহলে এই দেবতাদের মতো আবারও হয়ে যাবে।

এই মধুবন হল হেড অফিস। কতো সেন্টার খুলতে থাকে। যারা কল্প পূর্বে ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েছিল তারাই আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হতে থাকবে। এখন আবার ব্রাহ্মণ হতে হবে। টিকি ব্রাহ্মণদের-ই আছে তাই না। এই বর্ণ অতিক্রম করতে হয়। বাবা বলেন যে তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে। এখন তোমরা আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো, তাও দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। তোমরা পবিত্র হও। গায়নে আছে কুমারী তারাই যারা ২১জন্মের উদ্ধার করে। তোমরা সকলে হল ব্রহ্মাকুমার কুমারী। কুমার আর কুমারী উভয়েরই প্রয়োজন তাই না। তোমরা সকলকে ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখের রাস্তা বলে দাও। চলো নিজের সুখধাম, এটা হল দুঃখধাম। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে পবিত্র হও আর মামেকম স্মরণ করো। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না। বাবা-ই বসে বাচ্চাদেরকে গহন সুখ প্রদান করেন। এখন কত দুঃখ। দুঃখেও ভগবানকে স্মরণ করা হয়। বাবা স্বর্গে নিয়ে যান তাহলে কেন ওখানে স্মরণ করবে। বলে যে হে প্রভু, তুমিই অন্ধের লাঠি। কিন্তু জানে কিছুই না। লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে বলবে - তোমরা মাতা-পিতা.... এখন ওনারা তো হলেন স্বর্গের মালিক। ওনারা কখনোই সকলের মাতা পিতা হতে পারেন? কৃষ্ণ হলেন এক রাজধানীর, রাধা হলেন অন্য রাজধানীর। তারপর ওনাদের বাগদান হয়ে যায়। স্বয়ম্বরের পরে আবার নাম

পরিবর্তন হয়ে যায়। বিষ্ণুর দুটি রূপ - লক্ষ্মী-নারায়ণ। দীপমালায় মহালক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয় তাই না, ওনারা হলেন যুগল। এখন তোমরা কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতার উপরে বসেছো। তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করাও। অসীম জগতের পিতা বলেন যে পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। ঘরে বসেও স্মরণ করতে পারো। বাবা বলেন, তোমাদের সকলকে আমার কাছে আসতে হবে। মরতে তো সকলকেই হবে। এটি হল সেই মহাভারতের লড়াই। এখানে হল যবনদের লড়াই। সত্যযুগে কোনো লড়াই বিবাদ হয় না। বাবা বলেন তোমরা এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। এছাড়া লড়াই ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। এই মহাভারতের লড়াইও লাগে। তাতে অল্পসংখ্যকই বাঁচবে। ভারত হল অবিনাশী থণ্ড, বাকি থণ্ড শেষ হয়ে যাবে। বাবা সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা সকলের সঙ্গতি করেন। আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এখন তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। সন্ন্যাসীরা তো দিতে পারবে না। ওরা তো কখনই স্বর্গের রচয়িতা হতে পারে না। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি নরকের মনুষ্যমাত্র সকলেই শেষ হয়ে যাবে। মরতে তো হবেই, কেন না জীবিতাবস্থায় উত্তরাধিকার নিয়ে প্রাপ্ত করে নেবো। না হলে হয় হয় করতে থাকবে। কুস্কর্গের আসুরী নিদ্রার জন্য অন্তিমে চলে যাবে। এখন সমগ্র চক্রের নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার পূজারী হয়েছো আবারও পূজ্য হচ্ছে। পবিত্র রাজাও ছিল, পতিত রাজাও ছিল। এখন কোনো রাজা-ই নেই। প্রজারা প্রজার উপরে রাজ্য করে। আবার সৃষ্টি চক্র বিবর্তিত হবে, সত্যযুগে আসতে হবে। শিববাবা ঐনার মুখ দ্বারা বলেন - তোমরা হলে আমার বাচ্চা। তোমরাও বোলো বাবা আমরা হলাম আপনার বাচ্চা। এটি হল মুখ বংশাবলী। তোমরা হলে ঈশ্বরের পরিবারের। ভগবানুবাচ এক পিতাকেই স্মরণ করো। আমরা আত্মারা এখন সুইট হোমে যাবো, যেখানে বাবা থাকেন। তারপর বাবা সুইট স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন, ওখানেও শান্তি আর সুখ আছে। তোমরা এখানে এসেছো পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। এটি হল ২১ জন্মের জন্য পঠন-পাঠন। তোমরা এখানের জন্য পঠন-পাঠন করো না। এটি হল মৃত্যুলোক। তোমরা অমরনাথের থেকে অমর কথা শুনে অমর হও। যারা বাবার কাছে এসে বুঝবে তারাই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে। ওরা আবারও এসে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা তো সংখ্যায় বাড়তেই থাকবে। দিন দিন অনেক সেন্টার খুলতে থাকবে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, রচনার রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে কমলপুষ্প সমান পবিত্র হতে হবে।

২) প্রত্যেককে ২১ জন্মের জন্য সুখী হওয়ার রাস্তা বলতে হবে। জ্ঞান চিতার উপর বসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ আর তারপর দেবতা হতে হবে।

বরদান:- মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে ঘৃণা ভাবকে সমাপ্তকারী নলেজফুল ভব নলেজ ফুল অর্থাৎ জ্ঞানী (তু) আত্মা বাচ্চারা প্রত্যেকের প্রতি মাস্টার স্নেহের সাগর হয়। তাদের কাছে স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। আজকাল সম্পত্তির থেকেও বেশি প্রয়োজন হল স্নেহের। তাই মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে অপকারীর উপরও উপকার করো। যেমন বাবা সকল বাচ্চাদের প্রতি দয়া আর কল্যাণের ভাবনা রাখেন, তেমনই বাবার সমান ক্ষমার সাগর আর দয়ালু বাচ্চাদের মধ্যেও কারোর প্রতি ঘৃণার ভাবনা থাকতে পারে না।

স্লোগান:- সীমিত বিষয় গুলিকে সমাপ্ত করে অসীম দৃষ্টি আর বৃত্তিকে আপন করে নেওয়াই হল ইউনিটির (একতার) আধার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা পবিত্র হয়ে, আপনার সহযোগী অবশ্যই হবো। সুসন্তান হয়ে দেখাবো”

*প্রশ্নঃ - কাদের হিসেব-নিকেশ শোধ করার জন্য শেষ সময়ে ট্রাইব্যুনাল বসে ?

*উত্তরঃ - যারা ক্রোধের বশীভূত হয়ে বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করে অনেকের মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের বিরুদ্ধে কে কেস করবে ! তাই শেষ সময়ে তাদের জন্য ট্রাইব্যুনাল বসে। সবাই নিজের নিজের হিসেব নিকেশ পরিশোধ করে ফিরে যায়।

*প্রশ্নঃ - বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার যোগ্য কে ?

*উত্তরঃ - যারা এই দুনিয়ায় থেকেও এই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় না, বুদ্ধিতে থাকে এখন আমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে তাই পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ২ - একমাত্র ঈশ্বরীয় পড়াশোনাই বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে। তোমরা পড়াশোনা কর এই জন্মে। পড়াশোনার পদ প্রাপ্ত হয় অন্য জন্মে।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি...

ওম্ শান্তি । মহিমা গায়ন করে অসীম জগতের পিতার, কারণ অসীম জগতের পিতা অসীমের শান্তি ও সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ভক্তিমাৰ্গে আহবানও করে বাবা এসো, এসে আমাদের সুখ ও শান্তি প্রদান করো। ভারতবাসী ২১ জন্ম সুখধামে থাকে। বাকি যে আত্মারা থাকে, তারা শান্তিধামে বাস করে। সুতরাং বাবার হল দুইটি বর্সা - সুখধাম এবং শান্তিধাম। এই সময় না শান্তি আছে, না সুখ আছে কারণ এ'হল ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। অবশ্যই দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাবে এমন কাউকে চাই। বাবাকে কান্ডারীও বলা হয়। বিষয়সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে যাবেন উনি। আত্মারূপী বাচ্চারা জানে একমাত্র বাবা সর্বপ্রথমে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন কারণ এখন সময় পূর্ণ হয়েছে। এ হল অসীম জগতের খেলা। এতে উচ্চ থেকে উচ্চ মুখ্য ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর হলেন কে ? উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। তাঁকেই সর্বজনের পিতা বলা হয়। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা তারপর যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন উদ্ধারও করেন। রুহানী পান্ডাও হলেন উনি। সব আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যান। সেখানে সব আত্মারা থাকে। এই অর্গ্যাঙ্ক গুলি এখানে প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা আত্মা কথা বলে। আত্মা নিজেও বলে যখন আমি সুখধামে ছিলাম তখন শরীর সতোপ্রধান ছিল। আমি আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করি। সত্য যুগে ৮ জন্ম, ত্রেতায় ১২ জন্ম পূর্ণ হয়েছে পুনরায় ফাস্ট নম্বরে যেতে হবে। স্বয়ং বাবা এসে পবিত্র করেন। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। দেহ থেকে আত্মা পৃথক হলে কোনো কথা বলতে পারে না। যেমন রাতে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। আত্মা বলে আমি এই শরীরের দ্বারা কর্ম করে ক্লান্ত, আমি বিশ্রাম করি। আত্মা ও শরীর দুটি আলাদা। এই শরীর এখন পুরানো হয়েছে। এ হল পতিত দুনিয়া। ভারত নতুন ছিল তখন নাম ছিল স্বর্গ। এখন হয়েছে নরক। সবাই দুঃখে আছে। বাবা এসে বলেন এই কন্যাদের দ্বারা তোমরা স্বর্গের দ্বার প্রাপ্ত করবে। বাবা শিক্ষা দেন পবিত্র স্বরূপ হয়ে স্বর্গের মালিক হও। পতিত হয়ে তোমরা নরকের মালিক হয়েছে। এখানে ৫ বিকারের দান নেওয়া হয়। আত্মা বলে বাবা আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি আমরা পবিত্র হয়ে বাবার সহযোগী নিশ্চয়ই হবো। বাবার সন্তান যারা ওবিডিয়েন্ট থাকে তাদের সুসন্তান বলা হয়। কুসন্তানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। এই কথা বাবা বসে বোঝান যে নিরাকার ভগবানের সন্তান হল নিরাকারী আত্মারা। পরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হলে ভাই-বোন হয়ে যায়। এটা হল যেন ঈশ্বরীয় নিবাস, আর অন্য কিছুই সাথে সম্বন্ধ নেই। যদিও গৃহে তোমরা আত্মীয় পরিজনদের দেখছো কিন্তু বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাপদাদার হয়েছি। উনি পিতা আর ইনি দাদা (ব্রহ্মাবাবা), বসে আছেন। এখানে গর্ভজেলে দন্ড ভোগ করে। সত্যযুগে জেল নেই। সেখানে পাপ কর্ম হয়ই না, কারণ সেখানে রাবণ নেই তাই সেখানে গর্ভ মহল বলা হয়। যেমন অশ্বখ পাতায় কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। সেটাও তো গর্ভেরই আকৃতির ক্ষীরসাগর। সত্যযুগে না গর্ভজেল থাকে, না স্থূল জেল থাকে। অর্ধেক কল্প হল নতুন দুনিয়া। সেখানে সুখ আছে, বাড়ি যেমন নতুন থাকে তারপরে পুরানো হয়। ঠিক সেইরকম সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া, কলিযুগ হল পুরানো দুনিয়া। কলিযুগ থেকে পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই হবে। চক্র রিপিট হতে থাকে। এ'হল অসীমের চক্র, যার নলেজ কেবল বাবা বুঝিয়ে দেন। বাবা হলেন নলেজফুল। এনার আত্মাও বোঝাতে পারবে না। ব্রহ্মাবাবা প্রথমে পবিত্র ছিলেন পরে ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন। তোমাদের আত্মাও পবিত্র ছিল পরে পতিত হয়েছে।

বাবা বলেন আমি এই পতিত দুনিয়ার পথিক কারণ পতিত মানুষ ডাকে যে এসে পবিত্র বানাও। নিজের পরম ধাম ত্যাগ করে আমাকে পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয়। এখানে তো পবিত্র শরীর নেই। এই কথা তো জানো যে সুকর্ম করলে শ্রেষ্ঠ কূলে জন্ম হয়। কুকর্ম করলে খারাপ কূলে জন্ম হয়। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। সর্বপ্রথমে তোমরা বিষ্ণু কূলে জন্ম নেবে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। আদি সনাতন ধর্ম কে স্থাপন করেন, এই কথা কেউ জানেনা কারণ শাস্ত্রে ৫ হাজার বছরের চক্রকে লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। এই ভারত স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক হয়েছে। এখন যারা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হবে তারাই দেবতা হবে। স্বর্গের দ্বার দেখতে পাবে। স্বর্গের নাম কতই না সুন্দর। দেবী-দেবতা বাম মার্গে গেলে পূজারী রূপে পরিণত হয়। সোমনাথের মন্দির নির্মাণ কে করেছে ? সবচেয়ে বিশাল মন্দির হল সোমনাথের মন্দির। যে সবচেয়ে বেশী বিত্তবান ছিল, সে-ই নির্মাণ করিয়ে থাকবে। যারা সত্যযুগে প্রথমে মহারাজা মহারানী, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, তারাই যখন পূজ্য থেকে পূজারী হন তখন শিববাবা, যিনি বিশ্বের মালিক বিশ্বের রচয়িতা, তাঁরই মন্দির নির্মাণ করে। তারা নিজেরা কতো যে বিত্তবান ছিল তবে তো মন্দির নির্মাণ করেছে, সেই মন্দির মহম্মদ গজনী (বহুবাব) লুণ্ঠন করেছিল। সবচেয়ে বিশাল মন্দির হল শিববাবার। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি নিজে মালিক হন না। বাবা যে সেবা করেন, তাকে বলা হয় নিষ্কাম সেবা। আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান, নিজে মালিক হন না। বাবা নিজে নির্বাণধামে গিয়ে বসেন। যেমন মানুষ ৬০ বছর পরে বাণপ্রস্থে যায়। সৎসঙ্গ ইত্যাদি করতে থাকে। তারা চেষ্টা করে যাতে ভগবানের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। কিন্তু কেউ ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয় না। সকলের লিবারেটর, গাইড হলেন একমাত্র বাবা। অন্য সবাই হল দৈহিক যাত্রা করানোর গাইড। তারা অনেক প্রকারের যাত্রা করে। এ হল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রা। বাবা সব আত্মাদেরকে নিজের সঙ্গে শান্তিধামে নিয়ে যান। এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বিষ্ণুপুরীতে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য করে তুলছেন। বাবা আসেন সেবা করতে। বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়ায় কারো প্রতি আসক্তি রাখবে না। এখন যেতে হবে নতুন দুনিয়ায়। তোমরা আত্মারা সবাই হলে ব্রাদার্স। এতে মেলও আছে, ফিমেলও আছে। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র ছিলে, তাকেই বলা হয় পবিত্র দুনিয়া। এখানে তো ৫-৭ টি শিশু সন্তানের জন্ম অপারেশন (পেট চিরে) করে জন্ম হয়। সত্য যুগে ল' তৈরী হয়ে রয়েছে। যখন সময় হয় তখন দু জনেরই সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে এখন সন্তান জন্ম নেবে। একেই বলা হয় যোগবল, পূর্ণ সময়ে শিশু সন্তানের জন্ম হয়। কোনো কষ্ট হয় না, কান্নার আওয়াজ নেই। আজকাল তো কত কষ্ট করে সন্তানের জন্ম হয়। এটা হলই দুঃখধাম। সত্যযুগে হল সুখধাম। তোমরা পড়াশোনা করছো - সুখধামের মালিক হওয়ার জন্য। জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনার ফল তো এই জন্মেই ভোগ কর। এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনার ফল পরের জন্মে প্রাপ্ত হয় তোমাদের।

বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই, যাকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। লক্ষ্মী ভগবতী, নারায়ণ ভগবান। সত্য যুগে তাদের কে রচনা করেছে ? যদিও কলিযুগের অস্তিম্বে কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই, ভারত দেখো কতো কাণ্ডাল হয়েছে। আমিই সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করতে এসেছি। সত্যযুগ ত্রেতায় তোমরা সদা সুখী থাকো। বাবা এত সুখ প্রদান করেন যে ভক্তিমার্গেও মানুষ তাঁকে স্মরণ করে। সন্তান মারা গেলেও বলে ভগবান আমাদের সন্তানকে মেরেছেন। বাবা বলেন যখন তোমরা বলো যে সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন, উনিই নিয়ে নিলে কান্নাকাটি কেন করো ? মোহ কেন রাখো ? সত্যযুগে মোহ তো থাকে না। এখানে যখন শরীর ত্যাগ করার সময় হয় তখন সময় অনুসারে পরিত্যাগ হয়। স্ত্রী কখনও বিধবা হয় না। যখন টাইম পূরণ হয় - বৃদ্ধ হলে বুঝতে পারে যে এখন ভবিষ্যতে গিয়ে শিশু হবো। তখন শরীর ত্যাগ করে। সর্পের দৃষ্টান্তের মতো। এখন তোমরা জানো এই কলিযুগী শরীর খুব পুরানো খোলস। আত্মাও পতিত তো শরীরও পতিত হয়। এখন বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হতে হবে। এ' হল ভারতের প্রাচীন রাজযোগ। সন্ন্যাসীদের হল হঠযোগ। শিববাবা বলেন - আমি এই মায়েদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলি। মাতা গুরু ব্যতীত কারো উদ্ধার হবে না। একমাত্র বাবা এসে সকলের সদগতি করেন, তোমাদেরও শেখান তারপর তোমরা মাস্টার সঙ্গতি দাতা হয়ে যাও। সবাইকে বলা মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বাবাকে স্মরণ করো। সব শেষ হয়ে যাবে। বোমা ইত্যাদি যারা বানায় তারাও জানে এতেই বিনাশ হবে, কিন্তু কার অনুপ্রেরণায় করছে সে কথা জানেনা। তারা ভাবে একটি বোমা মেরে দিলে সব শেষ হয়ে যাবে। একটু অল্প সময় আছে, যতক্ষণ তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। এটা হলই কাঁটার দুনিয়া। ভারত ফুলের দুনিয়া ছিল। এখন হয়েছে বেশ্যালয়, পরে হবে শিবালয় অর্থাৎ শিবের দ্বারা স্থাপিত স্বর্গ। ভগবান তো হলেন এক, নিরাকার। মানুষকে কখনও ভগবান বলা যাবে না। দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা। ভগবানুবাচ আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণে পরিণত করি। এই পুরানো পতিত দুনিয়া এখন শেষ হবে। আমি পতিত থেকে পবিত্র দেবতায় পরিণত করি, তারপরে তোমরা চলে যাবে নিজ নিকেতনে। ড্রামাকে বুঝতে হবে। এই সময় দেখো মানুষের মনে কত ক্রোধ রয়েছে। বানরের চেয়েও খারাপ স্থিতি। ক্রোধ উৎপন্ন হলে কীভাবে বোমা মেরে সবাইকে নিহত করে। এবারে এদের উপরে কে কেস করবে ! এদের জন্য শেষ সময়ে ট্রাইবুনালা বসে। সকলের হিসেব নিকেশ শোধ করা হয়। এই সব

কথা বুঝতে হবে। বাবা বলেন হে আল্লাহ আমি তোমাদের পিতা, আমি এসেছি। তোমরা আমার শ্রীমং অনুসারে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠ স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। মানুষ তো মানুষের গাইড হয়। বাবা গাইড হন সর্ব আল্লাদের। আল্লাই বলে হে পতিত-পাবন। এখন বাবা আমাদের পুণ্য আল্লায় পরিণত করছেন। স্বর্গে রুহানী পিতা অর্থাৎ আল্লাদের পিতা থাকেন না। সেখানে তো আছে প্রালঙ্ক। এটা হল ইউনিভার্সিটি - রাজযোগ বাবা ব্যতীত অন্য কেউ সেখানে পাবে না। বাবা বলেন আমি এই দেহের লোন নিয়ে আসি। আল্লা তো অন্য দেহে আসতে পারে তাইনা। এ হল ড্রামার নির্দিষ্ট। যা আবর্তিত হতে ৫ হাজার বছর লাগে। বলা হয় প্রতিটি পাতায় পাতায় ঈশ্বর রয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পাতা নড়ে, এতে আল্লা আছে। কিন্তু তা নয়। এ তো হাওয়ায় নড়ে। তোমরা যেমন এখানে বসে আছো পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে বসবে। এখন বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হয়েছে সুতরাং প্রাপ্ত হয়েছে। তা নাহলে আর কখনও প্রাপ্ত হবে না। এই সময়েই উচ্চ উপার্জন করতে পারবে। সম্পূর্ণ কল্পে এমন উচ্চ উপার্জন করা সম্ভব হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সময় খুব অল্প আছে তাই কাঁটা থেকে ফুল হয়ে সবাইকে ফুল বানাতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামের পথ বলে দিতে হবে।

২) বৈষ্ণব কূলে যাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। সদা রুহানী আত্মিক (রুহানী) যাত্রা করতে হবে এবং করতে হবে।

বরদানঃ-

বিশাল হৃদয়ধারী হয়ে অবিনাশী খাজানার দ্বারা সবাইকে ভরপুর করতে সক্ষম মাস্টার দাতা ভব তোমরা হলে দাতার সন্তান মাস্টার দাতা, কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে দান করা - সে তো দান নয়। নেওয়া আর দেওয়া এটা তো বিজনেস হয়ে গেল। দাতার সন্তান উদার হৃদয় হয়ে দিয়ে যাও। অবিনাশী ঐশ্বর্য, যার যা চাই সেসব দিয়ে ভরপুর করতে থাকো। কারো খুশী চাই, স্নেহ চাই, শান্তি চাই, যার যা চাই দিতে থাকো। এ হল খোলা খাতা, কর্মের হিসেব নিকেশের খাতা নয়। দাতার দরবারে এই সময়ে সব কিছু অটেল আছে তাই যার যতখানি দরকার ততই দাও, এতে কৃপণতা করো না।

স্নোগানঃ-

নিজের মনের বৃত্তিকে এমন শক্তিশালী বানাও যে খারাপও যাতে ভালো হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"অনেক জন্ম ভালবাসা সম্পন্ন জীবন বানানোর আধার - এই জন্মের পরমাত্ম-ভালোবাসা"

আজ সর্ব শক্তির সাগর আর সত্যিকারের স্নেহের সাগর দিলারাম (প্রাণনিধি) বাপদাদা তাঁর অতি স্নেহী সমীপ বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। এই আত্মিক স্নেহ-মিলন বা ভালবাসার মেলা হল এক অতি বিচিত্র মেলা। মিলন মেলা সত্যযুগের আদি থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত অনেক হয়েছে। কিন্তু এই আত্মিক মিলন মেলা এখন সঙ্গমেই হয়ে থাকে। এই মিলন হল আত্মিক মিলন। এই মিলন হল হৃদয়নাথ বাবা আর সত্য হৃদয়বান বাচ্চাদের মিলন। এই মিলন সকল প্রকারের অনেক অনেক দুঃখ দুর্দশার অবসান করানোর মেলা। আত্মিক মর্যাদার স্থিতির অনুভব করানোর মেলা। এই মিলন সহজেই পুরানো জীবনকে পরিবর্তনকারী মেলা। এই মিলন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি গুলির অনুভূতিতে সম্পন্ন বানানোর জন্য। এই বিচিত্র প্রিয় মিলন মেলাতে তোমরা সকলে পদমগ্ন ভাগ্যবান আত্মারা পৌঁছে গেছো। এই পরমাত্ম মেলা হল সর্ব প্রাপ্তির মেলা, সর্ব সম্বন্ধের অনুভবের মেলা। সকল ঐশ্বর্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে ওঠার মেলা। সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ অলৌকিক সংসারের মেলা এটা। কতখানি সুন্দর এই মেলা ! আর এই অনুভূতিকে অনুভব করবার পাত্র হয়ে ওঠা তোমরা হলে কোটির মধ্যেও কেউ, তারও মধ্যে কেউ পরমাত্মার প্রিয় আত্মা। কোটি কোটি আত্মা এই অনুভূতিকে পাওয়ার জন্য খুঁজছে আর তোমরা ? মিলিত হচ্ছে। আর সদা পরমাত্মার মিলন মেলাতে তোমরা রয়েছো, কেননা বাবা হলেন তোমাদের কাছে প্রিয় আর বাবার কাছে তোমরা হলে প্রিয়। তাহলে প্রিয়রা কোথায় থাকে ? সদা ভালবাসার মিলন মেলাতে থাকে। তো সদা মেলাতে মিলন মেলাতে থাকো নাকি আলাদা থাকো ? বাবা আর তোমরা সাথে থাকো, তাহলে কী হয়ে গেল ? মিলন মেলা হয়ে গেল না ? কেন যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কোথায় থাকো ? সাথে সাথেই গর্বের সাথে বলে ওঠো যে আমরা সদা পরমাত্মার মিলন মেলাতে থাকি। একেই তো ভালোবাসা বলা হয়। সত্যিকারের ভালোবাসা অর্থাৎ একে অপরের থেকে না তন থেকে না মন থেকে আলাদা থাকে। না আলাদা হতে পারে, না কেউ তাদেরকে আলাদা করতে পারে। সমগ্র দুনিয়ার সকল কোটি কোটি আত্মারাই হোক অথবা প্রকৃতি, মায়া, সকল পরিস্থিতিই হোক না কেন, যতই আলাদা করতে চায় না কেন, কারো ক্ষমতা নেই যে এই পরমাত্ম মিলনের থেকে আলাদা করতে পারে। একেই বলা হয় সত্যিকারের ভালোবাসা। যারা ভালবাসাকে নষ্ট করে দেয় তারা শেষ হয়ে যায় কিন্তু ভালবাসা নষ্ট হতে পারে না। তোমাদের ভালোবাসা এই রকম প্রগাঢ় আর বিশ্বস্ত তো ?

আজ প্রগাঢ় ভালবাসার দিনকে উদযাপন করছো তাই না ? এই রকম ভালবাসা এখন আর একটি জন্মেই পাওয়া যায়। এই সময়ের পরমাত্ম-ভালোবাসা অনেক জন্মের ভালবাসা সম্পন্ন জীবনের প্রালঙ্ক বানিয়ে দেয়, কিন্তু প্রাপ্তির সময় হল এখনই। বীজ বপন করবার সময় হল এখনই। এই সময়ের মহত্ব অনেক। সত্যিকারের আন্তরিক যে ভালবাসা, তারা হল লভ এ লীন থাকা লভলীন। তো যারা লভ এ লীন থাকে সেইসব লভলীন আত্মাদের সামনে কিম্বা কাছে আসার অথবা তাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস কারো থাকে না। কারণ তোমরা হলে লীন, কারো আকর্ষণ তোমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যেমন বিজ্ঞানের শক্তি ধরিত্রীর আকর্ষণের থেকে দূরে নিয়ে যায়, তো এই লভলীন স্থিতি সকল সীমিত আকর্ষণ থেকে দূরে নিয়ে যায়। যদি লীন না থাকে তবে টলমল হতে পারে, লভ আছে কিন্তু লভে লীন নয়। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে - বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা রয়েছে ? তো সকলেই 'হ্যাঁ' বলবে, তাই না ! কিন্তু সদা লভে লীন থাকো ? তখন কী বলবে ? এতে তোমরা হ্যাঁ বললে না। শুধুমাত্র ভালোবাসা আছে - এইটুকুতেই থেমে যেও না। লীন হয়ে যাও। এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই মানুষ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। তোমরা যদি কাউকে বলো যে আমরা তো জীবনমুক্তিতে আসবো, তারা মনে করবে যে, এরা তো জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসতে চায় আর আমরা তো এই চক্র থেকেই মুক্ত হয়ে লীন হয়ে যাব। কেননা লীন হওয়া অর্থাৎ বন্ধন গুলির থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। সেইজন্য তারা লীন অবস্থাকে অত্যন্ত উঁচু মনে করে থাকে। মিশে গেছে, লীন হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা জানো যে, তারা যাকে লীন অবস্থা বলছে, ড্রামা অনুসারে সেটা কারোরই প্রাপ্ত হয় না। বাবা সম হতে পারো কিন্তু বাবার মধ্যে সমাহিত হওয়া যায় না। তাদের সেই লীন অবস্থার কোনও অনুভব নেই, কোনো প্রাপ্তিও নেই। আর তোমরা লীনও আর অনুভূতি আর প্রাপ্তিতেও ঋদ্ধ। তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারো যে, যে লীন অবস্থা বা সমাহিত হয়ে যাওয়ার স্থিতির জন্য তোমরা প্রচেষ্টা করছো, কিন্তু আমরা বেঁচে থেকেই সেই সমাহিত হওয়ার বা লীন হওয়ার অনুভূতি এখনই করছি। যখন তোমরা লভলীন হয়ে যাও, স্নেহে সমায়িত হয়ে যাও তখন আর কিছু কি মনে থাকে ? বাবা আর আমি সমান, স্নেহে সমায়িত। বাবা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। তাই দুয়ে মিলে আমরা এক হয়ে যাই। সমান হওয়া অর্থাৎ সমায়িত হয়ে যাওয়া, এক হয়ে যাওয়া। তো

এইরকম তো তাই না ? কর্মযোগের স্থিতিতে এইরকম লীন হওয়ার অনুভব করতে পারো ? কী মনে করো ? কর্মও করছো আর লীনও রয়েছ - হওয়া সম্ভব ? কর্ম করবার জন্য নীচে আসতে হবে না তো ? কর্ম করতে করতেই লীন হয়ে যেতে পারো ? এতখানি চতুর হয়ে উঠেছো ?

কর্মযোগী যারা হয় কর্মেও বাপদাদা সাথে থাকার কারণে একট্রা সহায়তা প্রাপ্ত হতে পারে, কেননা এক এর থেকে দুই হয়ে গেছো, তো কর্ম বিভাজিত হয়ে যাবে তাই না ? একটি কাজ যদি একজন করে আর আরেকজন তার সাথী হয়ে যায়, তাহলে সেই কাজ সহজ হয়ে যাবে নাকি কঠিন হবে ? হাত তোমাদের, বাবার তো নিজের হাত পা নেই যে চালাবেন। হাত হল তোমাদের, কিন্তু সহায়তা প্রদান বাবার, তবে তো ডবল ফোর্সের কাজ আরও ভালো ভাবে হবে তাই না ? কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, সর্বদা উৎসাহ উদ্দীপনা, সাহস, অক্লান্ত হওয়ার শক্তি প্রদান করবার জন্য বাবার সহায়তা তো আছেই। যে কার্যে উৎসাহ উদ্দীপনা অথবা অক্লান্ত ভাব থাকবে সেই কাজ সফল তো হবেই তাই না ? তো বাবা হাত দিয়ে কাজ করেন না, কিন্তু তিনি সহায়তা প্রদান করবার কাজ করেন। তো কর্মযোগী জীবন অর্থাৎ ডবল ফোর্সের কার্য করবার জীবন। তোমরা আর বাবা, ভালোবাসাতে কোনো সমস্যা বা ক্লান্তি ফীল হয় না। ভালবাসা অর্থাৎ সব কিছু ভুলে যাওয়া। কীভাবে হবে, কী হবে, ঠিক হবে নাকি হবে না - এই সব কিছু ভুলে যাওয়া। হয়েই আছে। যেখানে পরমাত্ম-সাহস রয়েছে, কোনো আত্মার সহায়তা নয়। তো যেখানে পরমাত্ম-সাহস রয়েছে, সহায়তা রয়েছে, সেখানে নিমিত্ত হওয়া আত্মার মধ্যে সাহস এসেই যায়। আর এই রকম সাথ এর অনুভব যারা করে, তারা সহায়তা অনুভব করে, তারা সদা কোন্ সংকল্প করতে থাকে ? নাথিং নিউ, বিজয় হয়েই রয়েছে, সফলতা আছেই আছে। এটাই হল সত্যিকারের প্রেমের অনুভূতি। যখন জাগতিক প্রেমিক এটা অনুভব করতে পারে যে যদিকেই তাকাই সেদিকেই তুমিই তুমি। তারা তো সর্বশক্তিবান নয়, বাবা সর্বশক্তিবান। সাকার শরীরধারী নন। কিন্তু যখন যেখানে চান সেকেন্ডে পৌঁছে যেতে পারেন। এই রকম ভেবো না যে, কর্মযোগী জীবনে লভলীন অবস্থা হতে পারে না। হয়ে থাকে। সাথ এর অনুভব অর্থাৎ লভ এর প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ সাথে রয়েছে। তবে তো সহজযোগী সব সময়ের যোগী হয়ে গেল, তাই না ? লভার অর্থাৎ সদা সহজযোগী, সেইজন্য ডায়রেকশনও দেওয়া হয়েছে যে, এই তপস্যা বর্ষ তো প্রাইজ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে, কিন্তু সমাপ্তি হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে অভ্যাসের জন্য প্র্যাকটিসের জন্য সেবাকে হাল্কা করা হয়েছে আর তপস্যাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তপস্যা বর্ষ সম্পন্ন হওয়ার পরে প্রাইজ নিয়ে নিও তোমরা। কিন্তু এর পরে যে কর্ম আর যোগ, সেবা আর যোগ, ব্যালেন্সের স্থিতির বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, ব্যালেন্সের অর্থই হল সমতা। স্মরণ, তপস্যা আর সেবা - এর সমতা যাতে হয়, শক্তি আর স্নেহের সমতা যাতে হয়, প্রিয় হওয়া আর সব কিছুর থেকে পৃথক হওয়ার মধ্যে সমতা যাতে হয়। কর্ম করার সাথে সাথে কর্মের থেকে অনাসক্ত থেকে আলাদা হয়ে বসার স্থিতির মধ্যে সমতা যেন থাকে। এই সমতার ব্যালেন্সের কলায় যে নম্বর জিতে নেবে সে মহান হবে। তাহলে দুটোই করতে পারছ কি ? নাকি সার্ভিস শুরু করলে আর উপরের স্থিতি থেকে নিচে নেমে গেলে ? এই বছরে তো পাকাপোক্ত হয়ে গেছ না ? এখন ব্যালেন্স রাখতে পারছ কি নাকি এখনও পারছ না ? সার্ভিসে ঝামেলা তো থাকবেই। এতেও পাশ তো হতেই হবে তাই না ? আগেও বলেছিলাম যে কর্ম করার সাথে সাথে কর্মযোগী হয়ে লভলীন হওয়াও সম্ভব, আর তবেই বিজয়ী হয়ে যাবে, তাই না ? এখন প্রাইজ তারাই পাবে যারা ব্যালেন্সে বিজয়ী হবে।

আজ বিশেষ নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। তোমাদের স্বর্গ এই রকম হবে তাই তো ? বাপদাদা বাচ্চাদের উদযাপন করাকে নিজেরও উদযাপন করা হল বলে মনে করেন। তোমরা স্বর্গে উদযাপন করবে আর বাবার উদযাপন এই উদযাপনের মধ্যেই। খুব উদযাপন করো, খুব নাচো, সদা আনন্দ পালন করো। পুরুষার্থের প্রালঙ্ক অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এখানে হলে সহজ পুরুষার্থী আর সেখানে হবে সহজ প্রালঙ্কী। কিন্তু হয়ে যাবে হীরে থেকে গোল্ড। এখন তোমরা হলে হীরে। পুরো সঙ্গমযুগেই হল তোমাদের কাছে বিশেষ আর বাচ্চা বা কম্প্যানিয়ন হওয়ার প্রেম দিবস। শুধুমাত্র আজকের দিনটিই প্রেমের নাকি চিরপ্রেমের দিবস ? এও হল এত বড় অসীম ড্রামার খেলার মধ্যে ছোট ছোট খেলা। তো এতখানি স্বর্গ সাজিয়েছ তার জন্য অভিনন্দন তোমাদেরকে। এই সাজসজ্জার মধ্যে বাবা কেবল সাজসজ্জা দেখছেন না, দেখছেন সকলের অন্তরের ভালোবাসাকে। তোমাদের সত্যিকারের ভালোবাসার কাছে এই সাজসজ্জা কিছুই নয়। বাপদাদা ভালবাসাকে দেখছিলেন। এমনিতেও যাদেরকে আমন্ত্রণ করা হয় তারা তো কিছু বলে না, বলে তো নিমন্ত্রণ জানিয়েছে যে, সে। বাবার প্রতি বাচ্চাদের এতখানি ভালোবাসা আছে যে, বাবাকে ছাড়া তারাও আর কিছু দেখতে পায় না। সেইজন্য অন্তরের ভালোবাসাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য আজ এই খেলাটির আয়োজন করা হয়েছে। আচ্ছা !

সকল সদা স্নেহে সমায়িত হয়ে থাকা আত্মাদেরকে, সদা স্নেহে সাথে থাকার অনুভব করা আত্মাদেরকে, সদা এক বাবা

দ্বিতীয় কেউ নয় - এই রূপ সমীপ সমান আত্মাদেরকে, সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ স্বর্ণের অধিকারী আত্মাদেরকে, সদা কর্মযোগী জীবনের শ্রেষ্ঠ কলার অনুভবকারী বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা সকল সীমিত আকর্ষণের থেকে মুক্ত লভলীন আত্মাদেরকে বাবার সর্ব সম্বন্ধের স্নেহ সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

মহারথী দাদীদের তথা মুখ্য ভাইদের প্রতি : - যারা নিমিত্ত, সর্বদা সহজ স্মরণ তাদের থাকে। তোমাদের সকলের নিমিত্ত হয়েছেন যে আত্মারা তাদের প্রতি তোমাদের বিশেষ ভালবাসা থাকে, তাই না ? সেইজন্য তোমরা ভালবাসায় ডুবে রয়েছ। নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের ড্রামাতে পার্ট নির্ধারিত রয়েছে । শক্তিরূপে নিমিত্ত রয়েছে, পান্ডবও নিমিত্ত। ড্রামা শক্তিদের এবং পান্ডবদেরকে একসাথে নিমিত্ত বানিয়েছে। তো নিমিত্ত হওয়ার বিশেষ গিফট রয়েছে। নিমিত্ত যে হবে তার পার্ট তাকে সব সময় পৃথক আর প্রিয় বানিয়ে দেয়। নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস যদি স্বাভাবিক আর সহজ হয়ে যায়, তবে সর্বদা নিজের প্রগতি আর অন্য সকলেরও প্রগতি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে মিশে থাকে। সেই আত্মাদের কদম ভূমিতে নয়, স্টেজের ওপরে থাকে। চারিদিকের আত্মারা স্বভাবতঃই স্টেজকে দেখতে থাকে । অসীম বিশ্বের স্টেজ এটা আর সহজ পুরুষার্থেরও শ্রেষ্ঠ স্টেজ এটা। উভয়ই হল উচ্চ স্টেজ। যে আত্মারা নিমিত্ত হয়েছে সর্বদা তাদের এই স্মৃতি স্বরূপ থাকে যে, বিশ্বের সামনে একমাত্র বাবার সমান একজাম্পল হতে হবে। এই রকম নিমিত্ত আত্মা তো তোমরা তাই না ? স্থাপনার আদি থেকে এখনও পর্যন্ত তোমরা নিমিত্ত হয়েছে আর সর্বদা থাকবেও। সেইরকমই তো ? এটাও হল একটা এক্সট্রা লাক। আর লাক হৃদয়ের লভ'কে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দেয়। বেশ ভালো। নিমিত্ত হয়ে প্ল্যান প্রস্তুত করছো, বাপদাদার কাছে তো পৌঁছে যায় । প্র্যাকটিক্যালি নিজে শক্তিশালী হয়ে অন্যদের মধ্যেও শক্তি ভরে প্রত্যক্ষতাকে সামনে নিয়ে এসো। এখন মেজরিটি আত্মারা এই দুনিয়াকে দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা নতুনত্ব চায়। নবীনতার অনুভব তোমরা এখন করাতে পারো। যা করেছে সে'সবই খুব ভালো হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালিও খুবই ভালো হবেই হবে। দেশ - বিদেশের বাচ্চারা খুব সুন্দর সুন্দর প্ল্যান বানিয়েছে। ব্রহ্মা বাবাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে অর্থাৎ বাপদাদাকেও সাথে সাথে প্রত্যক্ষ করিয়েছে। কেননা ব্রহ্মা তো তিনি তখন হলেন যখন বাবা তাকে বানালেন। সুতরাং বাবাতে দাদা আর দাদাতে বাবা মিশে রয়েছেন। সেইরকমই ব্রহ্মাকে ফলো করা অর্থাৎ লভলীন আত্মা হওয়া । এই রকমই তো না ? আচ্ছা।

পার্টীদের সাথে সাফাৎ : - সকলের হৃদয়ের কথা দিলারামের কাছে অতি তীব্রতার সাথে পৌঁছে যায় । তোমরা সংকল্প করো আর বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় । বাপদাদাও তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিধিসম্মত ভাবে করা সংকল্প, সেবা আর স্থিতিকে দেখতে থাকেন। পুরুষার্থী সকলেই। একাগ্রতাও সকলের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ভ্যারাইটি অবশ্যই রয়েছে। সকলেরই হল শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আর লক্ষ্যের কারণেই পদক্ষেপও অগ্রে চালিত হচ্ছে। কারো তীব্রতার সাথে, কারো সাধারণ গতিতে এগোচ্ছে। প্রগতিও হচ্ছে তবে সেটা নম্বর ক্রমে। তপস্যার উৎসাহ উদ্দীপনাও সকলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু নিরন্তর আর সহজ এর তফাৎ এসে যাচ্ছে। সবথেকে সহজ আর নিরন্তর স্মরণের সাধন হল - সদা বাবার সঙ্গে অনুভব করা। বাবা সাথে রয়েছেন - এই অনুভূতি স্মরণ করবার পরিশ্রম থেকে মুক্ত করে দেয়। যখন সাথে রয়েছেনই তবে তো স্মরণ থাকবেই। আর কেবল এইভাবেই সাথে নেই যে সাথে বসে আছেন, সাথী তিনি অর্থাৎ সহায়ক তিনি। সাথে যিনি থাকেন কাজকর্মে বিজি হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি ভুলেও যেতে পারেন, কিন্তু সাথী ভুলে যায় না। সুতরাং সকল কর্মে বাবার সঙ্গ হল সাথী রূপেই। যে সাথ দেয়, সে কখনো ভোলে না। সাথ রয়েছে, সাথী রয়েছে আর এই রকম সাথী তিনি যে কিনা কর্মকে সহজ কর্ম করিয়ে দেয়। তোমরা তাঁকে কীকরে ভুলে যেতে পারো ? সাধারণ ভাবেও কোনো একটি কাজে যদি কেউ সহযোগিতা করে, তো তার জন্য বারংবার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে আর বাবা তো সাথী হয়ে কঠিনকে সহজ করে দেন। এই রকম সাথীকে কেউ কীকরে ভুলতে পারে ? আচ্ছা।

বরদানঃ- স্মৃতির মহত্বকে জেনে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি নির্মাণকারী অবিনাশী তিলকধারী ভব ভক্তিমার্গে তিলকের অনেক মহত্ব। যখন রাজ্য প্রদান করা হয় তখন তিলক লাগানো হয়। সধবা নারীর চিহ্ন আর ভাগ্যের চিহ্ন হল তিলক। জ্ঞান মার্গে এরপর স্মৃতির তিলক এর অনেক মহত্ব রয়েছে। যেমন স্মৃতি তেমনই স্থিতি হয়ে থাকে। স্মৃতি যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে স্থিতিও শ্রেষ্ঠ হবে। সেইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদেরকে তিন স্মৃতির তিলক দিয়েছেন। নিজের স্মৃতি, বাবার স্মৃতি আর শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য ড্রামার স্মৃতি - অমৃতবেলায় এই তিনটি স্মৃতির তিলক লাগানো অবিনাশী তিলকধারী বাচ্চাদের স্থিতি সদা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে ।

স্নোগানঃ- সদা ভালো - ভালো ভাবে থাকো তাহলে সব কিছু ভালো হয়ে যাবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরের অ্যাডপ্ট করা সন্তান, তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার জন্য বর্ষা নিতে হবে, এখন অন্তিম সময় সেইজন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় মানুষকে উট-পাখি টাইটেল দেওয়া যেতে পারে - কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা উট পাখিকে যদি বলা উড়তে সে বলবে আমার পাখা (ডানা) নেই, আমি উট। বল তাহলে মালপত্র বহন করো, তখন বলবে আমি পক্ষী (পাখি)। আজকের মানুষের অবস্থাও ঠিক এইরকম। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা নিজেদের দেবতা বলার পরিবর্তে কেন হিন্দু বলে থাকো তখন উত্তরে বলে দেবতারা তো পবিত্র, আমরা হলাম পতিত। যদি বল আচ্ছা এখন তবে পতিত থেকে পবিত্র হও তখন বলে সময় নেই। মায়া পবিত্রতার ডানাই কেটে দিয়েছে, সেইজন্যই বলে থাকে সময় নেই। ওরা হল উট পাখি। বাচ্চারা তোমাদের উট পাখি হওয়া উচিত নয়।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । কে বলেছে ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ওম্-এর অর্থ মানুষ অনেক রকম তৈরি করেছে। বাবা বলেন এক সেকেন্ডেই অবিনাশী উত্তরাধিকারে অধিকারী হওয়া যায়। বাচ্চা জন্ম নিলে বলা হয় উত্তরাধিকারীর জন্ম হলো। তারপর নাবালক থেকে সাবালক হয়ে ওঠে। এখানেও ঠিক তাই। বাবাকে জেনেছ, চিনেছ আর উত্তরাধিকারীর মালিক হয়ে গেলে। এখানে তো তোমরা বড়। আত্মা বাবার পরিচয় পেল, সেকেন্ডে বাবার বর্ষার অধিকারী হয়ে গেল। বাচ্চা জন্ম নিলেই জানা যায় যে বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে। ইনি হলেন অসীমের পিতা। তিনি বলেন হে বাচ্চারা, আত্মারাও জানে বাবা এসেছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরাই কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকে রাজধানী নিয়ে থাকি। তোমরা সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ওম্ এর অর্থ হল অহম, আমি আত্মা আর এই আমার শরীর। আমি আত্মা কার সন্তান ? পরমাত্মার সন্তান। বাবাও বলেন আমিও ওম্ পরম আত্মা। আমার নিজের শরীর নেই। কত সহজ কথা। ওরা মনে করে ওম্ অর্থ ভগবান। সুতরাং সবাই ভগবান হয়ে গেল। ভগবান তো একজনই। তিনি বলেন আমি তোমাদের পিতা। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া আহ্বান করে বলে থাকে হে পতিত-পাবন এসো। এমনটা কেউ-ই বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা আমার মাধ্যমে তোমাদের রাজযোগ শেখান। কেউ জানেই না, না জানার কারণেই শ্রী কৃষ্ণ ভগবানের নাম লিখেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন বা পতিত-পাবন তাকে বলা যেতে পারে না। তিনি তো স্বর্গের প্রথম শিশু । যিনি প্রথমেও ছিলেন এবং শেষেও থাকবেন, সেইজন্যই তাকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। প্রথম নম্বরে আছেন শ্রীকৃষ্ণ তারপর ৮৪ জন্মের পরে তার নাম হয় ব্রহ্মা যাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। বাবা এসে বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। তোমরা হলে বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তান, ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের মা আছে, বাবাও আছে, প্রজাপিতাও আছে। বাবা বলেন আমি এর মুখের (ব্রহ্মা) দ্বারা বলে থাকি - তোমরা হলে আমার সন্তান । তোমরাও বলে থাকো বাবা আমরা তোমার, তোমার কাছে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। বুদ্ধিও বলে থাকে বাবা অবশ্যই আসেন। কখন আসেন - এটাও বিচার করার বিষয় তাই না ! বলে থাকে পতিত-পাবন এসো, নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়া শেষ হবে তবেই তো আসি তাইনা। একে বলে কল্পের আদি আর শেষের সঙ্গম। অন্তিমে সবাই পতিত, আদিতে (প্রারম্ভিক সময়) সবাই পবিত্র। শেষে পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়, পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়। তারপর বুদ্ধি পেতে থাকে। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। ইনি হলেন ত্রিমূর্তি।

তোমরা জানো শিববাবার বাচ্চারা সবাই হল ভাই। তারপর যখন রচনা হয় (ব্রহ্মার দ্বারা) তখন সবাই ভাই-বোন হয়ে যায়। মাতা-পিতা কেন বলা ? ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। লৌকিক উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিক উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো তোমরা । এ'হলো কলিযুগ মৃত্যুলোক। সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। এখানে মানুষ তো অকালে মারা যায়। সত্যযুগ হচ্ছে দৈবী দুনিয়া। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা থাকে। হিন্দু ধর্মের কেউ নেই। যখন জনগণনা হয় তখন জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন্ ধর্মের ? বলে থাকে ব্রাহ্মণ ধর্মের ওরা তখন হিন্দু ধর্মে নথিভুক্ত করে কেননা ঐ ব্রাহ্মণও হিন্দু ধর্মের মধ্যে এসে যায়। আর্য সমাজের মানুষ তাকে হিন্দু ধর্মের বলে নথিভুক্ত করে। বাস্তবে হিন্দু বলে কোনো ধর্ম নেই। ইউরোপে বসবাসকারীদের ইউরোপ ধর্মাবলম্বী থোড়াই বলবে। ওদের ধর্ম তো খ্রিস্টান তাইনা। ক্রাইস্ট খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপনা করেছিল। আচ্ছা হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিল ? বেচারী তখন মুষড়ে পড়ে

বলে থাকে গীতার দ্বারা স্থাপনা হয়েছিল। সুতরাং বোঝানো হয় যে গীতার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। তোমরা তো দেবতা ধর্মের। তখন বলে থাকে দেবতারা তো খুব পবিত্র ছিল, আমরা তো পতিত হয়ে গেছি। আমরা নিজেদের দেবী-দেবতা কিভাবে বলব। সুতরাং তখন বোঝানো হয় আচ্ছা পবিত্র হও। আবারও দেবী-দেবতা ধর্মে এসো, তখন বলে থাকে সময় কোথায়। তোমাদের এটা তো নতুন বিষয়। বরাবরই আমরা সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। ভারতবাসীরা দেবী-দেবতাদের পূজাও করে কিন্তু পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারে না। আচ্ছা এসে তবে পবিত্র হও তখন বলে সময় নেই। বাবা বলেন তোমরা তো উট-পাখি। জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা দেবতা কেন বলতে পার না তখন বলে যে আমরা পতিত। আচ্ছা পতিত থেকে তবে পবিত্র হও তখন বলে সময় নেই। উটপাখীকে উড়তে বলো তখন বলবে ডানা নেই, আমি উট। তারপর বলো যে মালপত্র বহন করো, তখন বলবে আমি তো পাখি। সেইজন্যই বাবা বলেন মায়া তোমাদের পবিত্রতার ডানা কেটে দেয়।

এখন শ্রাবণ মাসে শিবের পূজা করে, ব্রত রাখে। তোমাদের জন্য শ্রাবণ মাস হল জ্ঞান বর্ষণের। তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। মানুষ ব্রত রাখে ভোজন না করার জন্য। বাবা বলেন বিষ খেও না। এর উপরেও বোঝাতে হবে। শিবের কত পূজা করে, এখন শিববাবা বলছেন পবিত্রতার ব্রত রাখো। আমি এসেছি পবিত্র দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। এখানে কেউ পবিত্র নেই। পবিত্র দেবী-দেবতা হয় সত্যযুগে। ওখানে বিষ দ্বারা (বিকার দ্বারা) জন্ম হয় না। তা না হলে তাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী কেন বলা হয়? লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতাদের বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে তো সবাই পতিত, যাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। নিজেকে নিজে বলে আমরা পতিত নিচ। বাবা বলেন আমার মতে চলে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে পারলে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো মালিক হতে পারবে। তোমাদের পড়াশোনা কত প্রসিদ্ধ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। বিশ্বের মালিক হতে হবে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল না! এখন আবারও দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা পবিত্র হয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। স্ব মানে আত্মা। আত্মা রাজ্য পেয়ে থাকে। যাকে স্বরাজ্য বলা হয়। মানুষ হল দেহ-অভিমানী। দেহ-অভিমান থেকে বলে আমার রাজ্য। এখানে তোমরা বলো আমরা আত্মা, এই শরীরের মালিক। আমরা মহারাজা হব। আমরা সত্যযুগে পবিত্র শরীর পাব। এখন আমরা পতিত। যেমন আত্মা তেমনই শরীর। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেছে। আত্মা প্রথমে খাঁটি সোনা ছিল। যে সময়কে গোল্ডেন এজ বলা হয়। তারপর ত্রেতায় সিলভারের খাদ পড়ল, এরপর দ্বাপরে আসার পর তামার খাদ পড়ে। এই সময় আত্মা মিথ্যা হওয়ার সাথে-সাথে শরীরও মিথ্যা হয়ে গেছে। একে বলাই হয় মিথ্যা খন্ড। এখন বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে খাদ বেরিয়ে যাবে, একে বলে যোগ অগ্নি। গয়না তৈরির সময় ময়লা বের করে দেওয়ার জন্য আগুনে ঢালা হয়। এ'হলো যোগ অগ্নি, যেখানে খাদ ভস্ম হয়ে আমরা আত্মারা খাঁটি সোনা হয়ে বাবার সাথে চলে যাব। বাবা বলেন তোমরা আমার সাথে যাবে। সত্যযুগে খাঁটি সোনা পাবে। শ্রীকৃষ্ণকে এখন শ্যামবর্ণ কেন বলা হয়? কৃষ্ণের নাম রূপ তো বদলে যায়। এখন বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা গৌরবর্ণ ছিলে, তোমাদের মধ্যে এখন খাদ পড়ে গেছে। সম্পূর্ণ রূপে এখন আয়রন এজেড (মরচে পড়া) হয়ে গেছে। আমি এখন স্বর্ণকার হয়ে বাচ্চাদের ভাঙিতে ফেলি। দুনিয়াতে আগুন লাগবে। সবার শরীর শেষ হয়ে যাবে। আত্মা তো অবিনাশী। এক তো যোগ অগ্নির দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, বাকিরা সবাই সাজা ভোগ করে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে তারপর ফিরে যাবে। এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ভাঙি - সবাইকে পবিত্র করে তোলার জন্য। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনার দ্বারাই তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা নির্গত হয়েছে। মানুষ জলকে গঙ্গা মনে করেছে। সেখানে দেবতার মূর্তিও রাখা হয়েছে। বাস্তবে তোমরা হচ্ছে ভগবানের সন্তান, জ্ঞান গঙ্গা যারা তারা দেবতা হবে। যখন স্বর্গে যাবে তখন তোমাদের দেবতা বলবে। ওখানে আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয়। এখন হল পতিত দুনিয়া। ভারত গোল্ডেন এজ ছিল তারপর সিলভার, কপার এবং আয়রন এজ হয়ে গেছে এখন পুনরায় বাবা গোল্ডেন এজ-এ নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি হলাম ধোপা, তোমাদের আত্মাকে ধুইয়ে দেওয়ার জন্য আসি। শুধুমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যোগ যুক্ত হয়ে থাকলে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। বাহুবল প্রয়োগী যারা তারা কখনোই বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ওদের মধ্যে এত শক্তি আছে, যদি ক্রিস্চান (আমেরিকা আর ইউরোপ) দুই ভাই নিজেদের মধ্যে যদি মিলে যায় (মিলেমিশে থাকা) তবে তারা বিশ্বের মালিক হতে পারে। কিন্তু ল' নেই। কাহিনীও আছে দুটি বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর বাঁদর মাখন খেয়ে চলে যায়। সুতরাং ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মাঝখানে মাখন ভারতের ভাগ্যে জুটে যায়, এখানেও নশ্বর ওয়ান হল শ্রীকৃষ্ণ, সেইজন্যই কৃষ্ণের মুখে গোলা দেখানো হয়েছে। সেটা মাখন নয়, এই স্বর্গের রাজত্ব করার ভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ পেয়ে থাকে। বাবা বোঝান যখন সব বিনাশ হয়ে যাবে তারপর তোমরা মালিক হয়ে যাবে। তার আগে তোমাদের বাবার শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ, আসুরি মতে চলে ব্রষ্ট হয়ে যাও। এটা হচ্ছেই আসুরি দুনিয়া। একজনও পবিত্র নয়। পবিত্র দুনিয়াতে একজনও পতিত হয়না। এখন তো সবাই পতিত। গানও গায় হে পতিত-পাবন

সীতারাম, আমরা সীতারা রাবণের জেলে পড়ে আছি। আহ্নান করে বলে হে রাম এসে মুক্ত করে, পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চল। যদিও গান তো গায় কিন্তু কিছুই জানে না যে আসে সেই গাইতে থাকে। রাবণ সম্পূর্ণ রূপে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা এসে জাগিয়ে তুলছেন। পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন যিনি সৃষ্টির রচয়িতা তাঁর বায়োগ্রাফি সম্পর্কে আমরা জানি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শঙ্কর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের বায়োগ্রাফি সম্পর্কেও আমরা জেনেছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্ম সম্পর্কেও আমরা জেনেছি। সুতরাং নলেজফুল হয়েছ তাইনা। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গেলে বুঝবে যে সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স ছিল। এখন অন্তিম ৮৪ জন্মে ব্রহ্মা হয়েছে। এটাও খুব বোঝার বিষয়।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা সতর্ক থাকবে, কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা তো হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা তাইনা। তোমরাও ৫ বিকারকে দান করে দাও। দান করলেই গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে। গ্রহণ লাগলে ফকিররা বলে থাকে দান করো। এখন বাবা বলছেন আমার আদরের বাচ্চারা, বিকারকে দান করে দিলে সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে দেবতা হয়ে যাবে। দুঃখের গ্রহণ ছেড়ে যাবে। তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাবে, সেইজন্যই ৫ বিকারের দান নেওয়া হয়। এটা তো ভালো তাইনা। এখন তোমাদের উপরে বিকারের গ্রহণ লাগায় একদম কালো হয়ে গেছ। আমি তোমাদের কাছে বিকারকেই চেয়ে থাকি আর কিছুই চাইনা। বাবা বোঝান এখন বাচ্চারা তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে। আমি আত্মা, পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, সেইজন্যই দেহী-অভিমानी হও। দেবতারা আত্ম-অভিমानी হয়। আমি বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। আমিই রক্ষা করব। তোমরা আমাকে স্মরণ না করলে কিভাবে রক্ষা করব। বাবা কতভাবে বোঝান, এ'সব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। ওসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বাবা তোমাদের সঙ্গতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ান। আমি এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাই। এটা আমার শরীর নয়। এ তো এনার (ব্রহ্মা) পুরানো জুতা, আমি লোন নিয়েছি। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি, তারপর পবিত্র করে তুলি। কত সুন্দর রীতিতে বাবা বুঝিয়ে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করেই রাজস্ব নিতে হবে। আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তাকে যোগ অগ্নির দ্বারাই বের করতে হবে।

২) আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যত স্মরণে থাকবে ততই বাবা রক্ষা করতে থাকবেন।

বরদানঃ:- আমার-আমার-কে তোমার - এ পরিবর্তন করে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে প্রাপ্তকারী নষ্টমোহ ভব যেখানে আমিই সেখানেই দোলাচল আসে। আমার রচনা, আমার দোকান, আমার পয়সা, আমার ঘর...এই আমার ভাবকে যদি এতটুকু হলেও কাছাকাছি রাখো, তবে লক্ষ্যকে কাছে পাবে না। শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার জন্য আমার-কে তোমার-এ পরিবর্তন করো। সীমিত কিছুই আমার নয়, অসীমিত আমার। তিনি হলেন আমার বাবা। বাবার স্মৃতি আর ড্রামার জ্ঞানের দ্বারা নাথিং নিউ-এর অচল স্থিতি থাকবে আর নষ্টমোহ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- প্রকৃত সেবাধারী হয়ে নিঃস্বার্থ সেবা করতে থাকলে সেবার ফল স্বতঃতই প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের পবিত্র থাকার ব্রত ধারণ করতে হবে, বাকি নির্জলা থাকার, অনশন ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই, তোমরা পবিত্র হও, তাহলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এইসময় দুনিয়াতে সবথেকে ভালো কে আর কীভাবে ?

*উত্তরঃ - এই দুনিয়াতে এই সময় সবথেকে ভালো হলো গরীব, কেননা বাবা এসে গরীবদের সাথেই মিলিত হন । তিনি গরীবদেরই বিত্তবান করেন ।

*গীতঃ- আজকের মানুষের এ কী হয়ে গেছে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । ওই দৈবী প্রেম যাকে ঈশ্বরীয় প্রেম বলা হয় । ঈশ্বর এখন এই প্রেম শেখান, কীভাবে একে অপরকে ভালোবাসা উচিত । ভারত যখন সত্যথও ছিলো, তখন এখানে কতো প্রকৃত প্রেম ছিলো । সত্যথও কে বানিয়েছিলো ? সৎগুরু, সৎ বাবা, সৎ টিচার । এখন তোমরা কার সামনে বসে আছো ? সত্য বাবা অর্থাৎ যিনি প্রকৃত সুখ প্রদান করেন, প্রকৃত প্রেম শেখান । যিনি প্রকৃত জ্ঞান দান করেন, তাঁর সম্মুখে আমি বসে আছি । মিথ্যা থও তো সবই মিথ্যা । এমন গায়নও আছে যে -- সৎ সঙ্গ করো । সত্য তো একজনই । অসত্য অনেক । যে বাবা ভারতকে স্বর্গ বানান, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তোমরা সেই অসীম জগতের বাবার সম্মুখে বসে আছো । যিনি আমাদের আবার অসীম জগতের বাদশাহী প্রদান করতে এসেছেন । সত্য বাবা একজনই, যাঁর সঙ্গ করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হও । ভক্তিতে প্রথম - প্রথম এক শিব বাবারই প্রকৃত ভক্তি হয় । তাঁর প্রতি ভক্তিই প্রকৃত অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয় । বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের সমস্ত সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শোনান । প্রথম - প্রথম এক শিব বাবার ভক্তিই ছিলো, যাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হতো, এরপর এখন তিনি তোমাদের প্রকৃত জ্ঞানও শোনান । তিনি তোমাদের মিথ্যা ভক্তি থেকে মুক্ত করেন । তোমরা এখন সত্য বাবার থেকে জ্ঞান শ্রবণ করছো । তোমরা জানো যে, এই সৎ সঙ্গ আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে । প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারাই তরী পার হয়ে যায় আর যে মিথ্যা জ্ঞান শোনায়, তাতে তরী ডুবে যায় । একে অজ্ঞান বলা হয় । প্রকৃত জ্ঞান কেবলমাত্র বাবাই শোনান । বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ চক্রের হিস্তি - জিওগ্রাফিকে বুঝতে পেরে গেছো । তাই ইনি হলেন প্রকৃত বাবা, প্রকৃত টিচার । সত্যযুগেও সত্য বাবাই বলা হবে কেননা ওখানে কোনো মিথ্যাই থাকে না । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা যাবে না । মিথ্যা তো তখনই শুরু হয় যখন মিথ্যা তৈরী করে এমন পাঁচ বিকার আসে ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা অসীম জগতের নিরাকার বাবার সম্মুখে বসে আছি । এই বাবাও বলেন যে, আমি ওই বাবার সম্মুখে বসে আছি । আমি তাঁকেই স্মরণ করি । প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করি । আমি তো বাবার বাচ্চা, তাই না । তোমাদের তো এই সাকারকে ছেড়ে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । আমাদের জন্য তো একজনই বাবা । তোমাদের জন্য সামান্য সমস্যা হয়, কিন্তু আমার জন্য কেন সমস্যা হবে ? তোমাদের নজর এই ব্রহ্মার উপর যায় কিন্তু আমার নজর কার প্রতি যাবে ? আমার তো সরাসরি শিব বাবার সঙ্গেই কানেকশন হয়ে গেছে । তোমাদের শিব বাবাকে স্মরণ করতে হয় । এই সাকারকে অতিক্রম করতে হয় যাতে একে স্মরণে না আসে, আমার জন্য তো একমাত্র শিব বাবাই । তোমাদের সামনে দুইজন বসে আছে । আমার সামনে তো একজনই । আমি তাঁর বাচ্চা । তবুও আমি নিরন্তর স্মরণ করতে পারি না কেননা বাবা বলেন - তুমি হলে কর্মযোগী । তোমার বুদ্ধিতে সমস্ত চক্র ঘুরতে থাকে । সত্যযুগ - ত্রেতাতে এতো জন্ম অতিক্রম করেছে তারপর এতো জন্ম নিতে - নিতে ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছে । হিসাব তো আছে, তাই না । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে, এরপর সামনে নতুন চক্র আবর্তিত হবে । হিস্তি - জিওগ্রাফি আবারও রিপিট হয় । সত্যযুগে কারা ছিলো, তারা কোথায় রাজত্ব করতো । এও তোমরাই জানো যে, সম্পূর্ণ বিশ্বে দেবতারাই রাজত্ব করতো । এখন তো সবাই বলবে, তুমি আমার জয়গায় এসো না, আমার জল নিও না । বাবা তো হলেন অসীম জগতের মালিক । বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এই ব্রহ্মা বাবা তা বলেন না । এনার দ্বারা নিরাকার বাবা তোমাদের মতো আমাদের বলেন, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা কখনোই রোগী বা অসুস্থ হবে না । এখানে তো বাবা বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে বড় করে, তারপর যদি হঠাৎ তাদের মৃত্যু (শরীর ত্যাগ) হয়, তখন সবাই কতো দুঃখী হয়ে যায় । তারপর তো শরীর নির্বাহের কারণে নিজেকেই কাজ করতে হবে । এ তো হলোই দুঃখধাম । বাবা তো তোমাদের কোনো কষ্ট দেন না । তিনি কেবল বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । বাচ্চারা জানে যে, বাবার থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাবো,

তবুও অবশ্যই তারা কাজকারবার শেখে । উত্তরাধিকারের জন্য তো আর চুপ করে বসে যাবে না । বাকি যারা রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তারা সম্পত্তির জন্য বসে থাকে । অনেক দান - পুণ্য করলে রাজ পরিবারে জন্ম হয় । তাদের রাজত্বই সামলাতে হয় । ওই রাজারা তো পতিত । তোমাদের এখন পাবন রাজ পরিবারে জন্ম নিতে হবে । তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের ঘরে বা সূর্যবংশী রাজ পরিবারে জন্ম নিতে হবে, ওখানে কোনো প্রকারের দুঃখ থাকে না । ওখানে সকলেই দুঃখ থেকে মুক্ত থাকে । বাবা এসে তোমাদের ধৈর্যতা দান করেন । এখন এই হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম । তোমাদের তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে এই অবস্থা হয়ে এসেছে । বাচ্চারা এই দুঃখধামে নেমেই এসেছে, এখানে সুখধাম কোথা থেকে আসবে ? এখানে তো অনেক দুঃখ, সুখ অল্পকালের । যদিও অনেক ধনবান মানুষ আছে, কিন্তু তাদের জীবনেও দুঃখই দুঃখ । এইসময় যারা গরীব, তারাই ভালো আছে । বাবা গরীবদের বিত্তবান বানাতেই এসেছেন । দানও গরীবদেরই করতে হয় । সবাই তো সাধারণ, তাই না । বাকি যারা লাখপতি, যাদের কাছে কোটি টাকা আছে, তাদের যতোই বোঝাও না কেন, তবুও তাদের ধনের অহংকার থাকে । বাবা বলেন, এদের কি জ্ঞান ধন দান করবে । আমি তো হল্যামই গরীবের ভগবান । তোমাদের মতো এমন কন্যারা আর মাতারাই জ্ঞান ধারণ করে । কন্যার কতো মান, সবাই তাদের পূজা করে, তারপর বিবাহ করলে তারাই পূজারী হয়ে যায় । আমরা অর্ধেক কল্প পূজ্য আর অর্ধেক কল্প পূজারী হয়েছি । কন্যা তো এই জন্মেই পূজারী হয়ে যায় । তারা কতো পবিত্র থাকে, তারপর বিবাহ করলেই পূজারী - পতিত হয়ে যায় । তারা পতিকে পরমেশ্বর মনে করে মাথা ঠুকতে থাকে । পতির সামনে দাসী হয়ে থাকে । তাই বাবা এসে তাদের এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন । বাচ্চারাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমরা বোঝাতে পারো, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, শিব বাবার পৌত্র । তাঁর সম্পদের উপর আমাদের অধিকার আছে । তাঁর সম্পদ হলো অসীম জগতের । ওই সম্পদ আমাদের বিশ্বের মালিক বানায় । তাঁর নির্দেশ হলো - বাচ্চারা, তোমরা মামেকম্ (কেবলমাত্র আমাকে) স্মরণ করো তাহলে আমি সত্য বলছি, তোমরা নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে যাবে । এতে কোনো ব্রত, মানত করতে হবে না, উপোস করেও থাকতে হবে না । আগে তোমরা অনেক ব্রত - মানত করতে । সাত দিন ভোজন করতে না । তোমরা মনে করতে এই ব্রত - মানত করলে আমরা কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবো । বাস্তবে প্রকৃত ব্রত হলো পবিত্র থাকার । ওরা তো হঠ করে না খেয়ে উপোস করে থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের কোনো রকম অনশন ইত্যাদি করতে হবে না । হ্যাঁ, তোমাদের পবিত্র হওয়ারই হরতাল করতে হবে । আমরা সবাইকে পবিত্র করবো । তোমাদের কাজই হলো এই । বাকি নির্জলা থাকা, ভোজন না করা, এতে কিছুই হয় না । তোমরা কেবল পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করো । মাতাদের পতির মৃত্যু হলে খুবই দুঃখ হয় । তাদের গিয়ে বোঝাতে হবে যে, এখন তোমাদের পতিরও পতি এসে গেছে । তিনি বলেন, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । ইনি তো পতিদেরও পতি, বাবারও বাবা । পতির মৃত্যু হলে স্ত্রীকে এই জ্ঞান বুঝিয়ে শিব বাবার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা উচিত । তাদের বোঝানো উচিত, তোমরা কেন কাল্লাকাটি করছো, সত্যযুগে কেউই কাল্লাকাটি করে না । এখানে দেখো, সবাই কাল্লাকাটি করতে থাকে । ভারতে সত্যিকারের দেবতাদের রাজ্য ছিলো । আজ তো একে অপরকে মারতে - কাটতে থাকে । এ তো আসুরী রাজ্য, তাই না । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর । এতে সম্পূর্ণ সেট আছে । ত্রিমূর্তি, লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাধা - কৃষ্ণও আছে, এই চিত্রও যদি কেউ দেখে, তাহলে স্মরণে থাকবে যে, শিব বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা এমন তৈরী করছেন । ঘরেও ছোটো - ছোটো বোর্ড বানিয়ে তাতে লিখে দাও । অসীম জগতের বাবাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত করতে পারো । ধীরে ধীরে অনেক মানুষ এই বোর্ড দেখে তোমাদের কাছে আসবে ।

তোমরা হলে রুহানী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক - অবিনাশী সার্জন । তোমরা আধ্যাত্মিক সেবার এই কোর্স পাস করছো, এমন বোর্ড লাগাতে হবে । ব'লো, এই বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত করবে । বাবা খুব সুন্দর প্রশ্ন লিখেছেন । বাবার কতো রুহানী বাচ্চা আছে ? বাবার তো সন্তান - সন্ততি আছে, তাই না । এতে ভাই - বোন দুইই এসে যায় । বাবার কাছে এলে তখন বোঝাই যে, কতো বি.কে আছে । কতো বাচ্চার বাবা । বাচ্চারা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমরা বোঝাতে পারো, আমরা হল্যাম ভাই - বোন, আমাদের বিকারের দৃষ্টি আসতে পারে না । বাবা বলেন - দেহ সহিত দেহের মিথ্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পাবন হয়ে যাবে । তোমরা এমন লক্ষের কথা তো বলেই এসেছো - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । বৃদ্ধারাও যদি এই দুই অক্ষর স্মরণ করে, তাহলে তাদেরও অনেক কল্যাণ হতে পারে । আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি । এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি, এরপর দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো । ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই হতে হবে, আর পূর্ব কল্পের মতো হবেও অবশ্যই । অনেক অনেক ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । এখন বিলেতের দিকে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা আছে, তারাও বেরিয়ে আসবে । তারাও তো স্মরণ করতে থাকে । বাবা বলেন - নিজের কুটুম্ব - পরিবারের মধ্যে থেকেও নিজেকে আত্মা জ্ঞান করো । নিজেকে শিব বাবার পৌত্র মনে করো । আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তৈরী হবো । কলিযুগে মনুষ্য থাকে, সত্যযুগে থাকে দেবতারা । কলিযুগে সব আসুরী মনুষ্য আছে ।

তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায়ের তৈরী হচ্ছে। একথা বাবাই বলেন, অন্য কেউই বলতে পারে না। এই বর্ণকে তো কেউ জানেই না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান বোঝাতে পারো। যতক্ষণ তোমরা কোনো বি.কের কাছ থেকে এই জ্ঞান গ্রহণ না করছো, ততক্ষণ তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমরাই এই জ্ঞান দান করতে পারো, এতে হৃদয়ের স্বচ্ছতার প্রয়োজন, হৃদয় স্বচ্ছ তো উদ্দেশ্য সফল। কারোর - কারোর হৃদয় স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ হৃদয়ে স্বচ্ছ বাবার সেবায় লেগে যাওয়া উচিত। তোমাদের নেশা থাকা প্রয়োজন। আমাদের কাজ হলো বোঝানো। তোমরা এই জানো যে ১০৮ জনের কাছে মাথা ঠুকে বোঝালে কোনো একজনের বুদ্ধিতে বসবে। একজন - দুইজন বেরিয়ে আসবে, যারা পূর্ব কল্পেও বেরিয়ে এসেছিলো। যারা বি.কে হয়েছিলো, তারাই আসবে। তোমাদের ক্লান্ত হলে চলবে না। তোমরা পরিশ্রম করতে থাকো। কেউ না কেউ বেরিয়েই আসবে। যেখানেই যাও, আত্মীয় পরিজনদের কাছে যাও কিম্বা বিবাহ বা অন্য অনুষ্ঠানেও যাও - প্রত্যেককেই কর্ম অনুসারে রায় দেওয়া হয়। এখানে মুখ্য হলো পবিত্র থাকার কথা। কোথাও আবার বাইরে খেতেও হয়। আচ্ছা বাচ্চারা, তোমরা যদি শিব বাবার স্মরণে থাকো, তাহলে মায়ার প্রভাব পড়বে না। বাবা সবাইকে নিয়মের ছাড় দেন না। যাদের অসুবিধার পরিস্থিতি তাদের জন্য বলা হয়। না হলে তো চাকরী চলে যাবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা - আলাদা রায় দেওয়া হয়। এই দুনিয়া খুবই খারাপ। এখানে অনেকের সঙ্গেই থাকতে হয়। একটি কাহিনীও আছে। গুরু তার শিষ্যকে বলেছিলেন - সিংহের গুহায় থাকো, বেশ্যালয়ে থাকো - তিনি পরীক্ষা নিতে পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবে এগুলো কোনো পরীক্ষা নয়। বাচ্চারা, পরীক্ষা হলো তোমাদের জন্য। তোমাদের তো সিংহের কাছে পাঠাবো না। বাবা তো বলেন, যে কেউই হোক না কেন, তাদের বাবার পরিচয় প্রদান করে। দিনে দিনে তাদের বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে। বৃষ্ণ তো বড় হয়, তাই না। তখন তো বিনাশ শুরু হবে, এর পূর্বে তো আর বিনাশ হতে পারবে না। এখানে তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা তো বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই নলেজকে ধারণ করার জন্য হৃদয়কে খুবই স্বচ্ছ রাখতে হবে। স্বচ্ছ হৃদয়ে বাবার সেবায় লাগতে হবে। সেবাতে কখনোই ক্লান্ত হয়ো না।

২) তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। দেহ সহ দেহের সব মিথ্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করে একের সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে। গরীবকে জ্ঞান ধনের দান করতে হবে।

বরদানঃ:- ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতার স্মৃতির দ্বারা সদা খুশীতে থেকে আর খুশী বিলিয়ে সহজ যোগী ভব সম্ভব যুগ হলো খুশীর যুগ, আনন্দের যুগ, তাই সদা খুশীতে থাকো আর খুশী বিতরণ করতে থাকো। ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতা যেন সদা স্মরণে থাকে। বাবাকে পেয়ে আমরা সবকিছুই পেয়ে গেছি - এই স্মৃতিই তোমাদের সহজ যোগী করে দেবে। দুনিয়ার মানুষ বলে থাকে - কষ্ট বিনা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয় আর বাবা বলেন, ঘরে বসে তোমরা বাবাকে পেয়ে গেছো, যা চিন্তাই করোনি, তাই পেয়ে গেছো। খুশীর সাগরকে প্রাপ্ত করেছো - এই খুশীতেই থাকো, এও হলো সহজ যোগ।

স্নোগানঃ:- শুদ্ধি আর বিধিপূর্বক প্রতিটি কার্য যে করে, সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের অসীম জগতের সমাচার শুনিয়ে থাকেন, তোমরা এখন স্বদর্শন-চক্রধারী হয়েছো, তোমাদের ৮৪ জন্মের স্মৃতিতে থাকতে হবে আর সকলকে এই স্মৃতি মনে করাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - শিববাবার প্রথম সন্তান ব্রহ্মাকে বলা হবে, বিষ্ণুকে নয়, কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন। যদি বিষ্ণুকে সন্তান বলা হয় তবে ওঁনার দ্বারাও সম্প্রদায়ের জন্ম হওয়া উচিত। কিন্তু ওঁনার দ্বারা কোনো সম্প্রদায় রচিত হয় না। বিষ্ণুকে কেউ মাঙ্গা, বাবাও বলবে না। তাঁরা যখন লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে মহারাজা-মহারানী হন তখন ওঁনাদের সন্তানরাই তাদের মাঙ্গা-বাবা বলে। ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচিত হয়।

*গীতঃ- তুমিই হলে মাতা পিতা.....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, কোনো গুরু-গোঁসাই এমনভাবে বলতে পারে না যে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাবা বসে বাচ্চাদের কি বোঝাবেন ? কোন্ বাবা ? এ তো কেবল তোমরাই জানো, আর কোনো সংসঙ্গে এমনভাবে বলতে পারে না। যদিও বাবা সাঁই, মেহের বাবা বলে, কিন্তু ওরা তো যা বলে তার কিছুই বোঝে না। তোমরা জানো, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের সমাচার শোনান। এক হয় জাগতিক সমাচার, আরেক হয় অসীমের সমাচার। এই দুনিয়ায় কেউ জানেই না। বাবা বলেন - তোমাদের অসীম জগতের সমাচার শুনিয়ে থাকি তবেই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে চলে আসে। তোমরা জানো যে বাবা বরাবর নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেও যথার্থভাবে বুঝিয়েছেন। তা বুঝে নিয়ে আমরা অন্যান্যদেরকেও বুঝিয়ে থাকি। বীজকে পরমপিতা পরমাঙ্গা বা বাবা বলা হয়, আমরা আঙ্গারা হলাম ওঁনার সন্তান। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা আঙ্গারা হলাম পরমাঙ্গার সন্তান। পরমপিতা পরমাঙ্গা পরমধামে থাকেন। উনি মূলবতনের (পরমধাম) সমাচার বুঝিয়েছেন। কীভাবে সমগ্র এই মালা তৈরী হয়। সর্বপ্রথমে বাবা বুঝিয়ে থাকেন যে আমি হলাম তোমাদের বাবা আর আমি পরমধামে বাস করি। আমাকেই নলেজফুল, রিসফুল বলা হয়ে থাকে। আমি এসে তোমাদের অর্থাৎ আঙ্গাদের পবিত্রতা, সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করি। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসব ঘুরতে থাকে। আমরা আসলে কোথাকার বাসিন্দা। আমাদের অর্থাৎ সকল আঙ্গাদের (নিজেদের) ভূমিকা পালন করতে হবে। পার্টের রহস্য কেউই বুঝতে পারে না, কেবল বলতে থাকে। পুনর্জন্ম নেবে, আঙ্গা এত জন্ম নেয়। কেউ ৮৪ লক্ষ জন্ম বলে। কাউকে বোঝাও তাহলে বুঝে যাবে যে ৮৪ জন্মই সঠিক। ৮৪ জন্ম কিভাবে নেয় - তা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বরাবর আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর সতো, রজো, তমো-তে এসেছি। এখন সঙ্গমে পুনরায় আমরা সতোপ্রধান হচ্ছি। বাচ্চারা, এ অবশ্যই তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে তবেই তো তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়ে থাকে। এ কথা তো অতি সহজ যা বৃদ্ধাও বোঝাতে পারে যে বরাবর আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি, আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা নেয়না। এও বোঝাতে হয় - এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যাই। সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা। এ এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। এরকমভাবেই আমরা পুনর্জন্ম নিয়ে থাকি। পুনর্জন্মকে তো অবশ্যই মানতে হবে। এখন তোমাদের নিজেদের ৮৪ জন্মের ভূমিকার স্মৃতি এসেছে। বৃদ্ধাদের জন্য এই শিক্ষাও অতি সহজ। তোমাদের কোনো বই-পত্র ইত্যাদি পড়ার প্রয়োজনই থাকে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়ে থাকো। তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ৬৩ জন্ম দ্বাপর-কলিযুগে নিয়েছো আর এই এক জন্ম হলো সবচেয়ে উঁচু। তাহলে সহজেই বোঝ, তাই না! কুরুক্ষেত্রের বৃদ্ধ মাতারাও বোঝ, তাই না! কুরুক্ষেত্রের নাম তো প্রসিদ্ধ। বাস্তবে এ হলো সবই কর্মক্ষেত্র। ওই কুরুক্ষেত্র তো একটি গ্রাম, এসমস্ত হলো কর্ম করার ক্ষেত্র, এখানে এখন লড়াই ইত্যাদি শুরু হয় নি। তোমরা এই সমগ্র কুরুক্ষেত্রকে জানো। বসতে তো এক জায়গাতেই হয়। বাবা বলে থাকেন - সমগ্র এই কর্মক্ষেত্রেই রাবণের রাজ্য রয়েছে। রাবণকে দাহ করেও এখানে, রাবণের জন্মও হয় এখানে। এখানেই শিববাবার জন্ম হয়। এখানেই দেবী-দেবতারা ছিলেন। তারপর তারাই সর্বপ্রথমে বামমার্গে যায়। বাবাও ভারতেই আসেন। ভারতের মহিমা অপার। বাবাও ভারতেই বসে বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, রাজত্ব করতে। তারমধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী লক্ষ্মী-নারায়ণ, বিশ্বের উপর রাজত্ব করতেন। তাদের ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। ওঁনাদের বিশ্ব মহারাজন, বিশ্ব মহারানী বলা হতো। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম তো নেই। সেইজন্য যারাই রাজা হবে তাঁদের বিশ্ব মহারাজনই বলা হবে, তারপর ইনি অমুকে গ্রামের(রাজ্যের), ইনি অমুক গ্রামের..... বলা হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে

আমরাই বিশ্ব-রাজ্য প্রাপ্ত করে থাকি। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা যমুনার তীরে রাজত্ব করে থাকো। সেইজন্য বুদ্ধির দ্বারা এটা স্মরণে রাখতে হবে যে ৪ যুগ এবং ৪ বর্গ রয়েছে। পঞ্চম হলো এই লীপ(সঙ্গম) যুগ, যাকে কেউ জানে না। মুখ্য হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম। ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা কখন এসেছেন? অবশ্যই বাবা যখন সৃষ্টি রচনা করবেন তখন প্রথমে ব্রাহ্মণ চাই। এ হলো ডাইরেক্ট ব্রহ্মার মুখ-বংশীয়। ব্রহ্মা হলো শিববাবার প্রথম সন্তান। বিষ্ণুকেও কি সন্তান বলা হবে? না। যদি সন্তান হয় তাহলে তাঁর থেকেও সম্প্রদায় রচিত হবে। কিন্তু ওঁনার (বিষ্ণু) থেকে তো সম্প্রদায় রচিত হয় না। না ওঁনাকে মাঙ্গা-বাবা বলা হবে। সে তো মহারাজা-মহারানীর নিজেদেরই একটি সন্তান হয়ে থাকে। এ হলো কর্মভূমি। পরমপিতা পরমাত্মাকেও এসে কর্ম করতে হয়, নাহলে এসে কি করে, যে এত মহিমা করা হয়ে থাকে।

তোমরা দেখো যে শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে। যদিও শিব-পুরাণ লেখা রয়েছে কিন্তু তাতে কোনো কথা বোঝা যায় না। মুখ্য হলোই গীতা। তোমরা ভালভাবে বুঝে গেছো যে শিববাবা কিভাবে আসেন। ব্রহ্মাকেও অবশ্যই চাই। এখন ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবে? সূক্ষ্মলোকে তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মা রয়েছে। এই কথাতেই লোকেরা আটকে পড়ে। ব্রহ্মার কর্তব্য কি? সূক্ষ্মলোকে থেকে কি করে থাকে? বাবা বোঝান, যখন ইনি ব্যক্তরূপে থাকেন তখন এঁনার মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করে থাকি। তারপর ইনিই জ্ঞান গ্রহণ করতে করতে ফুরিস্তা হয়ে যান। ওইটি হলো সম্পূর্ণ রূপ। তেমনই মাঙ্গারও, তোমাদেরও এমনই সম্পূর্ণ রূপ হয়ে যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধ মাতারা কেবল এতটুকুই ধারণা করুক যে আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকি, এও বোঝানো হয়ে থাকে যে বাবা কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারি। মুখে কিছু বলতে হবে না। এই ড্রামাও তৈরি করাই রয়েছে। ড্রামানুসারে সকলকেই আপন-আপন সময়ানুসারে আসতে হবে। সেইজন্যই বাবা বসে বোঝান যে সৃষ্টির আদিতে সর্বপ্রথমে কে ছিলেন তারপর শেষে কে ছিলেন। শেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া এমন নয় যে প্রলয় হয়ে যায় আর শ্রীকৃষ্ণ (বালকৃষ্ণ) আগুল চুষতে চুষতে আসে। বাবা ব্রহ্মার মাধ্যমে নতুন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। পরমপিতা পরমাত্মা এই দৈবী সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেন, সে তো তোমরা জানো। ওরা তো কৃষ্ণকে ভেবে বসে আছে। তোমরা জানো বাবাই হলেন পতিত-পাবন। শেষেই আসবেন পবিত্র করে দিতে। যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল, তারাই আসবে। এসে ব্রহ্মার মুখবংশীয় হবে আর পুরুষার্থ করে শিববাবার থেকে নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। রচয়িতা, নলেজফুল তো হলেন তিনিই, তাই না! উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হতে পারে। দাদাও ওঁনার থেকেই পান। ওঁনার মহিমাই গাওয়া হয়ে থাকে। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা.... অবশ্যই প্রকৃত সুখদাতা হলেন তিনিই। এও তোমরাই জানো। দুনিয়া জানে না। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই দুঃখ শুরু হয়। রাবণ অবুঝ বানিয়ে দেয়। বালকদের মধ্যে যতক্ষণ না পর্যন্ত বিকার প্রবেশ করছে ততক্ষণ তাদের মহাত্মা সমান বলা হয়ে থাকে। যখন সাবালক হয় তখন লৌকিক আত্মীয়রা তাদের দুঃখের রাস্তা বলে দেয়। প্রথম রাস্তা বলে, তোমায় বিয়ে করতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং রাম-সীতা কি বিয়ে করে নি? কিন্তু তাদের জানাই নেই যে ওঁনাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এ হলো অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ। ওঁনারা তো পবিত্র স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরা হলাম পতিত নরকের মালিক। এই খেয়াল বুদ্ধিতে আসে না। তোমরা ভারতের মহিমা শোনাও -- এটা কি ভুলে গেছো যে ভারত স্বর্গ ছিল, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, পবিত্র ছিল। তবেই তো অপবিত্ররা তাদের সামনে গিয়ে মাথা ঠেকায় (প্রণাম করে)। পতিত-পাবন বাবা-ই পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। বরাবর ভারত পবিত্র ছিল। এখন তো মুখে বলে, আমরা অপবিত্র। কোনো যুদ্ধাদি হলে যশস্ত রচনা করে শান্তির জন্য। মন্ত্রও এর জন্যই জপ করে। কিন্তু শান্তির অর্থ বোঝে না। হলো অতি সহজ। গডফাদার বলে তাহলে অবশ্যই বাচ্চাই হলো, তাই না! উনি আমাদের সকলের বাবা তাহলে (আমরা) ব্রাদার্স হয়ে গেলাম, তাই না! বরাবর অবশ্যই আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশীয় সন্তান। সত্যযুগে তো মুখবংশীয় হয় না। কেবলমাত্র সঙ্গমেই মুখবংশীয় হওয়ার জন্য ভাই-বোন বলে থাকো। বাবা বলেন - প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করে থাকি, যাঁর নাম পরে ব্রহ্মা রাখি। যিনি আবার জ্ঞানকে ধারণ করে অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রহ্মা হয়ে যান। হলেন তিনিই, অন্য কথা নেই। ব্রাহ্মণ তারপর তারাই দেবতা হন, পরিক্রমা করে শেষে এসে শূদ্র হয়ে যায় তারপর ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে থাকেন। বৃদ্ধাদের উপরেও ব্রাহ্মণীদের পরিশ্রম করতে হবে। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এ তো বুঝতে পারে, তাই না! বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। এই যোগ অগ্নির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি সমস্ত আত্মাদেরকে বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। শিববাবা বলেন - ভাগ্যশালী তারা-রা! হে শালগ্রামেরা! তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ঢেলে দিই। আত্মা শোনে, পরমাত্মা বাবা শোনান ব্রহ্মার মুখ মাধ্যমে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, তবে তো অবশ্যই মানুষই হবে আর বৃদ্ধও হবে। ব্রহ্মাকে সর্বদাই বৃদ্ধ দেখানো হয়। কৃষ্ণকে ছোট মনে করে, ব্রহ্মাকে কখনো ছোট বাচ্চা বলবে না। ওঁনার ছোট রূপ রচনা করা হয় না। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের ছোটরূপ দেখানো হয় না, তেমনই ব্রহ্মারও দেখানো হয় না। বাবা স্বয়ং বলেন - আমি বৃদ্ধের শরীরে আসি। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও এই মন্ত্র শোনাতে থাকতে হবে। শিববাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। শিবকে, ব্রহ্মাকে বাবা বলা হয়, শঙ্করকে কখনো বাবা বলা হয় না। ওরা তো

শিব-শঙ্করকে মিলিয়ে ফেলে। এও তো বুদ্ধিতে বসাতে হবে। আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা এখন এসেছেন। তাই এমন-এমন সহজ কথা বুদ্ধাদের বোঝানো উচিত।

বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে পূর্বে তোমাদের কি বানিয়েছিলাম। তখন এতটুকু তো বলো যে স্বদর্শন-চক্রধারী হয়েছিলাম। বাবা আর চক্রকে স্মরণ করতে করতে তোমরা রুহানী বিদেশে (পরমধাম) চলে যাবে। ওই ফরেন তো হলো দূরের দেশ, তাই না! আমরা অর্থাৎ আত্মারা সকলেই হলাম দূরদেশের অধিবাসী। আমাদের ঘর দেখো কোথায়! সূর্য, চাঁদেরও ওপারে। যেখানে কোনো দুঃখ নেই। এখন তোমাদের আত্মাদের ঘরকে মনে পড়েছে। আমরা সেখানে অশরীরী থাকতাম, শরীর ছিল না। এই খুশি থাকা উচিত। আমরা এখন নিজেদের ঘরে ফিরছি। বাবার ঘর তথা আমাদের ঘর। বাবা বলেন - আমায় স্মরণ করো আর মুক্তিধামকে স্মরণ করো। বিজ্ঞান নিয়ে যারা অহংকার করে তারা তো পরমাত্মাকে একদমই জানে না। বাবার দয়া হয় যে ওদের কানেও যেন কিছু পড়ে তবেই শিববাবাকে স্মরণ করবে। দেহ-অভিমান ভেঙে যাবে, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার এ হলো সত্য কথা। প্রকৃত পিতাকে স্মরণ করো তবেই সত্য ভূখন্ডের মালিক হয়ে যাবে। প্রকৃত পিতাই স্বর্গ স্থাপন করে থাকেন। তিনি বলেন - আর সমস্ত সঙ্গ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। ৮ ঘন্টা সরকারী চাকুরী করো, এর থেকেও এ হলো অনেক উচ্চদের উপার্জন। যেখানেই যাও, বুদ্ধির দ্বারা এসব স্মরণে রাখতে হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। কত সহজভাবে বোঝান। বুদ্ধাদের দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হই কারণ এরাও আমাদেরই হমজিম। আমি মালিক হবো, আর হমজিম হবে না তাহলে সেও তো ঠিক নয়। বাবা হলেন অবিনাশী জ্ঞান সার্জন। সঙ্গুরু জ্ঞান ইঞ্জেকশন দিয়েছেন অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশের জন্য। তোমাদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে গেছে। বুদ্ধিতে জ্ঞান এসে গেছে। সবকিছু জেনে গেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) উচ্চ (পদ) উপার্জনের জন্য বুদ্ধির যোগ আর সবকিছু থেকে ছিন্ন করে একমাত্র বাবার সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে। সত্য পিতাকে স্মরণ করে সত্য-খন্ডের মালিক হতে হবে।

২) যেমন ব্রহ্মাবাবা জ্ঞানকে ধারণ করে সম্পূর্ণ হন তেমনই বাবার সমান সম্পূর্ণ হতে হবে।

বরদানঃ- অটুট নিশ্চয়ের আধারে বিজয়ের অনুভবকারী সদা প্রফুল্লিত এবং নিশ্চিন্ত ভব
নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো -- মন্সা-বাচা-কর্মণা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক প্রতিটি বিষয়ে সহজভাবে বিজয়ী। যেখানে নিশ্চয় অটুট সেখানে বিজয়ের ভবিতব্য টলমল করতে পারে না। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন- রাই সদা প্রফুল্লিত এবং নিশ্চিন্ত থাকে। কোনো বিষয়ে এটা কি, কেন, কিভাবে বলাই হলো চিন্তার নিদর্শন। নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিন্ত আত্মার স্লোগান হলো "যা হয়েছে ভাল হয়েছে, ভাল হচ্ছে আর ভালই হবে।" তারা খারাপের মধ্যেও ভালোর অনুভব করবে। তাদের 'চিন্তা' শব্দেরও অবিদ্যা হবে।

স্লোগানঃ- সদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে হলে, বুদ্ধিরূপী কম্পিউটারে ফুলস্টপের মাত্রা লাগাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সার্জেন্স আবার প্রফেসরও, তোমাদেরকে হসপিটাল কাম্ ইউনিভার্সিটি খুলে অনেকের কল্যাণ করতে হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবাও ধর্ম স্থাপন করেন আর অন্য ধর্ম স্থাপকরাও ধর্ম স্থাপন করে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি ?

*উত্তরঃ - বাবা কেবল ধর্ম স্থাপন করে নিজ ধামে চলে যান কিন্তু অন্য ধর্ম স্থাপকেরা নিজের প্রালন্ধ তৈরি করে যায়। বাবা নিজের প্রালন্ধ তৈরি করেন না। যদি বাবাও নিজের প্রালন্ধ তৈরি করতেন তাহলে ওঁনাকে পুরুষার্থ করানোর জন্য কাউকে প্রয়োজন হত। বাবা বলেন আমি রাজস্ব করি না। আমি তো বাচ্চাদের জন্য ফাস্ট ক্লাস প্রালন্ধ তৈরী করি।

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । এই গান যেন বাচ্চাদের জন্যই বানিয়েছে। এই গানের অর্থ তো আর অন্য কেউ জানতেও পারবে না। বাচ্চারা জানে যে এখন ঘন অন্ধকার চারিদিকে ছেয়ে গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়েছে। এই সময় বলা হবে ঘন অন্ধকার। এখন তোমরা পথিক হয়েছো আলোর দিশায় যাওয়ার জন্য অথবা শান্তিধাম বাবার ঘরে যাওয়ার জন্য। সেটা হল পবিত্র পিতৃ গৃহ আর এটা হল পতিত পিতৃ গৃহ। প্রজাপিতাতে যে পিতা বসে আছেন তাকে তোমরা বাবা বলে ডাকছো। তিনি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও হলেন পিতা আবার ইনিও হলেন পিতা। তিনি হলেন নিরাকার আর ইনি হলেন সাকার। তোমাদেরকে বাচ্চা বলতে পারেন কেবলমাত্র অসীম জগতের বাবা এছাড়া অন্য কেউ বলতে পারেনা। বাবাই বলেন কেননা বাচ্চাদেরকে সাথে করে ঘরে নিয়ে যাবেন। পবিত্র বানান এবং নলেজ প্রদান করেন। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সমগ্র সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা এভারহেল্ডি তৈরি হচ্ছ। কেউ বলে যে আমার জন্য কোনও সেবা আছে তো বলা। সেবা এটাই হলো যে ৩ পা পৃথিবী দান করে তাতে আধ্যাত্মিক কলেজ আর হসপিটাল খোলো। তাহলে তার ওপর কোনও বোঝাও পড়বে না। এতে প্রার্থনা করার তো কোনো কথাই নেই। বাবা রায় দিচ্ছেন যে - যদি তোমাদের কাছে টাকা পয়সা থাকে তাহলে আধ্যাত্মিক হসপিটাল খোলো। এমনও অনেকে আছে যাদের কাছে টাকা নেই। তারাও হসপিটাল কাম্ ইউনিভার্সিটি খুলতে পারে। পরবর্তী সময়ে তোমরা দেখবে অনেক হসপিটাল খুলে যাবে। তোমাদের নাম আধ্যাত্মিক সার্জেন্স লেখা হবে। আধ্যাত্মিক সার্জেন্স আর প্রফেসর। আধ্যাত্মিক কলেজ বা হসপিটাল খুলতে কোনও খরচা হয় না। মেল অথবা ফিমেল দুজনেই আধ্যাত্মিক সার্জেন্স অথবা প্রফেসর হতে পারবে। আগে ফিমেলস্ আধ্যাত্মিক সার্জেন্স অথবা প্রফেসর হতে পারতো না। কার্য ব্যবহার পুরুষদের হাতেই ছিল। আজকাল তো মাতারাও বেরিয়ে এসেছে। তো এখন তোমরাও এই আত্মিক সেবা করতে পারো। যখন তোমরা জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবে তখন কাউকে বোঝানো খুবই সহজ হয়ে যাবে। ঘরের সামনে বোর্ড লাগিয়ে দাও। কোথাও বড় হসপিটাল আবার কোথাও ছোট হসপিটালও হয়। যদি দেখো যে বড় হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পেশেন্ট (জিজ্ঞাসু) তাহলে বলতে হবে যে চলুন আমি আপনাকে বড় হসপিটালে নিয়ে যাবো। সেখানে বড় বড় সার্জেন্স আছে। ছোট সার্জেন্স বড় সার্জেন্সের কাছে রেফার করে দেয়। নিজের ফি নিয়ে নেয় তারপরে বুঝতে পারে যে এই রোগ এইরকম, একে বড় কোনও হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, এইরকম রায় দিয়ে দেয়। তো এইরকম সেন্টার খুলে বোর্ড লাগিয়ে দাও। তো মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে তাই না। এটা তো সাধারণ বোঝার বিষয়। কলিযুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। ভগবান বাবাই হলেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনকর্তা। এইরকম বাবার থেকে আমরা কেনই না উত্তরাধিকার নেব! মন-বাণী-কর্মের দ্বারা এই ভারতকে সুখ দিতে হবে। মন-বাণী-কর্ম সেটাও হল আত্মিক। মক্ষা অর্থাৎ স্মরণ আর বাণী তো দুটোই শোনান - মন্মনা ভব আর মধ্যাজী ভব। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, দুটি বাণী হল তাই না। উত্তরাধিকার কিভাবে নিয়েছিলে, কিভাবে হারিয়েছিলে, এটাই হল চক্রের রহস্য। বৃদ্ধা মাতাদেরও শখ থাকতে হবে। বলতে হবে - আমাকে শেখাও। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বোঝাতে পারে, যেটা আর কোনও বিদ্বান-পন্ডিত প্রমুখেরা বোঝাতে পারে না। তবেই তো নাম প্রখ্যাত হবে। চিত্রগুলিও হল অনেক সহজ। কারো ভাগ্যে না থাকলে তো সে পুরুষার্থ করবে না। শুধুমাত্র এটা ভেবে বসে যেওনা যে আমি তো বাবার হয়ে গেছি। সেদিক থেকে তো সকল আত্মারাই হল বাবার। সকল আত্মাদের বাবা হলেন পরমাত্মা, এটা তো হল সেকেন্ডের কথা। কিন্তু তাঁর থেকে উত্তরাধিকার কি করে প্রাপ্ত হয়, তিনি কবে আসেন - এগুলিই বোঝাতে হবে। তিনি আসেনই সঙ্গমে। এসে বোঝান যে - সত্যযুগে তোমরা এত জন্ম নিয়েছিলে। ত্রেতাতে এত জন্ম, ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছো। এখন পুনরায় স্বর্গের

স্থাপনা হচ্ছে। সত্যযুগে আর দ্বিতীয় কোনও ধর্ম হয় না। কত সহজ কথা। অন্যদের বোঝালে অনেক খুশী হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যাবে, কেননা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় তাই না। বৃদ্ধা মাতাদের জন্য তো খুবই সহজ। এরা তো দুনিয়ার অনুভাবী। এরা যদি কাউকে বসে বোঝান তাহলে বিস্ময় উৎপন্ন করে দেখাবে। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই মুখ থেকে মাশ্মা বাবা বলতে থাকে। তোমাদের অর্গ্যাঙ্ক তো বড় বড়। তোমরা তো বুঝে নিয়ে তারপর বোঝাতে পারবে। বৃদ্ধা মাতাদের মধ্যে অনেক শখ থাকতে হবে যে আমি তো বাবার নাম প্রখ্যাত করবো আর অনেক মিষ্টিও হতে হবে। মোহ মমতা নির্মূল করে দিতে হবে। মরতে তো হবেই। অবশিষ্ট দু-চার দিন বাঁচবো, তো কেনই না আমরা একের সাথেই বুদ্ধির যোগ রাখবো! যখনই সময় পাবে, বাবার স্মরণে থেকে অন্য সকলের থেকে আসক্তি সরিয়ে নিতে হবে। বয়স যখন ৬০ বছর হয়ে যায় তখন মানুষ বাণপ্রস্থ নেয়। তারা তো খুব ভালো বোঝাতে পারবে। জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। ভালো ভালো ঘরের কন্যারা এইরকম পুরুষার্থ করে প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝালে তো কতই না মহিমান্বিত হবে। পুরুষার্থ করে শিখতে হবে, শখ রাখতে হবে।

এই জ্ঞান হল অত্যন্ত আশ্চর্যমন্ডিত। বলা, দেখা কলিযুগ এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। সকলের মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। কলিযুগের অন্তেই বাবা এসে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কৃষ্ণকে তো বাবা বলা হয় না। সে তো হল ছোটো বাচ্চা। সত্যযুগের রাজ্য সে কিভাবে পেয়েছে! নিশ্চয়ই আগের জন্মে এইরকম পুরুষার্থ করেছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে অবশ্যই ইনি পুরুষার্থের দ্বারাই এইরকম প্রালঙ্ক বানিয়েছেন। কলিযুগে পুরুষার্থ করেছেন, সত্যযুগে প্রালঙ্ক পেয়েছেন। সেখানে তো পুরুষার্থ করানোর জন্য কেউ থাকবে না। সত্যযুগ ত্রেতাতে এত যে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয় অবশ্যই উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা এসে মিলন করেন যিনিই গোল্ডেন, সিলভার এজ-এর মালিক বানান, আর অন্য কেউ এইরকম মালিক বানাতে পারে না। অবশ্যই বাবা'ই এসে মিলিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো নিজেরা এসে মিলিত হবে না। এমনও নয় যে ব্রহ্মা বা শংকর এসে মিলিত হবেন। না। ভগবান এসে মিলিত হয়েছেন। তিনি হলেন নিরাকার। ভগবান ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি এসে পুরুষার্থ করাবেন। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস প্রালঙ্ক তৈরী করে দিই। এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। স্থাপনা এখানেই করতে হয়। করিয়ে নেন তো এক বাবা। অন্যান্য ধর্ম স্থাপকেরা একে অপরের পিছনে পিছনে আসতে থাকে। সেই ধর্ম স্থাপকেরা প্রালঙ্ক বানিয়ে যায়। বাবাকে তো নিজের প্রালঙ্ক বানাতে হয় না। যদি প্রালঙ্ক তৈরী করেন তবে ওঁনাকেও পুরুষার্থ করানোর জন্য কাউকে চাই। শিববাবা বলছেন আমাকে কে পুরুষার্থ করাবে! আমার পাটাই হল এইরকম, আমি রাজত্ব করি না। এই ড্রামা হল পূর্ব নির্ধারিত।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - আমি তোমাদেরকে সকল বেদ-শাস্ত্রের সার বোঝাচ্ছি। এই সব হল ভক্তি মার্গ। এখন ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হচ্ছে। তাদের হল অবনতি কলা। এখন তোমাদের হল উন্নতি কলা। বলা হয় না যে - চড়তি কলায় সকলের ভালো হয়। সবাই মুক্তি-জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করে। পুনরায় ১৬ কলা থেকে নামতে নামতে নো কলাতে (কোনও কলা-ই নেই) আসতে হয়। গ্রহণ লেগে যায় তাই না। অল্প অল্প করে গ্রহণ লাগে। এটা তো অসীমের কথা। এখন তোমরা সম্পূর্ণ হচ্ছে। পুনরায় ত্রেতাতে ২ কলা কম হয়ে যায়। অল্প কালো হয়ে যায় এইজন্য সত্যযুগের রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। কম কেন নেবে? কিন্তু সবাই তো পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না যে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করতেও হবে আর করাতেও হবে। এই চিত্রগুলির বিষয়ে খুব ভালো সেবা করা যেতে পারে। অত্যন্ত ক্লিয়ার করে লেখা আছে। বলা, বাবা স্বর্গের রচনা রচিত করছেন তাহলে কেন আমরা নরকে পড়ে থাকবো। এই পুরানো দুনিয়া হল নরক তাই না, এখানে দুঃখই দুঃখ তাই পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। বাচ্চারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে আছে। এখানে কোনও অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নেই। কোনও কলেজে অন্ধ শ্রদ্ধার কথা হয় না। এইম্ অবজেক্ট সামনে দাঁড় করানো আছে। পার্থিব কলেজগুলিতে এই জন্মের জন্য পড়াশোনা করে, এই জন্মেই প্রালঙ্ক পায়। এখানে এই পড়াশোনার প্রালঙ্ক বিনাশের পরে নতুন জন্মে তোমরা পাবে। দেবতার কলিযুগে কিভাবে আসবে? বাচ্চাদেরকে বোঝানো বড়ই সহজ। চিত্রও খুব সুন্দর বানানো হয়েছে। কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের চিত্রও খুব ভালো। খ্রীষ্টানরাও ঝাড়কে (খ্রীষ্টমাস ট্রি) মান্যতা দেয়। তারাও খ্রীষ্টানিটিকে আনন্দের সাথে পালন করে। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা পাট রয়েছে। তোমরা এটাও জানো যে - ভক্তিও অর্ধেক কল্পের জন্য হয়। সেখানে যশ্চ তপস্যা তীর্থ ইত্যাদি সব কিছুই হয়। বাবা বলেন আমি তাদের সাথে মিলিত হই না। যখন তোমাদের ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখন ভগবান আসেন। অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হল ভক্তি। কল্প বৃক্ষের (ঝাড়ের) চিত্রে ক্লিয়ার করে লেখা আছে। শুধু চিত্র যদি থাকে, যদি তাতে কিছু লেখা নাও থাকে তবুও তোমরা তার উপরে বোঝাতে পারবে। চিত্রের প্রতি অ্যাটেনশন চাই, এতে কতো আশ্চর্যমন্ডিত জ্ঞান আছে। এইরকম খোঁড়াই হবে যে এই শরীর লোন নিয়েছে তো তাকে নিজের সম্পত্তি মনে করবে। না, মনে করবে আমি এই শরীরের ভাড়াটিয়া। এই ব্রহ্মা নিজেও বসে আছেন, তাঁকেও

(শিববাবা) বসাতে হবে। যেৱকম কোনো বাড়িতে মালিক নিজেও থাকে আবার ভাড়াটিয়াও থাকে। বাবা তো সবসময় এনাৱ মধ্যে থাকেন না, একে হসেনেৱ রথ বলা হয়। যেৱকম যিশু খ্রীষ্টেৱ আত্মা কোনো বড় শরীৱে প্ৰবেশ কৰে খ্রীষ্টান ধৰ্ম স্থাপন কৰেছে। শৈশবে সেই শরীৱ অনেৱ ছিল, সে শৈশব থেকেই অবতাৱ ছিল না। নানকেরও মধ্যে আত্মা প্ৰবেশ কৰে শিখ ধৰ্ম স্থাপন কৰে। এসব কথা তাৱা বুঝতে পাৱে না। এইসব হল অনেক বোঝাৱ মতো বিষয়। পবিত্ৰ আত্মাই এসে ধৰ্ম স্থাপন কৰে। কৃষ্ণ তো হল সত্যযুগেৱ প্ৰথম প্ৰিন্স, তাকে দ্বাপৰে কেন নিয়ে গেছে! সত্যযুগে লক্ষ্মী-নাৱায়ণেৱ রাজ্য দেখায়। এটাও তোমৱা জানো যে - রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নাৱায়ণ হন, তাৱপৰ বিশ্বেৱ মালিক হন। তাঁদেৱ রাজধানী কীভাবে স্থাপন হয়েছে? এটা কাৱো বুদ্ধিতে নেই।

তোমৱা জানো যে বাবা একই বাৱ অবতীৰ্ণ হন, পতিতদেৱকে পবিত্ৰ বানানোৱ জন্য। কৃষ্ণ জয়ন্তীতেও প্ৰমাণ কৰতে হবে যে শ্ৰীকৃষ্ণ তো জ্ঞান দেননি, যিনি ওনাৱ আত্মাকে কৃষ্ণ বানিয়েছেন, প্ৰথমে তো তাঁৱ জয়ন্তী পালন কৰতে হবে। শিব জয়ন্তীতেও মানুষ ব্ৰত ইত্যাদি কৰে। পাথৰেৱ লিঙ্গকে দুধ দিয়ে স্নান কৰায়। সাৱাৱাত জাগে। এখানে তো হলই ৱাত, এখানে যতদিন বাঁচবে পবিত্ৰতাৱ ব্ৰত পালন কৰতে হবে। ব্ৰত পালন কৰলেই পবিত্ৰ রাজধানীৱ মালিক হয়ে যাবে। শ্ৰীকৃষ্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বোঝাতে হবে যে কৃষ্ণ সুন্দৰ গৌৱ বৰ্ণেৱ ছিল, এখন শ্যাম বৰ্ণ হয়ে গেছে, সেইজন্য তাকে শ্যামসুন্দৰ বলা হয়। কত সহজ এই জ্ঞান। শ্যামসুন্দৰেৱ অৰ্থও বোঝাতে হবে। কীভাবে চক্ৰেৱ পুনৰাবৃতি হয়। বাচ্চাৱা তোমাদেৱকে সেবাৱ জন্য তৎপৰ থাকতে হবে। শিবশক্তিৱাই ভাৱতকে স্বৰ্গ বানিয়েছে, এটা কাৱোৱ জানা নেই। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত আৱ শিবশক্তিৱাও গুপ্ত। তোমৱা এইসব চিত্ৰ নিয়ে যে কাৱোৱ বাড়িতে যেতে পাৱো। বলা - তুমি সেন্টাৱে যাওনা এইজন্য আমি তোমাৱ বাড়িতে এসেছি, তোমাকে সুখধামেৱ ৱাস্তা বলে দেওয়াৱ জন্য। তাহলে সে বুঝবে যে এ আমাৱ শুভচিন্তক। এখানে কানৱস (মুখৰোচক গল্প শোনা) এৱ কোনো ব্যাপাৱ নেই। পৰবৰ্তী সময়ে মানুষ বুঝবে যে অবশ্যই আমৱা আমাদেৱ জীবন ব্যৰ্থ নষ্ট কৰেছি, লাইফ তো হল এদেৱ! আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হাৱানিধি বাচ্চাদেৱ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৱ স্মৰণেৱ স্নেহ-সুমন আৱ সুপ্ৰভাত। আত্মাদেৱ পিতা ওঁনাৱ আত্মা ৰূপী বাচ্চাদেৱকে জানাচ্ছেন নমস্কাৱ।

ধাৱণাৱ জন্যে মুখ্য সাৱ:-

১) মোহমুক্ত হয়ে এক বাবাৱ সাথেই নিজেৱ বুদ্ধিৱ যোগ ৱাখতে হবে, দেহী-অভিমানী হয়ে এই শিক্ষা ধাৱণ কৰতে হবে এবং অন্যদেৱকেও কৰাতে হবে।

২) মন-বাণী-কৰ্মেৱ দ্বাৱা ভাৱতকে সুখ দিতে হবে। মুখ থেকে প্ৰত্যেকে জ্ঞানেৱ দুটি কথা শুনিযে তাদেৱও কল্যাণ কৰতে হবে। শুভ চিন্তক হয়ে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামেৱ ৱাস্তা বলে দিতে হবে।

বৱদান:- নিশ্চিতপুৱেৱ বাদশাৱ স্থিতিতে থেকে বায়ুমন্ডলেৱ উপৰে নিজেৱ প্ৰভাৱ বিস্তাৱকাৱী মাস্টাৱ ৱচয়িতা ভব যেৱকম বাবাৱ এত বড় পৰিবাৱ হওয়া সয্বেও সৰ্বদা তিনি নিশ্চিতপুৱেৱ বাদশা ছিলেন, সবকিছু জেনে, দেখেও নিশ্চিত। এইৱকম ফলো ফাদাৱ কৰো। বায়ুমন্ডলেৱ উপৰে নিজেৱ প্ৰভাৱ বিস্তাৱ কৰো। বায়ুমন্ডলেৱ প্ৰভাৱ নিজেৱ উপৰে যেন প্ৰভাৱ বিস্তাৱ কৰতে না পাৱে। কেননা বায়ুমণ্ডল হল ৱচনা আৱ তোমৱা হলে মাস্টাৱ ৱচয়িতা। ৱচয়িতাৱ প্ৰভাৱ ৱচনাৱ উপৰে বিস্তাৱ কৰে। কোনো পৰিস্থিতি এলে তখন স্মৰণ কৰো যে আমি হলাম বিজয়ী আত্মা। এৱ দ্বাৱা সৰ্বদা নিশ্চিত থাকবে, ঘাৱড়ে যাবে না।

স্নোগান:- প্ৰসন্নতাৱ ছায়াৱ দ্বাৱা শীতলতাৱ অনুভৱ কৰো তো নিৰ্মল আৱ নিৰ্মাণ থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা সমগ্র বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছো, তোমরা জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করে সর্বদা প্রফুল্লিত থাকো"

*প্রশ্ন:- এখন বাচ্চারা তোমাদের অতীব সুন্দর ভাগ্য নির্মিত হচ্ছে - সেটি কি এবং কীভাবে ?

*উত্তর:- এখন তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করে ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। শ্রীমতের আধারে তোমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে, এটিই হল তোমাদের অতীব সুন্দর ভাগ্য। তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণকারী বাচ্চারাই চক্র বিবর্তনের পর এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো আবার দেবতা হবে। উচ্চ ভাগ্য তখনই নির্মিত হবে যখন বুদ্ধিযোগ বল আর জ্ঞান বলের দ্বারা মায়া রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি নিজের ভাগ্য নির্মাণ করতে অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে।

*গীত:- ভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । এটি হল ভগবানের পাঠশালা। এই স্থানটি হল-ই ভগবানুবাচ বাচ্চাদের জন্য। গীতের প্রথম লাইন হল ভাগ্য জাগ্রত করে এসেছি - এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় অথবা অসীম জগতের পিতার পাঠশালায়। ভগবান তো এককেই বলা হয়। ভগবান তো অনেক হন না। প্রত্যেক আত্মাদের পিতা হলেন এক। এখন এক বাবা আর অনেক বাচ্চাদের এটি হল সংগঠন বা মেলা। জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদী। জলের সাগরকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না। জ্ঞান সাগর থেকে এই জ্ঞান নদীরা নির্গত হয়, এটা হল ওঁনার মেলা। ওটা হল ভক্তি, এটা হল জ্ঞান। জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন সত্যযুগ, ত্রেতা আর ভক্তি হল রাত দ্বাপর, কলিযুগ। সত্যযুগ ত্রেতাই আছে সদগতি। সুখধামে যেতে হবে। সদগতি তো এক বাবা-ই করেন। উনি হলেন সদগতি দাতা। তোমাদের এখন সঙ্গতি হচ্ছে অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। রাজযোগ শিখে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। সতোপ্রধান হলেই তবে স্বর্গে যাবে। আবার সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে তোমরা কিভাবে আসলে - এটি হল চক্র তাই না! ভারত স্বর্গ ছিল সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখনো পর্যন্ত মন্দির ইত্যাদি বানাতে থাকে। সত্যযুগের এটা ছিল অবশ্যই। এখন তো হল কলিযুগ। সত্যযুগে যথা মহারাজা মহারানী তথা প্রজারা পবিত্র ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে মহারাজা মহারানী বলা হয়। বাল্যকালে ওনারা মহারাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ আর মহারাজকুমারী রাধা ছিলেন।

আজকের দিনটিকে বলে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। এখন জন্মাষ্টমী কেন বলা হয় ? শাস্ত্রের যা কিছু সার তা তোমাদেরকে বোঝানো হয়। চিত্রতেও দেখানো হয় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে। এমন নয় বিষ্ণু বসে ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্র বোঝায়। না, পরমপিতা পরমাত্মা শিব পরমধাম থেকে এসে ব্রহ্মার তনের আধার নিয়ে তোমাদেরকে এই রহস্য বোঝান। মনুষ্য এত পরিশ্রম করে ভক্তি করতে থাকে, প্রাপ্তি কিছুই হয় না, সেইজন্য ভগবান বলেন - যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখন আবারও আমি আসি কারণ তোমাদের তখন দুর্গতি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো তোমরা নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করো। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তারপর তোমরা নীচে নামতে থাকো। এই সবকিছুই বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে। বাচ্চারা তোমরা এখন সমগ্র বিশ্বের আদি মধ্য অন্তের আলো প্রাপ্ত করেছো আর কারোরই বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের আলো থাকে না। তোমরা জানো যে সবথেকে উপরে হলেন শিববাবা। নীচে সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, স্থূলবতনে আছে এই মনুষ্য সৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্টির মধ্যেও প্রথমে জগত অম্বা, জগত পিতার নাম গায়ন আছে। সূক্ষ্মবতনে কেবল ব্রহ্মাকেই দেখানো হয়। ওঁনাকে বলবে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ। এখানে যে ব্রহ্মা সরস্বতী আছে, ওনারা কারা ? ব্রহ্মার অনেক মহিমা আছে। ব্রহ্মার কন্যা তো হলে তোমরাই। প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই হবে। সূক্ষ্মবতনে তো হবে না। বাবাকে প্রজাপিতা দ্বারাই জ্ঞান প্রদান করতে হবে। বিষ্ণুকে বা শংকরকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না। বাবাকে তো শ্রী শ্রী বলা হয়। উনি হলেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান। উনি আবার রচনা সৃষ্টি করেন শ্রীরাধার, শ্রীকৃষ্ণের, উনারা স্বয়ংবরের পরে হন মহারাজা শ্রী নারায়ণ আর মহারানী শ্রী লক্ষ্মী। সত্যযুগে ওনাদেরই রাজত্ব ছিল। ত্রেতাতে হল রাম সীতার রাজ্য। স্বর্গ সত্যযুগকে বলা হয় তারপর দুই কলা কমে যায়। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হয়ে যায় তারপর দ্বাপর থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়।

এখন বাবা বলেন যে - বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি সদগতিতে নিয়ে যাই। ভারত পবিত্র ছিল তাহলে পতিত কে বানান ? রাবণ, সেইজন্য আমাকেই কল্প-কল্প আসতে হয়। পতিতদের এসে পবিত্র বানাতে হয়। তোমরা এখানে এসেছো ভাগ্য নির্মাণের জন্য অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য। বাবা বোঝান যে এটি বুদ্ধিতে রাখো - তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে আবার দেবতা হবে। এটি হল ডিগবাজির খেলা। প্রথমে হল টিকি, তার উপরে হলেন শিববাবা তিনি আবার এই ব্রাহ্মণদের রচনা সৃষ্টি করে, এডাপ্ট করেছেন। যেমন বাবা বাচ্চাদের পিতা ওরা হল সীমিত জগতের পিতা, উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এই সময়ে ওনার মহিমা আছে যেহেতু শিববাবা এসে অ্যাডাপ্ট করেন - ব্রহ্মা-সরস্বতী আর বাচ্চারা তোমাদেরকে। এখন আবার তোমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে আবারও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে এসেছি। কল্প-কল্প প্রাপ্ত করেছি। আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হবে তখন আবারও নীচে নামা শুরু হবে অর্থাৎ পবিত্র থেকে পতিত হয়। এখন সমগ্র সৃষ্টিই হল রাবণ রাজ্য, সকলেই হল দুঃখী, শোকবাটিকাতে আছে। সত্যযুগে তো দুঃখের কোনো বিষয়ই থাকে না।

আজ হল শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী।

বলে যে দেবকীর অষ্টম সন্তান শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন অষ্টম সংখ্যায় কৃষ্ণ জন্ম নেবে কিভাবে ? কৃষ্ণের জন্ম তো হয় সত্যযুগে, উনি হলেন বৈকুণ্ঠের ফার্স্ট প্রিন্স(প্রথম রাজকুমার), ওনাকে আবার দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তাহলে এটি হল গল্প কথা তাই না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন ঐ আত্মা অস্তিম জন্মে পঠন-পাঠন করছেন। সত্যযুগে কৃষ্ণের মা বাবার তো ৮টি বাচ্চা হয় না। এই শাস্ত্রও ড্রামা অনুসারে সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত। এখন বাবা সমস্ত শাস্ত্রের সার বোঝান। ভগবানুবাচ - তোমাদেরকেই এই জ্ঞান শোনান। এতে গান বা শ্লোক ইত্যাদির কোনো বিষয়ই নেই। এটি তো হল পঠন-পাঠন। বাকি এই শাস্ত্র ইত্যাদি সবকিছুই হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তি শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথমে শিববাবার সোমনাথের মন্দির বানায়। প্রথমে হয় শিববাবার অব্যভিচারী ভক্তি আর এটি হল শিববাবার অব্যভিচারী জ্ঞান, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হচ্ছে। ভক্তির পরে হয় বৈরাগ্য গায়নেও আছে। তোমাদের এই সমগ্র পুরাতন সৃষ্টি থেকে বৈরাগ্য এসেছে। পুরাতন সৃষ্টির অবশ্যই যখন বিনাশ হবে তখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে। এটি হল সেই মহাভারতের লড়াই, যা কল্প পূর্বে হয়েছিল। মিসাইল ইত্যাদি ন্যাচারাল ক্যালামিটিস্ যা কিছু হয়েছিল তা আবারও হবে। দেবতার কখনই পতিত দুনিয়ায় পা রাখে না। মহালক্ষ্মীর আহ্বান করতে থাকে। প্রতি বছর বছর ওনার থেকে ধনসম্পত্তি চাইতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়ই সংযুক্ত থাকেন। মহালক্ষ্মীকে চার ভূজ বিশিষ্ট দেখানো হয়। দীপমালায় ওনার পূজা করে। প্রত্যেক বর্ষে ভারতবাসীরা ভিক্ষা চাইতে থাকে। এটি হল বিষ্ণুর দুই রূপ। মনুষ্য এই কথাগুলি কেউই জানে না। এই সময় প্রজাপিতা হলেন আদি দেব আর জগত অম্মা হলেন আদি দেবী। এখন তোমাদের গ্রীমতের আধারে সকল মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। এই ব্রহ্মা হলেন সাকারী পিতা আর শিববাবা হলেন নিরাকারী পিতা। উত্তরাধিকার তোমরা ওঁনার থেকে প্রাপ্ত করো। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তোমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। কত সুন্দর ভাগ্য তোমাদের। এটাও জানো যে - আসবে এখানে তারাই যারা ৮৪ জন্মের চক্র বিবর্তিত করেছে, তারা-ই এসে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হবে।

এখন তোমরা বাচ্চারা কার জয়ন্তী পালন করো ? জ্ঞান-সহকারে তোমাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্ম জয়ন্তী পালন করতে হবে। তারা শৈশবে হল রাধা-কৃষ্ণ, তাহলে দু'জনেরই পালন করা উচিত। কেবল কৃষ্ণের কেন ? তারা তো কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। রাধা আর কৃষ্ণ দু'জনেই হল আলাদা আলাদা পরিবারের (গৃহের)। যখন তারা মিলিত হয় তখন এক সাথে পালিত হবে। মানুষ তো বোঝেই না যে কখন কৃষ্ণের জন্ম হয়। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে কৃষ্ণের জন্ম সত্যযুগের আদিতে হয়েছিল। রাধার জন্মও সত্যযুগের আদিতে। দু'জনের বয়সের ব্যবধান ২ - ৪ বছরের হবে। তোমাদের জন্য সব থেকে সর্বোত্তম হল শিব জয়ন্তী। আমার তো শুধু এক শিব বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়। তোমরা এখন দেবতা হতে চলেছো। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা হতে চলেছো। এও বোঝানো হয়েছে - রাম-সীতাকে ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশী বলা হয়। যারা পাশ করতে পারে না তারা চন্দ্রবংশী রাজবংশে (ঘরানায়) আসে। এ হল মায়ার সাথে যুদ্ধ। রাবণের উপরে বিজয়ী প্রাপ্ত করো তোমরা এই যুদ্ধের ময়দানে। বাকি এই যে পান্ডব - কৌরব যুদ্ধ এই সব কিছুই হয় না। মায়ার ওপরে তোমাদেরকে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা আত্মাদেরকে বলেন - মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর মায়ার উপরে জিতে যাবে। বুদ্ধিযোগ বল আর জ্ঞানবলের দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। ভারতের প্রাচীন যোগবল বিখ্যাত, যার দ্বারা তোমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে নাও। অনেক বিশাল থেকেও বিশাল এই ভাগ্য যে। মুখ্য বিষয় হল অসীম জগতের বাবাকে আর ২১ জন্ম সদা সুখের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে

হবে। সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবার পরিচয় বুদ্ধিতে না বসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। এখানে সাধু সন্ত ইত্যাদি নেই। না কোনো গীতা বা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়, সাধু সন্তরা যেমন শোনায়। গান্ধীজি গীতা শোনাতেন আর কেউ কেউ গাইত - পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু গীতা তো ভগবান গেয়েছেন। গীতার ভগবান যদি কৃষ্ণ হতেন তবে মানুষ রাম-সীতাকে কেন স্মরণ করত ? বাস্তবে সীতা-রা হলে তোমরা। রাম হলেন নিরাকার ভগবান। সকলে হল ভক্ত। তারা ডাকতে থাকে - হে রাম, হে ভগবান তুমি এসে আমাদের, সীতাদেরকে পবিত্র বানাও, তারপর বলে দেয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম। শোনা কথাকেই ধরে নিয়েছে। তাহলে এরপর গঙ্গাকে পতিত পাবনী গঙ্গা কেন বলে ! ভক্তি মার্গের মানুষ বহু সংখ্যায় সেখানে (গঙ্গা) যায়। বছর বছর মেলা বসে। সেখানে গিয়ে বসে। তোমরা বসে আছো স্তান সাগরের পাশে। তারা তো সেখানে গিয়ে গঙ্গা স্নান করে আসে। পবিত্র তো হয় না, পতিতই হয়ে আসছে। তোমরা তো এখন স্তান মার্গে রয়েছো। তোমরা এখন ওখানে যাবে না। সত্যিকারের সঙ্গম হল এটা। যখন আত্মারা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ? তারাই যারা সবার প্রথমে সত্যযুগে ছিল, তাদের সাথেই নিশ্চয়ই ভগবান মিলিত হবেন, প্রথমে তারাই আসবে। এখানে অবশ্যই পড়তে হবে। যারা স্কুলে আসবে না তারা কী শুনবে। গৃহ্য গৃহ্য পয়েন্টস তারা কীভাবে বুঝবে। কেউ কেউ আবার বলে সময় নেই। বাবা বলেন - এ হল সত্যিকারের উপার্জন, বাকি সব হল মিথ্যা। তোমরা তো পদমপতি হয়ে থাকে। কিন্তু সবই তো হল মিথ্যা মায়া... মিথ্যা সব সংসার। বাবা বসে বোঝান যে, বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি অনেক বিত্তবান বানিয়ে দিই। এখন রাবণ তোমাদেরকে কতো দুঃখী বানিয়ে দিয়েছে। এখন তার ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। যুদ্ধ ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। যুদ্ধের দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায় না। তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যোগ শেখান বাবা, এনার (ব্রহ্মা বাবা) আত্মাও শেখে। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে স্তান শোনান। তিনি বলেন আমি হলাম জনম মরণ রহিত। বাবা হলেন অসীম জগতের পিতা। সেই কারণেই অসীম জগতের রহস্য বোঝান যে, মায়া তোমাদেরকে দিয়ে কি কিই না করায়। তোমরা ৫ ভূতের বশ হয়ে গেছো, কি হাল হয়ে গেছে। তোমরা কতো ধনবান ছিলে। ভক্তি মার্গে অনর্থক খরচা করতে করতে এখন তোমাদের কি হাল হয়ে গেছে ! এখন ভক্তির পরে ভগবান এসে স্বর্গের বাদশাহী দেন। সেইজন্য সঙ্গতি করার জন্য বাবাকেই আসতে হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐন্নার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পদমপদমপতি হওয়ার জন্য প্রকৃত উপার্জন করতে হবে। পঠন-পাঠনে সময়ের অজুহাত দিলে হবে না। এমন নয় যে পড়াশোনার জন্য সময় নেই। প্রত্যহ পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে।

২) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় না কেউ.... এই পাঠ নিশ্চিত করতে হবে।

বরদান:- সর্বদা এক বাবার স্নেহে সমায়িত থেকে সকল প্রাপ্তিতে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট ভব
যে সকল বাচ্চারা সর্বদা এক বাবার স্নেহ সমাহিত হয়ে থাকে - বাবা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না আর তারা বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সকল সময় বাবার স্নেহের রিটার্নে সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। সেইজন্য তাদের আর কোনো প্রকারের অবলম্বন আকর্ষণ করতে পারে না। স্নেহে সমায়িত হওয়া আত্মারা সর্বদা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হওয়ার কারণে সহজেই "এক বাবা দ্বিতীয় না কেউ" এই অনুভূতিতে থাকে। সমাহিত হওয়া আত্মাদের জন্য এক বাবা-ই হল সংসার।

স্নোগান:- সীমিত জগতের মান-সম্মানের পিছনে ছোট্ট পরিবর্তে স্বমানে স্থিত থাকা-ই হল শ্রেষ্ঠ সম্মান বা মর্যাদা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াশোনা কখনও মিস করবে না, এই পড়াশোনার দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করবে”

*প্রশ্ন:- কোন নিশ্চয়টি দৃঢ় থাকলে পড়াশোনা কখনও মিস করবে না ?

*উত্তর:- যদি নিশ্চয় আছে যে স্বয়ং ভগবান আমাকে টিচার রূপে পড়াচ্ছেন। এই পড়াশোনার দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী আমার প্রাপ্ত হবে এবং উঁচু স্ট্যাটাসও প্রাপ্ত হবে, বাবা আমাদের সঙ্গে করে নিয়েও যাবেন - তখন পড়াশোনা কখনও মিস করবে না। নিশ্চয় না হওয়ার দরুন পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ থাকে না, মিস করে দেয়।

*গীত:- আমাদের তীর্থ অনুপম....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা পাস্টের সংসঙ্গ এবং বর্তমানের সংসঙ্গের অনুভব তোমাদের হয়েছে। পাস্ট অর্থাৎ এই সংসঙ্গে আসার পূর্বে বুদ্ধিতে কি ছিল এবং এখন বুদ্ধিতে কি থাকে ! এই রাত দিনের তফাৎ নিশ্চয়ই দেখতে পাও। ওই সংসঙ্গ গুলিতে শুধু শুনেছো। কোনো আশা ছিল না মনে। শুধুমাত্র সংসঙ্গে গিয়ে শাস্ত্রের দুটি প্রবচন শুনতে হয়েছে। এখানে তোমরা বাচ্চারা বসে আছো। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মারা বাপদাদার সম্মুখে বসে আছি এবং তাঁর কাছে আমরা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য জ্ঞান এবং যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করছি। যেমন স্কুলে স্টুডেন্ট ভাবে যে আমরা ব্যারিস্টার বা ইঞ্জিনিয়ার হবো। পরীক্ষা পাস করে এই পদ প্রাপ্ত করবো। এই চিন্তা আত্মা করে। এখন আমরা পড়াশোনা করে অমুক পদের অধিকারী হবো। সংসঙ্গে কোনো লক্ষ্য থাকে না যে কি প্রাপ্তি হবে। যদি কারো কিছু আশা থাকেও তবে তা অল্পকালের জন্য। সাধু সন্তদের কাছে চাইবে কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। এই ভক্তি বা সংসঙ্গ ইত্যাদি করে এইখানে এসে পৌঁছেছি। এখন আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। আমাদের একটিই আশা - আত্মাকে বাবার কাছ থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার নিতে হবে। ওই সব সংসঙ্গ গুলিতে বর্ষা প্রাপ্তির কোনো ব্যাপারই থাকে না। স্কুলে অথবা কলেজেও বর্ষা প্রাপ্তির কোনো ব্যাপার থাকে না। ওখানে তো টিচার থাকে পড়ানোর জন্য। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির আশা নিয়ে এখন তোমরা বাচ্চারা বসে আছো। অবশ্যই বাবা এসেছেন পরম ধাম থেকে আমাদেরকে সদা সুখের স্বরাজ্য প্রদান করতে। এই কথাটি বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকবে, তাইনা। তবুও বাচ্চারা ভাবে যে বাবার সম্মুখে গেলে জ্ঞানের বাণ লাগবে ভালো করে বুদ্ধিতে, কারণ তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান। বাচ্চারাও জ্ঞান বাণ চালাতে শিখে গেছে কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । এখানেই ডাইরেক্ট শোনে। বাচ্চারা বুঝেছে বাবা বোঝাচ্ছেন অন্য কোনো সংসঙ্গে বা কলেজে এমন করে বোঝাবে না। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের বর্ষা প্রাপ্ত করছি। আমরা এই সৃষ্টি চক্রের কথা জেনেছি। ওই সংসঙ্গ গুলিতে জন্ম জন্মান্তর তো গিয়েছি। এখানে কেবল একটি বারের কথা। ভক্তিমার্গে যা করা হয়েছে সেসব এখন পূর্ণ হচ্ছে। তাতে কোনো সার নেই। তা সত্ত্বেও অল্পকালের জন্য মানুষ কত বুদ্ধি খাটিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। একমাত্র বাবা বুদ্ধিতে স্মরণে আসবেন এবং নিজের হারানো রাজধানী স্মরণে এসে যাবে। এখন আমরা যতখানি পুরুষার্থ করবো, বাবাকে স্মরণ করবো এবং জ্ঞানের পয়েন্টস ধারণ করবো। অন্যদেরও জ্ঞানের পয়েন্টস ধারণ করবো, ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবো। এই কথাটি প্রত্যেকের বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। বাবা, এনার দ্বারা অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বোঝাচ্ছেন, ওনাকে দাদা বলা হবে। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো প্রথমে এই কথা তো আমাদের বুদ্ধিতেই ছিল না। আমরাই অনেক সংসঙ্গ ইত্যাদি করেছিলাম। কিন্তু এই কথা চিন্তনেও ছিল না যে পরম পিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারা কোন্ সময়ে পড়ান। এখন তোমরা বাবাকে এবং সময়কে জেনেছো। নতুন দুনিয়া স্বর্গের স্বরাজ্য পুনরায় স্মরণে এসেছে। অন্তরে খুশীর অনুভব থাকে। অসীম জগতের পিতা যাঁকে ভগবান বলা হয়, উনি আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা তো হলেন পতিত-পাবন, তিনিই টিচার রূপে বসে আমাদের পড়ান। এই দুনিয়ায় কেউ এই চিন্তন নিয়ে বসে নেই, তোমরা বাচ্চারা ছাড়া । তোমরা অসীম জগতের পিতার স্মরণে বসে আছো। অন্তরে বোধ আছে আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের পাট পূর্ণ করে ফিরে যাই। তারপরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য বাবা আমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। বাচ্চারা জানে এই রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করে স্বর্গের মহারাজা মহারানী বানিয়ে দেন একমাত্র বাবা, তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না, ইম্পসিবল (অসম্ভব) । বাবা কেবল একবার এসে পড়ান, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। বুদ্ধিতে থাকে আমরা বাচ্চারা পিতার দ্বারা অসীম সৃষ্টির স্বরাজ্য নেওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। মুখ্য লক্ষ্যই হল আমাদের শক্তি, তার দ্বারাই আমরা পড়াশোনা করি। এখন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা কোথায় বসে আছি। মানুষের সঙ্কল্প তো সর্বত্র চলতেই

থাকে। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলার।

তোমরা জানো আমরা অসীম জগতের পিতার সম্মুখে বসে আছি। আগে এই কথাটি জানতে না। কোনো মানুষই জানে না যে ভগবান এসে রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো - জন্ম জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না, যতক্ষণ বাবা না আসেন - বিশ্বের মালিকানার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারো বুদ্ধিতে আসেও না এই কথাটি যে, আমরা ভগবানের সন্তান, উনি স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে আমরা স্বর্গে নেই কেন। নরকে দুঃখী হয়ে কেন আছি। হে ভগবান, হে পতিত-পাবন বলে আহবান করে কিন্তু এই কথাটি বুদ্ধিতে নেই যে আমরা দুঃখে কেন আছি। বাবা কি বাচ্চাদের দুঃখ দেন ! বাবা সৃষ্টির রচনা করেন বাচ্চাদের জন্য। সেটা কি দুঃখের জন্য ? এ তো হতে পারে না। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসরণ করবে। তা সে তোমরা অফিসে কাজকর্ম করো বা ব্যবসা ইত্যাদিতে রয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিতে তো এই কথাটি আছে তাইনা যে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন ভগবান, আমাদের বাবা। রোজ আমাদের ক্লাসে যেতে হয়। যারা ক্লাসে যাবে তাদেরই স্মরণে আসবে। বাকি যারা ক্লাসে যায়ই না তারা পড়াশোনা আর টিচারকে বুঝবে কীভাবে। এই সব হল নতুন কথা, যা তোমরা জানো। অসীম জগতের পিতা তিনি, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, তিনি বসে নতুন দুনিয়ার জন্য আমাদের জীবন হীরে তুল্য বানাচ্ছেন। যখন থেকে মায়ার প্রবেশ ঘটেছে, আমরা কড়ি তুল্য হয়েছি। কলা বা কোয়ালিটি কম হয়েছে। মায়া এমন গ্রাস করে যে আমরা জানতেই পারি না। এখন বাবা এসে আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জাগিয়ে তোলেন - অজ্ঞানতার নিদ্রা থেকে। সেই নিদ্রা নয়, অজ্ঞানতার নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম। জ্ঞান তো জ্ঞানের সাগর প্রদান করেন, অন্য কেউ প্রদান করে না। একমাত্র আমাদের বিলাভেড মোস্ট বাবা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন প্রদান করতে পারেন। এখন বাচ্চারা জেনেছে এই যুক্তি দ্বারা বাবা আমাদের পবিত্র করেন। আহবানও করে হে পতিত-পাবন বাবা এসো। কিন্তু বুঝতে পারে না যে কীভাবে এসে পবিত্র করবেন শুধু পতিত-পাবন বললে তো পবিত্র হবে না।

তোমরা জানো যে এই সময় সবাই পতিত ব্রষ্টাচারী, যারা ব্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম নেয়। তারা কর্তব্যও তো তেমনই করবে। এই কথা অসীম জগতের পিতা বসে বোঝান, তোমরা এখানে সম্মুখে বসে শুনেছো তাই তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরে কুসঙ্গে গিয়ে অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে, পরিবেশের নানান কথাবার্তা শুনে সামনে যে অবস্থা বা ঘটনা ঘটতে থাকে - তার প্রভাবে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখানে তো তোমরা সম্মুখে বসে আছো। স্বয়ং জ্ঞানের সাগর পরম পিতা পরমাত্মা বসে জ্ঞানের বাণ মারেন, তাই তো মধুবনের এত মহিমা। গেয়েও থাকে - মধুবনে মুরলী বাজে। মুরলী তো অনেক স্থানে বাজে। কিন্তু এখানে সম্মুখে বসে বোঝান এবং বাচ্চাদের সতর্ক করে দেন, বাচ্চারা সাবধানে থাকবে। কোনো রকম উল্টো সঙ্গ করবে না। মানুষজন তোমাদেরকে উল্টো কথা বলে ভয় দেখিয়ে পড়াশোনা থেকে বিমুখ করে দেবে। সৎসঙ্গে উন্নতি, কুসঙ্গে অবনতি। এখানে হল সত্য পিতার সঙ্গ। তোমরা প্রতিজ্ঞাও কর যে আমরা এক এর কাছে শুনবো। এক এর আদেশ পালন করবো। তোমাদের সকলের পিতা শিক্ষক সঙ্গুরু তো হলেন এক বাবা। জাগতিক দুনিয়ার গুরুরা শুধু শাস্ত্র পাঠ করে শোনায়। নতুন কথা নেই। না পিতার পরিচয় দিতে পারে, না জ্ঞানের কথা জানে। সবাই নেতি নেতি বলে এসেছে তারা - আমরা রচয়িতা এবং রচনার কথা জানি না। যখন বাবা আসেন তখনই বোঝান। কলিযুগী গুরুরাও আছে নম্রের অনুসারে, কারো লক্ষ্যধিক ফলোয়ার্সও আছে। তোমরা জানো আমাদের সঙ্গুরু তো হলেন একজন। মৃত্যু ইত্যাদির কোনো কথা নেই। এই দেহটি তো শিববাবার নয়। উনি তো হলেন অশরীরী, অমর। আমাদের আত্মাকে অমর কাহিনী শুনিয়ে অমরত্ব প্রদান করছেন। অমরপুরীতে নিয়ে যান তিনি, পরে সুখধামে পাঠিয়ে দেন। নির্বাণধাম হল অমরপুরী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা আত্মারা দেহ ত্যাগ করে ফিরে যাব বাবার কাছে। তারপর যে যতখানি পুরুষার্থ করেছে সেই অনুসারে পদ প্রাপ্ত করবে। আমাদের ক্লাস ট্রান্সফার হয়। আমাদের পড়াশোনার পদ এই মৃত্যুলোকে প্রাপ্ত হয় না। এই মৃত্যুলোক পরে অমরলোকে পরিণত হয়। এখন তোমাদের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে আমরা সত্যযুগ, ত্রেতায় ২১ জন্ম রাজ্য করেছি, তারপরে দ্বাপর কলিযুগে আসি। এখন এটা হল আমাদের অন্তিম জন্ম। তারপরে আমরা ফিরে যাব, ভায়া মুক্তিধাম হয়ে পরে সুখধামে আসবো। বাবা, বাচ্চাদেরকে রিফ্রেশ করেন। আত্মা বুঝতে পারে যে আমরা ৮৪-র চক্রে আসি। পরমাত্মা বলেন আমি এই চক্রে আসি না। আমার মধ্যে এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। এই কথা তোমরা জানো যে পতিত-পাবন হলেন অসীম জগতের পিতা। অতএব উনি তো অসীমের জগতকেই পবিত্র করবেন তাইনা। কোনো মানুষ অসীম জগতের পিতা তো হতে পারে না। একমাত্র উনি হলেন অসীম জগতের পিতা।

তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম সেখানকার অধিবাসী। সেখান থেকে দেহে অবতরণ করি। সর্ব প্রথমে কে আসে

পার্ট প্লে করতে, এই কথা তোমরা বুঝেছো। আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এসেছি পার্ট প্লে করতে। এই সময় বাচ্চারা তোমরা নলেজ প্রাপ্ত করেছে। কীভাবে নম্বর অনুসারে প্রত্যেকটি ধর্মের আত্মারা নিজের পার্ট অনুসারে আসে, একেই অবিনাশী ড্রামা বলা হয়। এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। আমরা অসীমের ড্রামার অ্যাক্টর। না অসীমের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির কথা জানি, না নিজের জন্মের কথা জানি। বাবা তোমাদেরকে অনেক রিফ্রেশ করেন, পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ তো অনেক খুশীতে থাকে। বাবা আমাদের সত্য জ্ঞান শোনাচ্ছেন অন্য কোনও মানুষ এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না, তাই একে অজ্ঞানতার অন্ধকার বলা হয়। এখন তোমরা জানো আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে কীভাবে এসেছি। তারপর জ্ঞানের আলোয় কীভাবে যাব। এই কথাও নম্বর অনুসারে বুঝতে পারে যে, সম্পূর্ণ অন্ধকার আর সম্পূর্ণ আলো কাকে বলে - এই শব্দ গুলি অসীম জগতের সঙ্গে যুক্ত। অর্ধেক কল্প রাত, অর্ধেক কল্প দিন। বা বুঝে নাও সন্ধ্যা আর ভোর.... এ হল অসীমের কথা। বাবা এসে সর্ব শাস্ত্রের সার অর্থ বুঝিয়ে দেন। এই যে ভক্তরা দান পূণ্য করে, শাস্ত্র পাঠ করে তার দ্বারা তো অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন এইসবের দ্বারা আমাকে কেউ প্রাপ্ত করে না, যে আমি তাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেব। এই কথাও বুঝেছো যে সবাই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। মালিক তারা হয় যাদেরকে বাবা পড়ান। তারাই রাজযোগ শিখছেন। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাজযোগ শেখে না। কোটিতে কেউ পড়া করে। অনেকে তো ৫-৬ বছর, ১০ বছর রাজযোগ শেখে, পরে পড়াশোনা ত্যাগ করে দেয়। বাবা বলেন মায়া খুব প্রবল, একেবারে বুদ্ধিহীন করে দেয়। পরিত্যাগ করে চলে যায়। কথায় আছে না - আশ্চর্য হয়ে বাবার আপন হয়, (জ্ঞানের কথা) অন্যদেরকেও শোনায়, তারপর ডিভোর্স দিয়ে দেয়।

বাবা বলেন তাদেরও দোষ নেই। এই মায়া ঝড় নিয়ে আসে। এমন সজ্ঞীরা যাদের শৃঙ্গার করে স্বর্গের মহারানী বানাই, তারাও ত্যাগ করে দেয়। তবুও বাবা বলেন যার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও তাঁকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ এক বারে স্থির হবে না। অর্ধেক কল্প নাম রূপে ফেঁসে এসেছে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, এটা কঠিন কাজ। সত্যযুগে তোমরা আত্মা - অভিমানী হও কিন্তু পরমাত্মাকে জানো না। পরমাত্মাকে কেবল একবারই জানতে হয়। এখানে তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাও অর্ধেক কল্পের জন্য। এই কথাও বুঝতে পারো না - আত্মাকে এই দেহটি ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করতে হবে তখন কাঁদবার প্রয়োজন নেই। যখন বাবার দ্বারা সুখ ধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো তাহলে কেন পুরো অ্যাটেনশন দাও না। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) একমাত্র বাবার আদেশ অনুসারেই চলতে হবে, বাবার থেকেই শুনতে হবে। মানুষের উল্টো কথা শুনে তার প্রভাবে আসবে না। বিপরীত সঙ্গ ত্যাগ করবে।

২) পড়াশোনা আর যিনি পড়াচ্ছেন তাঁকে সদা স্মরণে রাখবে। সকাল সকাল ক্লাসে অবশ্যই আসতে হবে।

বরদান:- সাধন গুলিকে আশ্রয় বানানোর পরিবর্তে নিমিত্ত মাত্র কাজে ব্যবহার করে সদা সাক্ষীদ্রষ্টা ভব অনেক বাচ্চারা চলতে চলতে বীজকে ছেড়ে শাখা-প্রশাখার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়, কেউ আত্মাদের আধার বানিয়ে নেয়, কেউ সুযোগ সুবিধার উপকরণ (সাধন) গুলিকে, কারণ বীজের রূপ-রঙ সৌন্দর্যময় নয় এবং শাখা-প্রশাখার রূপ-রঙ খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। মায়া বুদ্ধিকে এমন পরিবর্তন করে দেয় যে মিথ্যা আশ্রয়টিকেই সত্য অনুভব হয়। সেই কারণে এখন সাকার স্বরূপে বাবার সাথে এর এবং সাক্ষী-দ্রষ্টা স্থিতির অনুভবকে বাড়াও, সাধন গুলিকে সাহারা বানিও না, তাদেরকে নিমিত্ত মাত্র কাজে লাগাও।

স্নোগান:- আত্মিক (রুহানী) মর্যাদায় থাকো তাহলে অভিমানের ফিলিং আসবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মহাশিবরাত্রি উদযাপন করা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করা, ব্রত নেওয়া এবং আল্লোৎসর্গীকৃত হওয়া"

আজ দিব্য মহাজ্যোতি বাবা নিজের জ্যোতিবিন্দু বাচ্চাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। বাপদাদাও মহান জ্যোতি আর তোমরা বাচ্চারাও মহান জ্যোতি স্বরূপ। তাইতো, দিব্য জ্যোতি বাবা দিব্য জ্যোতি আল্লাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। এই মহান জ্যোতি কত প্রিয়, কত আলাদা! বাপদাদা প্রত্যেকের ললাটের মাঝে সমুজ্জ্বল জ্যোতি দেখছেন। কত দিব্য আর মনোরম দৃশ্য! জ্যোতিস্থান রূহানী নক্ষত্রদের কত সুন্দর সংগঠন দেখছেন! এই রূহানী জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমন্ডল অলৌকিক আর অতি উত্তম। তোমরা সকলে এই দিব্য তারামন্ডলে নিজের ঝলমলে বিন্দু স্বরূপ দেখতে পাচ্ছ? এটাই মহাশিবরাত্রি। শিব জ্যোতির সাথে তোমরা অনেক জ্যোতিবিন্দু শালগ্রাম। বাবাও মহান, বাচ্চারাও মহান, সেই জন্য মহা শিবরাত্রি গাওয়া হয়ে থাকে। কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আল্লা তোমরা! যারা চৈতন্য সাকার স্বরূপে শিববাবার সাথে শিবরাত্রি উদযাপন করছ। এই রকম কখনো সঙ্কল্পে, বা স্বপ্নেও ভাবনি যে, এমন অলৌকিক শিবরাত্রি উদযাপন করা আমরা শালগ্রাম আল্লা। তোমরা সবাই চৈতন্য রূপে উদযাপন করো। তারই স্মারকচিহ্ন জড়চিত্রের মধ্যে চৈতন্য রূপ বিরাজিত - এই ভাবনার সাথে ভক্তদের উদযাপন করতে দেখছ। প্রকৃত ভক্ত আপন ভাবনার দ্বারা চিত্রের মধ্যে প্রীতিস্বরূপ অনুভব করে আর তোমরা শালগ্রাম আল্লা সামনাসামনি উদযাপন করে থাকো। তাহলে, কত ভাগ্য তোমাদের! মিলিয়ন, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন (পদ্ম = দশ হাজার কোটি, অরব = একশ কোটি, খরব = অগুনতি).... এও তোমাদের ভাগ্যের সামনে কিছু নয়, সেইজন্য বাচ্চারা সবাই নিশ্চয়ের সাথে সগর্বে বলে - আমরা দেখেছি, আমরা পেয়েছি...। এই গীত তোমাদের সকলের, নাকি কারও কারও? সবাই গাও তো না? নাকি এই গীত গাও দেখবো, পাবো? প্রাপ্ত করেছ নাকি এখনো পাওয়ার আছে? ডবল বিদেশি কী ভাবছ, পেয়ে গেছ? বাবাকেও তো দেখেছ, তাই না? তোমরা হৃদয় থেকে বলো বাবাকে দেখেছ, পেয়েছ। তাঁকে শুধু দেখা আর পাওয়াই নয়, বরং তোমরা বাবাকে আপন বানিয়ে নিয়েছ। বাবা তোমাদের হয়ে গেছেন তো না। দেখ, বাবা তোমাদের হয়ে গেছেন তাই তো তোমরা বলা মাত্র বাবা এসে যান, আসেন তো না। তাহলে, অধিকারী হয়ে গেছ, গেছ না?

মহাশিবরাত্রির বিশেষত্ব কী? এক তো বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা করো, আর দ্বিতীয়তঃ, বাবার ভালোবাসায় ব্রত রাখো, কেননা ভালোবাসা আর খুশিতে সব ভুলে যাও, সেইজন্য ব্রত রাখো। খুশির পৌষ্টিক আহার খেয়ে নাও তো অন্য পৌষ্টিক আহার আবশ্যিক হয় না। মিলনের খুশির জন্য তোমরা ব্রত রাখো। ব্রত খুশিরও লক্ষণ আর ব্রত রাখা অর্থাৎ ভালোবাসায় ত্যাগের ভাবনা। কিছু ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ ত্যাগ - ভাবনার লক্ষণ। তৃতীয় বিষয় - শিবরাত্রি অর্থাৎ আল্লোৎসর্গীকৃত হওয়া। স্মারকরূপে তো স্থূল বলি দান করা হয়, কিন্তু বলি হওয়া, মন-বুদ্ধি আর সম্বন্ধ সহ সমর্পিত হওয়া - এটাই হলো বাস্তবিকরূপে উৎসর্গীকৃত হওয়া। সুতরাং এই তিন বিশেষত্ব মহাশিবরাত্রির বিশেষত্ব। শিবরাত্রি উদযাপন অর্থাৎ এই তিন বিশেষত্ব প্রাকটিক্যাল জীবনে নিয়ে আসা। শুধু বলা নয়, করা। বলা আর করা সদা সমান হোক। বাপদাদা বাচ্চাদের আনন্দ-সংবাদের বৃত্তান্তও শুনেছেন যে, ভারতের বাচ্চারাই হোক বা বিদেশি বাচ্চা, সবাই মহাশিবরাত্রির প্রাকটিক্যাল স্বরূপ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ বলা আর করা দুইই সমান। খুব ভালো বিষয় - সবাই বাপদাদাকে বার্থ ডে-র সবচাইতে বড় থেকেও বড় গিফ্ট দিয়েছে প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প। সুতরাং বাপদাদাও গিফ্টের জন্য সব বাচ্চাকে থ্যাংকস জানাচ্ছেন। গিফ্টে দেওয়া প্রতিজ্ঞা সদা স্মৃতি দ্বারা সমর্থ বানাবে। আগে থেকেই এমন ভেবো না যে, প্রতিজ্ঞা তো করেছি কিন্তু জানি না চলতে পারবো কি না! প্রতিজ্ঞার দায়িত্ব পালন করতে পারবো, নাকি পারবো না! এই ভাবনা অর্থাৎ দুর্বলতাকে আহ্বান করা। সুতরাং দুর্বলতা অর্থাৎ মাঝাকে যখন নিজেই আহ্বান করছ তো দুর্বলতা আগে থেকেই তৈরি থাকে আসার জন্য। এ' তো তুমি তাকে নিমন্ত্রণ করছ, সেই জন্য কোনও সঙ্কল্প বা কর্ম যদি করো তো শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত হয়ে শক্তির দ্বারা করো। দুর্বল সঙ্কল্প মিস্ত্র করো না। এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প রাখো যে, মনোবল আমার, অ্যাটেনশন আমার আর বাবার সহায়তা তো আছেই আছে। এই বিধিতে প্রতিজ্ঞা প্রাকটিক্যালে আনতে অনেক সহজ অনুভব করবে। সদাসর্বদা এটা ভাবো, অনেক কল্পের বিজয়ী আল্লা আমি! বিজয়ের খুশি, বিজয়ের নেশা শক্তিশালী বানিয়ে দেবে। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আল্লার জন্য জিত সদা সাথী হয়ে বেঁধে আছে, তো আর কোথায় যাবে? পাণ্ডব ব্যতীত জিত কাউকে সাথ দিয়েছে? তোমরা সেই পাণ্ডবই তো না! যখন বাবা সাথী তো জিতও তোমাদের সাথী। সদা নিজের মস্তকে বিজয়ের তিলক লেগেই আছে - এটা দেখ। যারা প্রভুর গলার হার হয়ে গেছে, তার হার (পরাজয়) কখনো হতে পারে না। সম্পূর্ণ বিজয়ী রূপে নিজেদের স্মারকচিহ্ন বিজয়-মালা দেখছ, দেখছ না? এমন গায়ন নেই তো না - জয় পরাজয় মালা! না, এটা বিজয় মালা। বিজয়ী দানা তোমরা, তাই না! সুতরাং বিজয়ী মালার

দানা কখনো পরাজিত হতে পারে না। তোমরা প্রত্যেকে যে সঙ্কল্প করেছ বাপদাদা পুরো সীন দেখেছেন। ভালো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে, খুশির সাথে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ। তোমরা সব চৈতন্য শালগ্রাম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছ, সেই জন্য তো স্মারক রূপে ভক্তরাও তার উদযাপন করে। (তপস্যার সম্বন্ধে কাল সবাই ৫৬তম শিব জয়ন্তী উপলক্ষে ৫৬-প্রতিজ্ঞা করেছে)। বলিদান হয়েছে। বলিদান হওয়া অর্থাৎ মহাবলবান হওয়া। কিসের বলিদান দেওয়া হয়? দুর্বলতার। যখন দুর্বলতার বলিদান দিয়েছ তো কী হয়েছে? মহাবলবান। সবচাইতে বড় দুর্বলতা দেহ অভিমান। দেহবোধ সমর্পণ করা অর্থাৎ তার বংশকেও সমর্পণ করে দেওয়া, কারণ দেহ- অভিমানের সূক্ষ্ম বংশ অনেক বড়। অনেক রকমের ছোট বড় দেহ-বোধ আছে। সুতরাং দেহ-বোধ বলিদান করা অর্থাৎ বংশ সমেত সমর্পিত হওয়া। অংশও রেখো না। অংশমাত্রও যদি থেকে গেল তাহলে বারবার চুস্বকের মতো টানতে থাকবে। তোমরা জানতেও পারবে না। না চাইলেও চুস্বক নিজের দিকে টেনেই নেবে। এরকম ভেবো না - পরে প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগানোর জন্য দেহ অভিমানের কিছু কিছু রূপকে সরিয়ে রেখে দিই। তারপরে তোমরা কী বলো? এ'সব না করলে কাজ আদায় করা যায় না। কাজ অবশ্যই চলে, তবে সেটা অল্প সময়ের জিত হিসেবে প্রতীয়মান হয়। অভিমানকে (দাস্তিকতা) স্বমান মনে করে নাও তোমরা! কিন্তু এই অল্পকালের জয়ে বহুকালের পরাজয় সমাহিত হয়ে আছে। আর যেটা মনে ভাবছ পরাজয়, সেটা অল্প সময়ের, তা' সদাকালের বিজয় প্রাপ্ত করায়, সেইজন্য দেহ- অভিমানের অংশমাত্র সমেত সমর্পিত হওয়া - একে বলা হয়ে থাকে শিববাবার কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়া অর্থাৎ বলবান হওয়া। এমন শিবরাত্রি উদযাপন করেছ তো না? এই ব্রত ধারণ করতে হবে। সে'সব লোকে তো স্থূল বিষয়ের ব্রত রাখে কিন্তু তোমরা কী ব্রত নাও? শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা এই ব্রত তোমরা নিয়ে থাকো, সদা দুর্বল বৃত্তিকে শেষ করে শুভ আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ধারণ করবে। যখন বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে তখন সৃষ্টি শ্রেষ্ঠই নজরে আসবে, কেননা বৃত্তি দ্বারা দৃষ্টি আর কৃতির কানেকশন আছে। কোনও ভালো বা মন্দ বিষয় প্রথমে বৃত্তিতে ধারণ হয়, তারপরে বাণী আর কর্ম আসে। বৃত্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ বাণী আর কর্ম আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ হওয়া। তোমাদের বিশেষ সেবা বিশ্ব-পরিবর্তনও শুভ বৃত্তি দ্বারা হয়। বৃত্তি দ্বারা ভাইরেশন, বায়ুমন্ডল বানিয়ে থাকো। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বৃত্তির এই ব্রত ধারণ করা - এটাই শিবরাত্রি উদযাপন করা। এটা শুনে নিয়েছ তো না যে, উদযাপন করা অর্থাৎ হওয়া, বলা অর্থাৎ করা। যারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত আত্মা, তাদেরকে দুনিয়ার লোকের ভাষায় সিদ্ধ পুরুষ বলা হয়ে থাকে আর তোমরা বলে থাকো সিদ্ধি স্বরূপ আত্মা - সুতরাং তাদের প্রতিটা সঙ্কল্প নিজের প্রতি অথবা অন্যের প্রতি যেটাই করার তা' কর্মে সিদ্ধ হয়ে যায়, যে বোল বলে তা' সিদ্ধ হয়ে যায়। যাকে বলা হয়ে থাকে 'সত্য বচন।' সুতরাং সবচাইতে বড় থেকেও বড় সিদ্ধিস্বরূপ আত্মা তোমরা তো না! তাহলে, সঙ্কল্প আর বোল সিদ্ধ হবে তো, হবে না? সিদ্ধ হওয়া অর্থাৎ সফল হওয়া। প্রত্যক্ষ স্বরূপে আসা - এটাই সিদ্ধ হওয়া। সুতরাং সদাসর্বদা এটাই স্মৃতিতে রাখো যে, আমরা সবাই সিদ্ধিস্বরূপ আত্মা। আমরা সব সিদ্ধিস্বরূপ আত্মার প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা বোল, প্রতিটা কর্ম নিজেদেরকে এবং অন্যদের সিদ্ধি প্রাপ্ত করায়। সে'সব ব্যর্থ নয়। বলার সাথে সাথে তুমি সেটা করলে তো সফল হলো। তুমি যদি কিছু বললে এবং সে' বিষয়ে ভাবলে, কিন্তু সেটা করলে না, তাহলে তা' ব্যর্থ হয়ে গেল। কেউ কেউ এ'রকম ভাবে যে, আমাদের সঙ্কল্প খুব ভালো, খুব ভালো যুক্তিযুক্ত ধারণা আছে, নিজের জন্য এবং সেবার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, কিন্তু সে'সব সঙ্কল্প পর্যন্তই থেকে যায়। প্র্যাকটিক্যাল কর্মে, স্বরূপে আসে না। তাহলে সেটা কী বলবে? সঙ্কল্প খুব ভালো, কিন্তু কর্মে তারতম্য কেন? এর কারণ কী? যদি বীজ খুব ভালো হয়, কিন্তু ফল ভালো না বের হয় তাহলে কী বলবে? মাটি বা যন্ত্রের ঘাটতি রয়েছে। এই রকমই সঙ্কল্প রূপী বীজ তো ভালো। বাপদাদার কাছে সঙ্কল্প পৌঁছে যায়। বাপদাদাও খুশি হন - খুব ভালো বীজ বপন করেছে, খুব ভালো সঙ্কল্প করেছে, তোমরা এখন ফল পেতে চলেছ প্রায়। কিন্তু কী হয়? দৃঢ় ধারণার মৃত্তিকার অভাব আর বারংবার সতর্কতার ক্ষেত্রে অ্যাটেনশনের খামতি। বাপদাদা মজাদার খেলা দেখতে থাকেন। যেমন, বাচ্চারা গ্যাস বেলুন উড়িয়ে থাকে, খুব ভালো গ্যাস ভরে ওড়ায় আর খুশি হয়, বেলুন উপরে গিয়ে খুব ভালো উড়তে থাকে... । কিন্তু চলতে চলতে নিচে নেমে আসে। সুতরাং কখনোই পুরুষার্থে নিরাশ হয়ো না। করতেই হবে, হতেই হবে, তৈরি হতে হবে, বিজয় মালা আমারই স্মৃতিচিহ্ন। নিরাশ হয়ে এটা ভেবো না, আত্মা করে নেবো, দেখে নেবো। না, কাল নয় এখনই করতেই হবে। যদি নিরাশাকে কয়েক মিনিট বা কয়েক সেকেন্ডও নিজের ভিতরে স্থান দিয়েছ তো সেটা সহজে যাওয়ার নয়। তারও ব্রাহ্মণ আত্মাদের কাছে থাকায় মজা আসে, সেইজন্য কখনো নিরাশ হয়ো না। অভিমানও নয়, নিরাশাও নয়। কেউ কেউ অভিমান-বশ হয়, কেউ কেউ নিরাশ হয়ে যায়। এই দুটো মহাবলবান হতে দেয় না। যেখানে অভিমান হয় সেখানে অপমানের ফিলিংসও বেশি হয়। কখনো অভিমানে, কখনো অপমানে - দুইয়ের সাথেই খেলতে থাকে। যেখানে অভিমান হবে না, তার অপমানকে অপমান বলেও মনে হবে না। সে সদা নির্মান হয়ে নির্মাণের কার্যে বিজি থাকবে। যে নির্মান হয় সেই নির্মাণ করতে পারে। সুতরাং শিবরাত্রি উদযাপন করা অর্থাৎ নির্মান (নিরহঙ্কার) হয়ে 'নির্মাণ করার কর্তব্যে' (গঠন-কার্যে)নিয়োজিত হওয়া। বুঝেছ!

তাইতো, আজ সবাই নিজের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সুতোয় বিজয় পতাকা উত্তোলন করো। এই পতাকা উত্তোলনই ব্রাহ্মণদের

সেবার রীতি, সেবার বিধি। কিন্তু সেইসঙ্গে সদা জয়ের পতাকা যেন উড়তে থাকে। কোনও দুঃখের বিষয় যদি হয় তবে পতাকা নীচে করে দেবে, কিন্তু তোমাদের জয়ধ্বজা কখনো নীচে হতে পারে না। সদা উঁচু। তো এমন জয়ধ্বজাই উড়াবে তো না?

আচ্ছা, তপস্যা-বর্ষের রেজাল্টও বাপদাদা পেয়েছেন। তোমরা সবাই নিজের নিজের জজ্ হয়ে নিজেকে নম্বর দিয়েছ। ভালো করেছে। চারিদিকের মেজরিটির রেজাল্ট থেকে এটাই দেখা গেছে যে, তপস্যা-বর্ষ স্ব-এর পুরুষার্থের জন্য সকলেরই ভালো অ্যাটেনশন টেনেছে। যখন তোমাদের অ্যাটেনশন টেনেছে তখন টেনশনও চলেই যাবে তো না! তো টোটাল রেজাল্ট অনেকেরই ভালো ছিল। তোমাদের মেজরিটি সেকেন্ড নম্বরে। থার্ডও আছে কিন্তু ফার্স্ট আর চতুর্থ নম্বর কম। সেকেন্ড নম্বরের তুলনায় ফার্স্ট আর ফোর্থ কম। যেমনই হোক, সেকেন্ড আর থার্ডের সাথেই মেজরিটি। বাপদাদা বিশেষ একটা বিষয়ে খুশি হন যে, সবাই তোমরা তপস্যা-বর্ষের গুরুত্ব দিয়েছ, সেইজন্য পেপার আসা সত্ত্বেও তোমরা মেজরিটি খুব ভালো ভাবে পাস হয়ে গেছ। তোমাদের এই সঙ্কল্প ছিল যে, তপস্যা করতে হবে - এই সঙ্কল্পের শক্তি সহযোগ দিয়েছে, সেইজন্য রেজাল্ট ভালো; থারাপ নয়। অভিনন্দন! এখন বাকি প্রাইজ তো দাদীরা দেবেন, বাবা সবাইকে খুব ভালো, খুব ভালো-র প্রাইজ দিয়ে দিয়েছেন। এমন নয় যে তপস্যা-বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অমনোযোগী হয়ে যাবে। না, আরো বড় প্রাইজ নিতে হবে। তোমাদের বলা হয়েছিল তো না - কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের প্রাইজ নিতে হবে। সত্যিকারের প্রাইজ তো বাবা আর পরিবারের থেকে ব্লেসিংস প্রাপ্তি। সে' তো সকলেরই প্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা।

আজ তোমরা সূক্ষ্মবতন বানিয়েছ। এটা ভালো, বায়ুমন্ডল ভালো তৈরি হয়েছে। সেই জ্যোতির দেশের সামনে এই সাজানো সূক্ষ্মবতন মডেলের মতই লাগছে, তাই না! তবুও, বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বায়ুমন্ডল বৃত্তিকে অবশ্যই টানে। সবাই সূক্ষ্মবতনে বসে আছে? সাকার শরীরে থেকে সূক্ষ্মবতনবাসী হয়ে মনের সাথে মিলন উদযাপন করো। বাপদাদা খুশি যে বাচ্চাদের সূক্ষ্মবতন এত প্রিয় লাগে, তবেই তো বানিয়েছ, তাই তো না! অনেক পরিশ্রম করে ভালোবাসার সাথে বানিয়েছ, শ্রেষ্ঠ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্কল্প দ্বারা বানিয়েছ, সেইজন্য যারা সঙ্কল্প করেছিল এবং যারা সাকার রূপে পরিণত করেছিল, তাদের সবাইকে বাপদাদা অভিনন্দন জানান। এটাও অসীম খেলার মধ্যকার এক খেলা, আর কী খেলা করবে, এই খেলাই খেলবে তো না! কখনো স্বর্গ রচনা করবে, কখনো সূক্ষ্মবতন রচনা করবে। এটাই বুদ্ধিকে টানে। আচ্ছা। চারিদিকের সব জ্যোতিবিন্দু শালগ্রাম বাচ্চাদের বাবার দিব্য জন্ম এবং বাচ্চাদের দিব্য জন্মের অভিনন্দন।

এমন সর্বশ্রেষ্ঠ সদা সিদ্ধিস্বরূপ আত্মাদের, সদা আলোকোজ্জ্বল দিব্য নক্ষত্রদের, সদা অভিমান আর অপমান থেকে স্বাভাব্য বজায় রেখে স্বমানে স্থিত থাকা আত্মাদের, সদা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ আর শ্রেষ্ঠ সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্রেষ্ঠ আশার দীপক প্রজ্জ্বলনকারী আত্মাদের, সদা নিজেদের হৃদয়ে জয়ধ্বজা উত্তোলিত রাখা শিবময়ী শক্তি সেনাকে, যারা সদা পুরুষার্থে সফলতা সহজে অনুভব করে, সেই সফলতাস্বরূপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

শিব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাপদাদা উত্তোলিত ধ্বজা উড়িয়ে সব বাচ্চাকে অভিনন্দন জানান -

বিশ্বে বাবা আর বিজয়ী বাচ্চাদের সুখ-শান্তিদায়ক এই পতাকা সদা উড়তে থাকবে। চারিদিকে, শিববাবা এবং শিব শক্তির নাম মহিমাম্বিত হবে। বিশ্ব দেখবে এই মহান, উঁচু ধ্বজ সদা উঁচুতে উড়ছে। এই অবিনাশী ধ্বজ, অবিনাশী বাবা আর অবিনাশী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের স্মারকচিহ্ন। সুতরাং সদা খুশির তরঙ্গে খুশির ধ্বজ যা বাবার নাম মহিমাম্বিত করবে, আর বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে সেই জয়ধ্বজা তোমরা উড়িয়ে চলেছ, আর ওড়াতেও থাকবে। এমন মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তোমরা সব বাচ্চাকে আর চতুর্দিকের সব বিশেষ ব্রাহ্মণ আত্মাকে বার্থ ডে-র অনেক-অনেক অভিনন্দন আর স্মরণ-স্নেহ।

বরদান:- বিশেষত্বের সংস্কারকে নিজের নেচার বানিয়ে সাধারণ-ভাব সমাপ্ত করে মরজীবা ভব কারও কোনো নেচার যেমনই হোক, তা' আপনা থেকেই নিজের কাজ করে। তোমাদের ভাবতে বা কোনকিছু করতে হয় না। একইভাবে, বিশেষত্বের সংস্কার তোমাদের নেচার হতে দাও এবং প্রত্যেকের মুখ ও মন থেকে এটাই যেন বের হয় যে, এই বিশেষ আত্মার নেচারই বিশেষত্বের। সাধারণ কর্মের সমাপ্তি যখন হয়ে যাবে তখনই বলা হবে মরজীবা। সাধারণ হওয়া থেকে তোমরা মরে গেছ, বিশেষত্বে বেঁচে আছ। তোমাদের সঙ্কল্পেও কোনকিছু সাধারণ হতে দিও না।

স্নোগান:- সমর্থ আত্মা সেই হয় যে কোনো না কোনো বিধির দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দেয়।

সূচনা : - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই- বোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের শুভ ভাবনার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা মন্সা মহাদানী হয়ে সবাইকে নির্ভীকতার বরদান দিয়ে সবাইকে চিন্তামুক্ত করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা উঠতে-বসতে চুপ থেকে (মৌন হয়ে) সব কাজকর্ম করো। বাবাকে স্মরণ করো তবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য গান কবিতা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই"

*প্রশ্ন:- বাবাকে লিবারেটর (মুক্তিদাতা) বললে কোন বিষয়টি প্রমাণ হয়ে যায়?

*উত্তর:- যখন বাবা দুঃখ থেকে অথবা ৫ বিকার থেকে মুক্ত করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই এর ফাঁদে ফেলে অন্য কেউ। লিবারেটর কখনও ফাঁদে ফেলতে পারেন না। ওঁনাকে বলা হয় দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, সুতরাং তিনি কাউকে দুঃখ কিভাবে দিতে পারেন। যখন বাচ্চারা দুঃখী হয় তখন বাবাকেই স্মরণ করে থাকে। দুঃখ দেয় রাবণ। রাবণের মায়া অভিশপ্ত করে তোলে। বাবা আসেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে।

*গীত:- যে প্রিয়র সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । এই জ্ঞান মার্গে গান, কবিতা, ডায়লগ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এ'সব ভক্তি মার্গে চলে। এখানে তো বোঝার বিষয়। প্রতিটি কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে এবং সেটা খুব সহজ। অর্থাৎ এই জ্ঞান খুবই সহজ। একটা পয়েন্ট নিয়েই মানুষ পুরুষার্থ করতে শুরু করে। গান শোনার বা কবিতা লেখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। গৃহস্থ পরিবারে থাকতে হবে, কাজ-কারবারও করতে হবে। বাবা বলেন এ'সব কাজকর্ম করেও আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পেতে পার। তিনি বলেন

উঠতে-বসতে সবকিছু করো, চুপ থেকে করো। অন্তর্মনে চিন্তন চলতে থাকবে, বাবা বুঝিয়েছেন বিষয়টা বোঝার জন্য খুবই সহজ ব্যাপার। নতুন দুনিয়া পুরানো হতে সময় লাগে। কিন্তু পুরানো থেকে নতুন হতে এতো সময় লাগে না। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে - বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন, তারপর সেটা পুরানো হয়ে যায়। সুখ এবং দুঃখের দুনিয়া অবশ্যই তৈরি হয়। কিন্তু সুখ কে প্রদান করেন, দুঃখ কে দিয়ে থাকে, এটা কেউ-ই জানে না। এই সুখ, দুঃখ পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এই চক্র থেকে আমরা বেরোতে পারব না। একেই বলা হয় ড্রামা। নাটকের পরিবর্তে ড্রামা বললে ভালো লাগে। নাটকে যা কিছু হয় তার মধ্যে বদল হতে পারে। কাউকে নাটক থেকে বের করে, অন্য কাউকে অ্যাড করা যেতে পারে। আগে নাটক ছিল, বাইস্কোপ তো এখন হয়েছে। বাইস্কোপ-এ যে ফিল্ম শুট হয় সেটাই রিপিট হবে। এখানেও বাইস্কোপ তৈরি হয়েছে - এই জ্ঞানকে সম্পূর্ণ রূপে বোঝার জন্য। নাটকে পার্থক্য হয়ে থাকে। বাইস্কোপে পার্থক্য হতে পারে না। এ হল নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার একটা স্টোরি। শুধুমাত্র মানুষের এটাই জানা নেই যে এই ড্রামার আয়ু কত। ওরা অনেক লম্বা চওড়া আয়ু দিয়ে দিয়েছে। মানুষ কিছুই বুঝতে পারেনা। নতুন দুনিয়াতে সবাই কত বিচক্ষণ, ধনবান পবিত্র ছিল, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। বাবা আজ এইভাবে কেন বোঝাচ্ছেন? এইজন্যই যে বাচ্চারাও এসে এইভাবেই যাতে বোঝায়। প্রথমে তো ভারতের মহিমা করা উচিত। ভারতকে কে এমন বানিয়েছে? সেই মহিমাও হবে পরমপিতা পরমাত্মার, যাঁকে সবাই স্মরণ করে। কেন তাঁকে স্মরণ করে? কেননা পুরানো দুনিয়া দুঃখে ভরে গেছে। দুঃখ দিয়ে থাকে ৫ বিকার। সত্যযুগ ত্রেতাকে সুখধাম বলা হয়। ওটা হল ঈশ্বরীয় স্থাপনা। এখানে হল আসুরি স্থাপনা, যেখানে মানুষ ৫ বিকারের ফাঁদে পড়ে। মানুষ বোঝে বাবাই লিবারেট করে থাকেন। যিনি মুক্তি দিয়ে থাকেন, তিনি কখনোই ফাঁদে ফেলেন না। ওঁনার নাম-ই হল দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। ওঁনাকে আমরা দুঃখ হর্তা বলতে পারি। এটা কারোরই জানা নেই যে দুঃখ দিয়ে থাকে ৫ বিকার, যার থেকে বাবাই এসে মুক্ত করিয়ে থাকেন। এ অত্যন্ত বোঝার মতো বিষয়। সম্পূর্ণ দুনিয়া এই সময় রাবণের রাজ্য। শুধুমাত্র লঙ্কার বিষয় নয়। মানুষের নিজের নিজের মতামত আছে। যার বুদ্ধিতে যা আসে সেটাই লিখবে। এভাবেই শাস্ত্র লেখা হয়েছে। নিজের-নিজের শাস্ত্র তৈরি করেছে। মানুষ কিছুই জানে না। ভগবানুবাচ - এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া, যজ্ঞ তপ ইত্যাদি যা কিছু তোমরা করে এসেছ সবই নিচে নামার কলা। যা কিছু তোমরা তৈরি করেছ সবই নিজেকে নিচে নামানোর জন্য। তোমরা মত পেয়েই থাকো নিচে নামার জন্য, কেননা ওটা হল অধঃপতনের কলা। পবিত্র দুনিয়া ছিল, এখন পতিত দুনিয়া হয়ে গেছে। অর্ধকল্প নতুন দুনিয়া, অর্ধকল্প হল পুরানো দুনিয়া। যেমন ২৪ ঘন্টা হয়, ১২ ঘন্টা পর দিন সম্পূর্ণ হয়ে তারপর রাত আসে। তেমনই এখানে ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত কথাটি প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর দিনরাত বলা হয় না। কত গুহ্য বিষয় এ'সব। বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা বোঝান এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এখনও তোমাদের রাজধানী স্থাপন হয়নি। বাবা কত সহজভাবে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন, শুধুমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই কথাও তোমরা

অবলারাই বুঝতে পার। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়া রচনা করেন বাবা। নতুন দুনিয়া স্বর্গ ছিল তারপর নরক কে বানিয়েছে? রাবণ । রাবণ কে? এই রহস্যও তোমাদের বোঝানো হয়েছে। কোনো বিদ্বান পন্ডিতও বুঝতে পারে না, ওরা তো বলে থাকে জগৎ মিথ্যা। সবকিছুই কল্পনা। তোমরা বোঝাতে পার যে, যদি জগতই নেই তবে তোমরা কোথায় বসে আছ? এই যে ওয়ার্ল্ড রিপিট হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নলেজ চাই তাইনা! নলেজ না থাকার কারণে বলে থাকে সবকিছু মিথ্যা, যে যা কিছু শুনিচ্ছে সেটাই সত্য। তোমরা তো একটা কথা শুনেই খুশি হও। বাবা কত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা অধিকল্পের জন্য উত্তরাধিকার দিয়েছেন, তারপর রাবণের মতে সব হারিয়েছে। এই খেলা পূর্ব থেকেই তৈরি হয়ে আছে।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন ঈশ্বরের হয়েছি এবং তাঁর শ্রীমতে চলছি। এই চিত্রগুলো খুব সুন্দর, সবার কাছে বড় চিত্র থাকা উচিত। বড় বড় চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝানো যায়। চক্রও তোমাদের সামনে রয়েছে । সঙ্গম যুগও তোমাদের সামনে। কলিযুগ হল কালো, পতিত। এর মধ্যে লোহার মরচে পড়ে কালো হয়ে গেছে। ভারত গোল্ডেন এজ ছিল। এখন আবারও একে আইরন এজ থেকে পরিবর্তিত হতে হবে। সত্যযুগের স্থাপনা আর কলিযুগের বিনাশ হতে হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিমূর্তি। ত্রিমূর্তির অর্থও কেউ বোঝেনি। রোডের নামও ত্রিমূর্তি রাখা হয়েছে। বাস্তবে ত্রিমূর্তি হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এই তিনজন দেবতা কিন্তু আলাদা-আলাদা (কার্য অনুসারে)। সবচাইতে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, করন-করাবনহার। তাঁর নামই ওরা মুছে দিয়েছে। দেবতাদের থেকেও উপরে হলেন সেই নিরাকার ভগবান। যেমন বাবা নিরাকার তেমনি আমরা আত্মারাও নিরাকার। আমরা এখানে এসেছি আমাদের ভূমিকা পালন করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টী ছিল। একের পর এক রাজত্ব করে আসছে। সুতরাং স্বর্গের মহিমা শোনাতে হবে। ভারত কত ধনবান ছিল। পিউরিটি, পিস, প্রস্পারিটি (পবিত্রতা, শান্তি, ঐশ্বর্য) ছিল । কখনও অকালে মৃত্যু হতো না, নতুন দুনিয়া ছিল। বাবা এসেই নতুন দুনিয়া রচনা করেছিলেন। বাবাই ১৬ কলা সম্পন্ন করে তোলেন। তিনি বলেন বাচ্চারা মন্বনান্তব, মামেকম্ স্মরণ করো। এ হল ভগবানুবাচ। তাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। শ্রী কৃষ্ণকে স্ত্রানের সাগর বলা হয় না। তারপরও কেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে! কারোর দ্বারা সাক্ষাৎকার হয়েছে, তারা বলবে শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। দুনিয়াতে অনেক রকমের মানুষ আছে। কারোর প্রতি কারো ভাব তৈরি হলে (গুরু, দেবতাকে নিয়ে) তার লকেট তৈরি করে গলায় পরে। গুরুর লকেট পড়ে গুরুকে স্মরণ করে। এদিকে বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাহলে তো গুরু আর ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্যই রইল না। এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার রহস্য বুঝিয়ে বলেছেন। বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করেন। সবাই বাবাকে আহ্বান করে বলে, এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো নইলে আমাদের পবিত্র করে নিয়ে যাও। ধাম হল দুটি - নির্বাণধাম আর সুখধাম। সন্ন্যাসীরা তো মুক্তির জন্য নলেজ দিয়ে থাকে, জীবনমুক্তির জন্য দিতে পারে না। তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের, যে পূজারী হয়েছে তাকে পুনরায় পূজ্য হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হল সত্যযুগের প্রিন্স, তার মহিমা করা হয়। কুমার-কুমারীদেরও মহিমা করা হয় কেননা তারা পবিত্র থাকে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে রাধার মহিমা অধিক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কারো এই বিষয়ে জানা নেই। প্রথমে রাধা তারপর কৃষ্ণ কেন? বলা হয় রাধা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ রাধা তো কেউই বলে না। বোঝা যায় যে এই বাচ্চা উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়, সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বেশি। এখানে তোমরা সবাই হলে বাচ্চা।

বাবা বলেন - যত পুরুষার্থ করবে ততই নিজের জন্য উচ্চ পদ পাবে - কল্প-কল্পান্তরের জন্য। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। পুরুষার্থ করে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পার। বিদেশে কন্যা সন্তানের জন্মালে খুশি পালন করে। এখানে পুত্র সন্তান জন্মালে খুশি হয়। প্রত্যেকের রীতি নীতি নিজের-নিজের মতো। সুতরাং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন বসেছে যে বাবা উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, তারপর মায়া শাপ দেয়। এই গডফাদার হলেন স্বর্গের রচয়িতা, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কখনও এ'কথা বলা যাবে না। পরমাত্মাই নরককে স্বর্গ করে তোলেন। সহজ স্ত্রান এবং সহজ যোগ তিনিই শেখান। এমনই সব ভাষণ তোমরা দিতে পার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে খন্ডন করে দিয়েছে। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ নন। শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর রচনা। কৃষ্ণও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। কীভাবে পেয়েছে, এখানে এলেই সে'সব কথা বুঝিয়ে দেব। যেকোনো বিষয় নিয়ে সেটার উপরেই বোঝাতে থাকো। পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া নিয়ে বোঝালে এর মধ্যেই সবকিছু এসে পড়ে। এখন অনেক ধর্ম। তার মধ্যেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। কত বোঝান হয় যে, ৫ বিকারকে ছেড়ে দাও। গৃহে কারো উপরে ক্রোধ করবে না। ভাবা উচিত যে যেমন কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। আমি বিকারগ্রস্ত হলে আমাকে দেখে অন্যরাও বিকারগ্রস্ত হবে। বাবা আদেশ দেন এখন পবিত্র হয়ে ওঠো। স্ত্রীকেও পবিত্র করে তোলো। কারো উপরে ক্রোধ করবে না। তোমাদের দেখে ওরাও এমন করতে শুরু করবে। পুরুষ তো রচয়িতা, সুতরাং স্ত্রীকেও বোঝান উচিত। কিন্তু যদি ভাগ্যে না থাকে তবে কি আর করতে

পারে। বোঝাতে হবে যে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। বাবা বোঝান তোমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছ। প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান পবিত্র ছিলে। তারপর রজঃ, তমঃ হয়ে গেছ। এখন আবারও তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হতে পারবে। গীতার ভারসাম্যও (মহাবাক্য) ভগবান বলছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখার কারণে তার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী অখণ্ড হয়ে যায়। বোঝানোর জন্য সাহস থাকা চাই। বাবা বোঝাতেই থাকেন। অনেক বাচ্চারা ই বোঝে যে আমরা শিববাবাকেই মানি, ওঁনার দ্বারাই কল্যাণ হবে। ভুল করলে শিববাবা ইশারা করেন। কিন্তু কিছু বাচ্চা নোনা জল হয়ে যায়, নুন-জল হতে হবে নাকি। বোঝানো হয় যে এমন করা উচিত নয়। কেউ তো এমন আছে যারা একে অপরের প্রতি রিগার্ডও রাখে না। নিজের থেকে বড় কাউকেও তুমি-তুমি করে কথা বলে। সেন্সিবল বাচ্চাদের সার্ভিস করার জন্য খুব উৎসাহ থাকা উচিত। অমুকে সেন্টার খুলেছে আমিও সেখানে গিয়ে সার্ভিস করি। বলার অপেক্ষা না করেই যে করে সেই দেবতা। বলার পরে যারা করে তারা হল মানুষ আর বললেও যারা করে না, তারা....আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা যে কর্ম করব, আমাদের দেখে অন্যরাও করতে শুরু করবে। সেইজন্য কখনোই শ্রীমতের বিপরীতে গিয়ে বিকারের বশীভূত হয়ে কোনো কর্ম করা উচিত নয়।

২) সার্ভিস করার জন্য ইচ্ছা রাখতে হবে। বলার আগেই সেবার কাজে লেগে পড়তে হবে। কখনও নিজেদের মধ্যে নুন-জল হওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- এভাররেডি হয়ে প্রতিটি পরীক্ষায় আত্মিক আনন্দ অনুভবকারী বিশেষ আত্মা ভব সঙ্গম যুগ হল আত্মিক আনন্দে মশগুল হয়ে থাকার যুগ, সেইজন্য সবসময় খুশিতে থাকো, কখনও মুশডে পড়া উচিত নয়। যেকোনো পরীক্ষা বা পরিস্থিতিতে এতটুকুও যদি বিমর্ষ হয়ে পড় আর সেই মুহূর্তই যদি অন্তিম মুহূর্ত হয়, তবে যেমন মতি তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে! সেইজন্যই সবসময় এভাররেডি থাকো। কোনো সমস্যাকে পূর্ণ রূপ ধারণ করতে বিঘ্ন রূপ হয়ো না। সবসময় এটাই যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমি এই দুনিয়াতে সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল, বিশেষ আত্মা, আমার প্রতিটি সঙ্কল্প, ব্যবহার, আর কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে, এক সেকেন্ডও ব্যর্থ যাবে না।

স্লোগানঃ:- শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা জমা করতে থাকলে বিকর্মের খাতা স্বাভাবিক নিয়মেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই পুরানো ঘরকে ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে যেতে হবে, তাই এই ঘরের (শরীর) প্রতি টান দূর করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো"

*প্রশ্নঃ - দেহী - অভিমানী বাচ্চাদের মুখ থেকে কোন্ শব্দ নির্গত হবে না ?

*উত্তরঃ - আমার মনে কীভাবে শান্তি আসবে? এই শব্দ দেহী - অভিমানী বাচ্চাদের মুখ থেকে নির্গত হতে পারে না । দেহ বোধ সম্পন্ন বাচ্চারাই এই শব্দ বলে, কেননা তাদের আত্মার জ্ঞানই নেই । তোমরা জানো যে, আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । মনের শান্তির তো কোনো কথাই নেই । আত্মা যদি নিজের স্বধর্মে স্থির হয়ে যায়, তাহলেই মন শান্ত হয়ে যাবে । আত্মাই পরমাত্মা যারা বলে তারা এই কথাকে বুঝতে পারবে না ।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতেই....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এই মরণ কাকে বলে । আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাকে মৃত্যু বলা হয় । এখানে বাচ্চারা জানে যে, আমরা বেঁচে থেকেই শরীর থেকে পৃথক, আর আমরা আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর ধামে চলে যাবো । যে আত্মারা যেতে পারে না, তাদের যোগের দ্বারা তিনি পবিত্র বানাচ্ছেন । একে বলা হয় নলেজ । আত্মা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে । এই বাচ্চা - বাচ্চা কে বলেন? পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে সকল ভক্তরা স্মরণ করে । আত্মা বুঝতে পারে যে, পতিত পাবন বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন । তাঁর তো নিজের কোনো শরীর নেই । এই শরীর তিনি লোন নিয়েছেন । আমাকেও এই শরীর ত্যাগ করতে হবে, আর যার ঘর (দেহ) তাকেও ত্যাগ করতে হবে । বাচ্চারা, এমনিতে এও তোমাদের পুরানো ঘর, এতে ইত্যাদি সবই আছে । তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই পুরানো দেহ রূপী ঘর সবাইকেই ত্যাগ করতে হবে । আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই বেঁচে থেকেই এই দেহ রূপী ঘর থেকে মমতা দূর করো । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো । এ তো বাচ্চারা জানেই - দুইটি জিনিস, জীব আর আত্মা । মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন জীবঘাত করে । আত্মা-ঘাত নয় । আত্মা জানে যে, শরীরের কারণেই আত্মার দুঃখ হয়, তাই তাকে ত্যাগ করতে চায় । তোমাদের আত্মা জানে যে, এখন আমরা দুঃখধামে আছি । এই শরীরও পুরানো ঘর । বাবা বুঝিয়েছেন - এ হলো অকাল সিংহাসন, যা ত্যাগ করে দ্বিতীয় নিতে হয় । আসনের পরিবর্তে ঘর বলা ঠিক । ঘরে জানলা ইত্যাদি থাকে, তাই শরীরকে ঘর বলা হয় । সিংহাসনের উপর রাজত্ব করা হয় । এই সময় তো হলো দুঃখধাম । এ অবশ্যই আত্মার ঘর অর্থাৎ নতুন শরীরে বসে আবার সিংহাসনে বসে যেতে হবে । রাজত্ব করতে হবে । দুনিয়াতে এমন তো কেউ নেই যে বাবার থেকে রাজত্ব প্রাপ্ত করে, যতক্ষণ না বাবা আসবেন ততক্ষণ কিভাবে বাদশাহী প্রাপ্ত করবে !

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের শাহেনশাহ বানাতে এসেছেন । রাজার থেকে যেমন মহারাজারা বড় হয়, তাই না । বাবা তাই বলেন, তোমাদের রাজার রাজা বানানো হয় । তোমাদের আত্মা জানে - এই পুরানো দেহ রূপী ঘর ত্যাগ করতে হবে । আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান ঘর প্রাপ্ত করে । সতোপ্রধান গুণবান আত্মা, তাই শরীরও এমনই সতোপ্রধান প্রাপ্ত করে । আত্মা বুঝতে পারে, কিভাবে আমরা আত্মারা ঘর প্রাপ্ত করি । উচ্চ পবিত্র আত্মারা শরীরও এমনই প্রাপ্ত করবে । পাবন হলে অবশ্যই পাবন দেহ রূপী ঘর প্রাপ্ত করবে । পাবন যিনি বানান, তিনি যখন আসবেন, তখনই তো আমরা পাবন হতে পারবো । তিনি নিজেই বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে, এখন আমি এসেছি । কল্প - কল্প আমি এই শরীরে এসে এই যজ্ঞ রচনা করি । এনার নাম ব্রহ্মা রাখতে হয়, এনাকে দত্তক নেওয়া হয় । গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমরা বুদ্ধির দ্বারা পুরানো সবকিছুর সন্ধ্যাস করে নিজেদের আত্মা নিশ্চিত করেছে । এখন বেঁচে থেকেই তোমাদের সব সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা এই পুরানো দুনিয়াতে থাকবে না । তোমাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া, বা মানব থেকে দেবতা হওয়া অথবা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা । এও বোঝানো হয় যে, মনুষ্য সৃষ্টি একটাই, যে চক্র লাগানো হয়, তাকে ঝাড় অর্থাৎ বৃক্ষও বলা হয় । বটবৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হয় । বটবৃক্ষের আয়ু অনেক বেশী হয় । এই ঝাড় যখন নতুন থাকে তখন আমরা দেবতারাই থাকি । এখন তো পুরানো হয়ে গেছে । এখানে সবাই গরীব, পাই পয়সার ব্যবসা করে । তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞান রঞ্জের কারবার করো । বাবার থেকে রত্ন গ্রহণ করে অন্যদের তা দান করো । তোমাদের বুদ্ধি এখন শ্রেষ্ঠ হীরের তুল্য হয়ে যায় । তোমাদের হলো জ্ঞান রঞ্জের কারবার । জ্ঞান রঞ্জের পরে তোমরা অগাধ জাগতিক রত্ন পাও । এমন গায়নও আছে -- সাগর হীরে - জহরতের থালা সাজিয়ে তোমাদের সামনে উপহার রাখে । তোমরা এখন এই পড়া আর যিনি পড়ান তাঁকে জেনে গেছে । বরাবর

আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞান রত্নের সাগর, যাঁকে রূপ - বস্তুও বলা হয় । আত্মা মুখের দ্বারা এই জ্ঞান রত্নের বর্ণনা করে । তোমাদের কাজই হলো এই । তোমরা অমৃতবেলায় উঠে এই জ্ঞান রত্ন বিতরণের কাজ করো । প্রভাত হলো সুন্দর সময় । বলা হয় - হে আমার মন, প্রভাতে রাম নাম জপ করো । এ তো আত্মারাই বলেছে, তাই না । মন - বুদ্ধি আত্মার মধ্যেই আছে । মনুষ্য দেহ বোধে থাকে, তখন বলে, আমার মন শান্ত হয় না । যেন শরীরের মধ্যে মন আছে । কিন্তু আত্মা বলে, আমার মন - বুদ্ধির কোনো জ্ঞান নেই । আমার শান্তি চাই । তারা নিজেকে আত্মা মনেই করে না । শান্ত বা অশান্ত আত্মাই হয় । আত্মাই বলে - আমি অশান্ত আত্মা, বা আমি শান্ত আত্মা । যাদের দেহ বোধ থাকে তারা বলে - আমার মনের শান্তি কিভাবে আসবে? মন কি? এও বুঝতে পারে না । আত্মা শান্তি পায়, নাকি আত্মার মন শান্তি পায়? প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । এই শরীর হলো তোমাদের অর্গ্যাস । এর দ্বারা কাজ করো অথবা স্বধর্মে টিকে যাও । সন্ন্যাসীরাও এই কথা জানে না । তারা তো বলে দেয় - আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা । কিন্তু তারা শক্তি কিভাবে পাবে যে, শান্তিতে থাকতে পারবে । বাবাকে যখন স্মরণ করবে তখনই তো শক্তি প্রাপ্ত করবে । কেবল শান্তিতেও কোনো লাভ নেই । ওরা মনে করে, আমি আত্মাই পরমাত্মা, আমি আত্মা পরমাত্মার লোকে চলে যাবো, আর কিছুই তারা জানে না । পুনর্জন্মকেই ভুলে যায় । ৮৪ জন্মকেও ভুলে যায় । বাবা সন্মুখে বসে বোঝান, তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন আমাদের বাবার গলার হার হতে হবে । আমরা প্রকৃতপক্ষে ওই বাবার গলার হার ছিলাম । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । নাটকে অ্যাক্টর খেলতেও থাকে আবার সময়ও দেখতে থাকে । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর এতো সময় বাকি আছে । সময় সম্পূর্ণ হলে সব অ্যাক্টর এসে স্টেজে দাঁড়িয়ে যায়, তারপর ড্রেস পরিবর্তন করে ঘরে চলে যায় । তোমাদেরও হুবহু এমনই পার্ট । বাবা তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন । এমন প্রশ্নই ওঠে না যে - আত্মারা ওখানে থাকে, নাকি থাকে না । আমাদের কাজ হলো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা । অবশ্যই ওখানে আত্মারা থাকে, তাইতো নীচে আসতে থাকে, বুদ্ধি পেতে থাকে । এখনো তো আসতে থাকছে, তাই না, তাই তো জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে । আত্মাদের তো ওখান থেকে স্টেজে আসতেই হবে, তাহলে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ কি করবে । যে আত্মারা ওখানে অবশিষ্ট রয়ে গেছে, সবাই আসবে, তাই তো বুদ্ধি হতে থাকে । এই বুদ্ধি তো হতেই হবে । একথা তো তোমরা আত্মারা জানোই, পরের দিকে যে সব আত্মারা রয়ে গেছে, তারা আসতে থাকবে, যেমন মশাদের দেখো রাতে জন্ম হলো আর সকালে দেখো সব মারা গেলো । ওদের কোনো হিসেব - নিকেশ তো থাকেই না । এই যে বড় বড় বিজ্ঞানাগার আছে, ওখানে ওরা কতো পরীক্ষানিরীক্ষা করে, নানান অনুসন্ধান করতে থাকে । জ্ঞান যেমন উচ্চ, তেমনই মায়াও কম নয় । দেখো, আসুরী মতে কি - কি সব তৈরী করছে । শ্রীমৎ কি বলছে, আর সায়েন্টিস্টরা কি - কি করতে থাকে । সুখও যেমন আছে, তেমনই এইসব জিনিসের বিনাশও হয়ে যাবে ।

সায়েন্স আর সাইলেন্স । তোমরা সর্বদা সাইলেন্সে থেকে বাবাকে স্মরণ করো । ওদের দেখো সায়েন্সের কতো অহংকার । কতো এরোপ্লেন, বারুদ ইত্যাদি আছে । সায়েন্সের উপর সাইলেন্সের বিজয় হয় । কেউ কেউ বলে থাকে - মনজিৎ তো জগৎজিৎ, কিন্তু মায়াজিৎ হলেই জগৎজিৎ বলতে পারো । আত্মা অশরীরী হয়ে বাবার কাছে চলে যাবে । বলা হয় - মনে যেন সঞ্চল - বিকল্প না আসে । বাবা বলেন, এ তো অবশ্যই আসবে । তোমরা আমাকে স্মরণ করো । আমরা আত্মারা আমাদের সাইলেন্স হোম, মুক্তিধামে যাই । বাবার ঘরে ফিরে যাই । বুদ্ধিতে থাকে - বাবা এসেছেন, আমাদের নিয়ে যাবেন । গাইড তো বাবাই । তিনি বলেন - আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো । কেউই তো ঘরের রাস্তা দেখেনি । একজনও যদি দেখে নিত তাহলে অনেকেই দেখে নিতে পারতো । তখন তারা সেই পথে যেতেও শেখাতো । এই দুনিয়ায় মানুষ বিরক্ত হয়ে বলে, এখান থেকে চলে যাই । সত্যযুগে তো এমন কথা বলবেই না । সবাই সুখধামকেই স্মরণ করতে থাকে । বাবা বলেন, আমি সবাইকেই মশার মতো নিয়ে যাবো । ওরা কেবল বলে দেয়, বুদ্ধির আত্মা নির্বাণধামে গিয়েছে । যদি তিনি চলেই গেছেন তাহলে তাঁর এতো সব বংশাবলী কিভাবে যাবে? কেউই যেতে পারে না । আমি তো যেতে পারি, তাই না । আমি আসিই তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । সত্যযুগে তো কতো অল্প সংখ্যক থাকে । এই সময় তো প্রচুর আত্মা । মশার সদৃশ্য, তাই না । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এক বাবারই কাজ । বাবা বলেন, তোমরা আমার গলার হার হতে পারলে তারপর বিষ্ণুর গলার হার হতে পারবে । আবার তোমরাই আগে অবতরণ করবে । ওরা পূজারী হয়, তাই তো রাবণের গলার হার তৈরী হয় । অবশেষে এই অবস্থা হয়ে যায় ।

তোমরা জানো যে, আমরা অর্ধেক কল্প সুখ আর অর্ধেক কল্প দুঃখে থাকি । রাবণের গলার হার সবার প্রথম দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষই তৈরী হয়, তারপর অন্য ধর্মের যারা, তারা আসবে, তারাও রাবণের গলার হার তৈরী হবে । অল্পে সবাই রাবণের গলার হার হয়ে যায় । এই ড্রামার খেলা এমনভাবে তৈরী আছে যা একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবে না । না বোঝানোর জন্যও তো অনেক পয়েন্টস পাওয়া যায় । সংক্ষেপে বলা হয়, এক বাবাকে স্মরণ করো । তিনি

কিভাবে পতিত দুনিয়াকে পাবন বানান, এরপর রাবণের গলার হার সবার প্রথমে কারা হয়, এইসব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বরাবর আমরাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের বাবার গলার মালা, তারপর বাবা আমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তৈরী করেন। তারপর রাবণ রাজ্যে শুরু হয়। এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে ঘুরতে থাকে, তোমরাই নশ্বরের ক্রমানুসারে জানতে পারো। স্কুলে সব বিষয়ে ১০০ নম্বর তো কেউ পেতে পারে না। হ্যাঁ, কেউ যে কোনো একটি বিষয়ে ১০০ নম্বর পেতে পারে। তেমনই এতেও নম্বর আছে। দৈবী গুণ ধারণ করা কতো বড় বিষয়। সমস্ত চক্রের রহস্যও বোঝাতে হবে। কারোর মধ্যে গুণ কম থাকে কিন্তু সুন্দর মুরলী পাঠ করে। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো থাকেই, তাই না। যে পাস করে যায় সে গলার মালায় গ্রথিত হয়ে যায়। বাবা তো পারফেক্ট, তাঁর মতো পারফেক্ট আর কেউই হতে পারে না। তিনি তো জনম - মরণে আসেনই না। তোমাদের বুদ্ধিতে কতো নতুন নতুন পয়েন্টস আছে যা আর কারোর বুদ্ধিতে বসতেই পারে না। এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি, ভগবান উবাচঃ হলো - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। একথা বুঝতে পারা যায় যে, ভারত কতো আর্মীর ছিলো, এখন গরীব হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারত খুবই বিত্তবান ছিলো, সেই সময়কে প্যারাডাইস বলা হয়। লৌকিকে কেউ যদি উচ্চ বংশের হয় কিন্তু গরীব হয়, তার প্রতিও দয়ার অনুভব হয়। তখন বলবে, বেচারি কতো নেমে গেছে। তখন তাকে উপরে তোলার প্রয়াসও করে। খ্রীস্টানরা ভারতের অনেক অর্থ নিয়ে নিয়েছে, সেই ধনে তারা নিজেরা বিত্তবান হয়ে গেছে। ভারত যখন গরীব হয়ে গেছে, তখন তারা তো সাহায্য করবে, তাই না। তখন লোন দিয়ে তারা সাহায্য করে। তোমরা জানো যে, কি হিসেব - নিকেশ আছে। কেউ যদি ভালো বোঝে তাহলে সে বুঝতে পারে, এতে সব লেনদেনের হিসেব শেষ হয়। প্রেরক কে, একথা কিন্তু কেউ বোঝে না। এই বিষয় এখন তোমরা বুঝতে পারো। ভারত যখন ধার্মিক দেশ ছিলো, তখন তার কতো শক্তি ছিলো, সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলো। প্রথম ধর্মই হলো দেবী - দেবতা ধর্ম যা বাবা স্থাপন করেন। এখন এই ধর্ম সবথেকে নেমে গেছে, তাই বাবা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। লড়াই যখন শুরু হবে তখন ওরা নিজেও যেমন লড়াইতে থাকবে, সাহায্যও করতে থাকবে। এখনো দেখো ওরা দিতে থাকছে, না হলে ভারত অভাবে শেষ হয়ে যাবে। এমন কিন্তু কখনো হয় নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসতে থাকবে। এই পড়া সম্পূর্ণ হলে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। এখন তো এই পড়া চলছে, তাই না। বাবাকে পড়াতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন জ্ঞান রত্নের কারবার করতে হবে, রূপ - বসন্ত হয়ে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে হবে আর পড়াতেও হবে

২) বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই পবিত্র হতে হবে। অশরীরী হয়ে, বাবার স্মরণে থেকে সাইলেন্সের শক্তিতে সায়েন্সের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- সदा উৎসাহ - উদ্দীপনার ডানায় ভর করে নিজে উড়ে অন্যকেও ওড়াতে পারা মজবুত আর ক্লান্তিহীন ভব তোমরা আত্মারা অনেক আত্মাকে ওড়ানোর নিমিত্ত, তাই তোমাদের উৎসাহ - উদ্দীপনার ডানা যেন মজবুত হয়। সदा এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমরা ব্রাহ্মণ আত্মাদের উপরে (বি.কে) বিশ্ব কল্যাণের দায়ভার আছে, তাহলে আলস্য আর অমনোযোগিতা শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে। কখনোই ক্লান্ত হবে না, যার মধ্যে উৎসাহ - উদ্দীপনা থাকে সে ক্লান্তহীন হয়। সে নিজের চেহারা আর আচার-আচরণে সदा অন্যের উৎসাহ - উদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে থাকে।

স্নোগানঃ:- বাবার সঙ্গ আর রং যদি লেগে থাকে তাহলে সব মন্দ সহজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে পবিত্রতার ব্রতকে পাকাপোক্ত করে রাখতে হবে কারণ এ হলো অন্তিম জন্ম, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার ভালোবাসা বা অধিকার কোন্ কোন্ বাচ্চাদের জন্য থাকে?

*উত্তরঃ - যারা ভালো ভাবে (সঠিকভাবে) পড়ে এবং পড়ায়, তার প্রমাণ দিয়ে থাকে - তাদের প্রতি বাবার সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা থাকে। যারা ভালোভাবে পড়বে তারাই মালায় গাঁথা হয়ে যাবে।

*প্রশ্নঃ - ভবিষ্যতের দিব্যপদ প্রাপ্ত করার জন্য নিজের ক্ষেত্রে কি চেক করতে হবে?

*উত্তরঃ - চেক করো যে দৈবগুণ ধারণ করার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিঘ্ন আসে, সেই বিঘ্নগুলিকে যুক্তি সহকারে উড়িয়ে (পার করে) দিতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমি কতখানি পবিত্র হয়েছি। কোনো কাঁটা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না তো!

*গীতঃ- ছেড়ে দাও ঐ আকাশ সিংহাসন.....

ওম্ শান্তি । ভক্ত ভগবানকে অর্থাৎ বাবাকে ডাকে, কেন ডাকে? কারণ তারা দুঃখী। এও তোমরা বোঝো যে দুঃখের পর সুখ অবশ্যই আসবে। সুখ ছিল, এখন নেই তাই ডাকে যে এসে সহজ রাজযোগ শেখাও। অবশ্যই শিক্ষা দানকারী বাবাকে চাই। বাবা বোঝান - যেমন তোমরা আত্মারা গর্ভে এসে শরীর ধারণ করো সে'রকম আমি নিই না। আমাকে তো পতিতদেরকে পবিত্র করতে হবে, সেইজন্য বড় শরীর চাই। আমায় আসতেই হয় পবিত্র বানানোর জন্য। মায়া রাবণ তোমাদের পতিত করে দিয়েছে, সেইজন্য এখন ৫ বিকার দানে দিয়ে দাও তবেই গ্রহণ মুক্ত হয়ে যাবে। প্রথমেই মুখ্য হলো দেহ-অভিমান। এখন নিজেদের দেহী-অভিমानी মনে করো। আমি এই দেহে বসবাসকারী আত্মাদের সঙ্গে কথা বলে থাকি, তাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই জ্ঞান শুনিয়েছিলাম। রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। প্রতি কল্পে শিখিয়ে থাকি। আমার আসাই পতিত থেকে পবিত্র করার কাজের জন্য। বাবার ভূমিকা হলো, এসে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করা। তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র দেবতা ছিলাম পুনরায় পবিত্র হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। ভবিষ্যতে তোমরা সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়ে যাবে। এই নলেজ হলোই প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার। তাই যখন দৈবগুণ ধারণ করবে তখন প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। নিজেকে দেখতে হবে, আমি ধারণ করি কী ? কি কি বিঘ্ন আসে ? যুক্তি দিয়ে সেই বিঘ্নকে উড়িয়ে দিতে হবে। বাবার স্মরণেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। যে কাঁটাই আসবে তাকে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যত স্মরণ করবে ততই রাস্তা পরিষ্কার হতে থাকবে। গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্মফুল-সম হতে হবে। কখনো বিকারে লিপ্ত হবে না। মূলকথাই হলো বিকারের। বিকারে লিপ্ত হওয়া বন্ধ করতে হবে। যদিও কতই না বিঘ্ন আসে কিন্তু পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। অধিক বিঘ্ন আসে স্ত্রীয়েদের উপর। তারা চায় যে আমরা পবিত্র থাকি। কৃষ্ণপূরীতে যেতে চায়। কৃষ্ণ-জয়ন্তীতে অতি প্রেমপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে (দোলনায়) দোলায়। পূজা করে, ব্রত ইত্যাদি রাখে। সে তো হলো কেবল ৭ দিনের ব্রত, উপবাস। বাবা বলেন যে এখন তোমরা এই ব্রত রাখো যে বিকারে কখনোই লিপ্ত হবো না। যতদিন জীবিত থাকবো পবিত্রতার ব্রত রাখবো।

তোমরা জানো যে পুরোনো দুনিয়ায় এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। না কেবল আমাদের অবশ্যই সমগ্র দুনিয়ারও অন্তিম জন্ম। তোমরা তো বোঝো যে এখন আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাই। পরের জন্ম আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় হবে। ওই হঠযোগী সন্ন্যাসীরা এইরকম কোনো ভাবনা চিন্তায় পবিত্র হয় না যে এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। এখানে তো পরিশ্রম আছে। সাথে থেকেও কখনো বিকারে লিপ্ত হবে না। দুজনকেই ব্রত রাখতে হবে। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। তারাই আহ্বান করে। পুরুষরা কখনো আহ্বান করে না যে প্রভু আত্র (লজ্জা) রক্ষা করো। আমাদের নগ্ন হওয়া থেকে বাঁচাও, এ হলো মায়েদের আহ্বান। মাতা'রা বাবাকে আহ্বান করে যে বাবা আমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করো। এ হলো সেই গীতা ভাগবত-সম্বন্ধীয় কথা, কেবল ভুলবশতঃ নাম শ্রীকৃষ্ণের করে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো পতিত-পাবন নয়। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা জানো যে পবিত্র হওয়ার জন্য মারধোরও খেতে হয়। কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল। এখন পুনরায় হচ্ছে। একজন দ্রোপদী নয়, তোমরা কত দ্রোপদীরা রয়েছো। অসংখ্য পতিতদের পবিত্র করতে হবে। মায়েরা তোমরা নিমিত্ত হয়েছো - পবিত্র হয়ে, পবিত্র বানানোর। তোমাদের আরও বেশী করে পড়ায় ধ্যান দিতে হবে। নিজের স্বজাতীয়দের (হামজিন্স) তুলতে হবে। সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তিমার্গ। এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ। গৃহস্থী জীবনে

থেকে পবিত্র হতে হবে, পড়তে এবং পড়াতে হবে, যাতে পদ উচ্চ হয়ে যায়। পড়া হলো অতি সহজ। বোঝাতে হবে, যে ভারত হীরেতুল্য ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, এখন এত নীচে নেমে গেছে কেন? আমরা তোমাদের অসীম জগতের হিন্দী-জিওগ্রাফী বলবো। তারপর স্বর্গ কেমন হবে, মানুষের তো তা চিন্তাতেও নেই। এ তো কারোর জানা নেই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ যাঁরা পূজ্য ছিলেন তাঁরাই পূজারী হয়ে গেছেন। নিজেই পূজ্য.... এ'কথা পরমাত্মার জন্য নয়। এ তো কারোর জানা নেই, যিনি পূজ্য ছিলেন তিনিই পূজারী তমোপ্রধান হয়েছেন। পূজ্য ছিলেন, অবশ্যই পুনর্জন্ম নিয়েছেন।

বাবা বসে বোঝান যে সত্যযুগে যারা যায় তাদের পুনর্জন্ম নিতে হয়। আমরা প্রথমে সূর্যবংশীয়, পরে চন্দ্রবংশীয় হয়েছি, পরে ব্রাহ্মণবংশীয়, তারপর দেবতাবংশীয় হবে। যেমন বাবা এঁনাকে দত্তক নিয়ে ব্রহ্মা বানিয়েছেন। তোমরা কীভাবে হয়েছে? কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের আপন করে নেন। বাবা-ই পতিতদের পবিত্র করেন। এখন তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা পবিত্র হয়ে যাই। বাবা কৃপা করবেন? কৃপা তো করেছেন, তাই না! পরমধাম থেকে পতিত দুনিয়ায়, পতিত দেহে এসেছেন। বাবা বলেন - এখন আমি এসেছি তাই যা শেখাই তা শেখো, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা শক্তি পাবে। বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে আশীর্বাদের তো কথাই নেই। টিচারকে বলবে কি যে আপনি কৃপা করুন তাহলে আমি ১০০ নম্বরে পাশ হয়ে যাবো। ইনিও হলেন অসীম জগতের শিক্ষক - পড়িয়ে থাকেন। কেউ নলেজ ধারণ না করতে পারলে তখন কি করবে! টিচার সকলের উপর কৃপা করলে তখন সকলেই পাশ করে যাবে, তাহলে রাজধানী কীভাবে হবে? বাচ্চারা, তোমাদের তো পুরুষার্থ করতে হবে। মা-বাবাকে ফলো করো। বাবাকে স্মরণ করো, আর কোনো উপায় নেই। নাহলে বাবাকে কেন ডাকো! সাধু-সন্তাদিরা সকলেই বলে, এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। মহাসঙ্কট আসবে। যখন বিনাশ শুরু হয়ে যাবে তখন মনে করবে যে ভগবান এখন কোথাও গুপ্তবেশে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি থাকতেন তবে সমগ্র দুনিয়ায় ঢাকঢোল বেজে (সারা পড়ে যাওয়া) যেত। শ্রীকৃষ্ণ তো আসতে পারে না। সে তো বাবাকেই আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত বাবাকে জ্ঞান শোনাতে হয়। আসেনই গুপ্তরূপে। শ্রীকৃষ্ণ তো হতে পারে না। নিরাকার বাবা সকলেরই এক। তিনি এসেছেন পতিতদের পবিত্র করে উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তোমাদেরও কর্তব্য রয়েছে - সকলকে বলা। জিজ্ঞাসা করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কীসের সম্বন্ধ? বাবার তো অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে। পরমপিতার ডায়রেকশন হলো - এক তো আমাকে স্মরণ করো আর ভালোভাবে পড়ো। বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করে উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তোমাদের অসীম জগতের হিন্দী-জিওগ্রাফী বোঝাতে থাকেন। চিত্রের উপরেও তোমরা বোঝাতে পারো। সত্যযুগে ভারত মাথার মুকুট ছিল। সূর্যবংশী দেবী-দেবতারা রাজ্য করতেন, তারপর চন্দ্রবংশীয় রাজ্য হয়েছে, কলা কম হতে থাকেছে। এও তো দেখতে হবে, তাই না! ভালভাবে পড়লে তখন শিখবেও। না পড়লে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সাবধান কে করবে? আজকাল মায়া অনেক রকমভাবে অসতর্ক করে দেয়। এখানে মিথ্যা গুপ্ত থাকতে পারে না। কোনো বিকর্ম করলে তা জমা হতে থাকবে। পাপ অথবা পুণ্য, জমা তো অবশ্যই হয়। সেই অনুসারেই পরের জন্ম হয়ে থাকে। কোনও পাপ করলে তখন জন্মও তেমনই প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য বাবা বলেন - কোনো পাপ করলে তৎক্ষণাৎ বলে দাও। এমন নয় যে ইস্বর তো সবই জানেন। বাবাকে বলতে হবে। এই জন্মে যে পাপ কর্ম করা হয়েছে, সে তো আত্মা জানে। সবকিছুই স্মরণে থাকে যে আমি কি কি কর্ম করেছি। বাপদাদাকে বলো যে আমরা কি কি করেছি। মুখ্য কথা হলো বিকারের। চুরি করা, ঠকানো, এ'সব হলো ছোট ছোট বিষয়। মুখ্য বিষয়ই (কথা) হলো বিকার, কাম হলো মহাশত্রু। বিকারে লিপ্ত হয় যারা, তাদেরকেই পতিত বলা হয়ে থাকে। এই বিকারের উপর প্রথমে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। তোমাদের শত্রুই হলো রাবণ, যে পতিত করে দেয়। সেইজন্য পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। বাবার হয়ে গিয়ে আবার যদি বিকারে যাও তবে অনেক চোট পাবে। প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে, এছাড়া কামও হলো মহাশত্রু। সবরকমের যুদ্ধই এর জন্য। সে'জন্য এ'সমস্ত বুঝে তারপর অন্যান্যদের বোঝাতে হবে। বাবা জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কতজনকে প্রকৃত গীতা বা সত্যনারায়ণের কথা, অমরকথা শুনিয়েছো! পাপাত্মা তো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তাহলে এই পোতামেলও (দিনলিপি) বলো তবেই বুঝবে যে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে। কতজনকে নিজের সমান করে গড়ে তুলেছো। এ হলো সহজ রাজযোগের কথা। বাপদাদার পরিচয় দিতে হবে। দুনিয়ায় এ তো কেউ জানেই না। বাবার কাছে অনেকের সার্টিফিকেটও আসে। লেখে যে অম্মুকে এরকম বুঝিয়েছে, সেই গুরুই নিমিত্ত হয়েছে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেওয়ার জন্য। বি.কে.-রা প্রমাণ দেয়। কিন্তু যে তৈরী হয়, সে কাকে বোঝায়? কাউকে নিয়ে আসে কী? নিয়ে তো আসতে হবে, তাই না! যার নিশ্চয় থাকবে সে তৎক্ষণাৎ বলবে, প্রথমে বাবার কোলে তো যাই। খ্রিস্টানদের মধ্যে বাচ্চার জন্ম হলে তখন খ্রিস্টীয়করণ (ব্যাপটাইস) করায়। আমরাও তো ঈশ্বরের দত্তক সন্তান হয়েছি। সন্তুরুর কোলে তো যাও! দত্তক নেন, বাবার সঙ্গে মিলন হয় তখন এ হয়ে গেলো আমাদের উত্তরাধিকার। এত সহজেই কেউ বেরিয়ে আসবে সে'টা কঠিন। বোঝাতে তো হবে, তাই না! ভবিষ্যতে সঠিকভাবে বুঝবে। তোমাদের মধ্যে এই শক্তি আসবে। তারপর বাবার সঙ্গে মিলন না হওয়ার জন্য ঠিকে থাকতে পারবে

না। পুরোপুরি পালিয়ে যাবে। ইনি হলেন মাতা-পিতাও, শিক্ষকও, আবার গুরুও। মা-বাবার কোলে তো এসো। গুরুর কাছে যায় কিন্তু সে কোনো স্বর্গের রাজত্ব (বাদশাহী) দিতে পারে না। রাজত্ব বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। বাবা-ই হলেন শিক্ষক, গুরুও তাহলে কেন তিনজনের থেকেই উত্তরাধিকার নেব না। এ হলো বিস্ময়কর, তাই না! শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলবে নাকি উনিই বাবা শিক্ষক, গুরু, না তা বলবে না। উনি হলেন ছোট্ট প্রিন্স। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে ইনি হলেন বাবাও, শিক্ষকও, গুরুও। এঁনার কোনো পিতা, শিক্ষক, গুরু নেই। শ্রীকৃষ্ণের তো মা-বাবা ছিল, তাই না! পতিত-পাবন হলেন অদ্বিতীয় পিতা, যাঁর মাতা-পিতা থাকে সে কখনো পতিত-পাবন হতে পারে না। তাকে ভগবান বলতে পারো না। ঈশ্বরের কোনো মাতা-পিতা থাকে না। গডফাদারের কোনো ফাদার থাকতে পারে না। গডফাদারকেই পতিত-পাবন, লিবারেটর বলা হয়ে থাকে। ওঁনাকে লিবারেট (মুক্ত) করার মতন কেউ নেই। এ হলো বাবার-ই কাজ। মানুষকে ঈশ্বর বলতে পারা যায় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করেরও রচনাকার হলেন সেই পিতা, তিনিই হলেন রচয়িতা। সর্বোচ্চ ঈশ্বরের গায়ন করা হয়ে থাকে। তিনি হলেন আমাদের সকলের বাবা। শ্রীকৃষ্ণকে সকলের বাবা বলবে নাকি! না তা বলবে না। আমরা সকলেই হলাম অদ্বিতীয় নিরাকার পিতার সন্তান। তিনিই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। নতুন দুনিয়া সুখধামকে বলা হয়ে থাকে। তারপর নতুন থেকে পুরোনো দুনিয়া হয়ে যায়। রাবণ রাজ্য তো, তাই না! রাবণকে জ্বালিয়েও থাকে কিন্তু জানে কিছুই। যে উৎসবই পালন করে থাকুক, তার অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝান, এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তিম জন্ম। রাবণেরও এখনই অন্ত হয় তারপর সত্যযুগে বানাবে নাকি! এই শত্রু কি ধরনের যাকে দহন করা হতেই থাকে। এর জন্ম কবে হয়েছে? কারোর জানা নেই। শিবজয়ন্তী তো পালন করো তাহলে রাবণ জয়ন্তীও পালন করো, তাই না! বোঝে না কিছুই। তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে - এ হলো বিস্তারিত তথ্য (কথা)। এও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। ক্লাসেই আসবে না তাহলে কি পড়বে? পড়বে না, পড়াবে না তাহলে কি পদ পাবে? সেই বাচ্চাই ভালো যারা (স্বয়ং) পড়ে পড়ায়। প্রমাণ দেয়। বাচ্চা তো সকলেই। বোঝা উচিত যে আমরা অনেক সার্ভিস করবো, অনেককে নিজের সমান তৈরী করবো, তবেই বাবার অনেক ভালোবাসা থাকবে। বাবা তো স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন করে থাকেন। বলেন, বাচ্চারা ভালভাবে পড়ো। তোতাও তো একটি কথা বলা পাখি, যার কষ্টী(গলায় মালার মতন রিং) হয়। এখানেও তেমনই যে ভালোভাবে পড়বে সে-ই মালায় গাঁথা হবে। পড়েই না তাই তো জংলী হয়ে যায়। তারা বিজয়মালায় আসতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের ভালোভাবে পড়তে এবং পড়াতে হবে। এ হলো সত্যিকারের কথা, যা সত্য বাবাই শুনিয়ে থাকেন। সত্য ভূখন্ডের স্থাপনা করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে কখনো মিথ্যা কথা বলা হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমলফুলের মতন থাকতে হবে। যতদিন জীবিত থাকবে, পবিত্রতার ব্রত অবশ্যই রাখতে হবে।

২) কৃপা চাওয়ার পরিবর্তে মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে। পড়া ধ্যান সহকারে পড়তে এবং পড়াতে হবে।

বরদান:- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের মাধ্যমে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী সহজ সফলতা-মূর্তি ভব কর্মে যোগ আর যোগে কর্ম - এমন কর্মযোগী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, শ্রেষ্ঠ স্থিতি, শ্রেষ্ঠ বায়ুমন্ডল গঠনকারী, সকলের দোয়ার(আশীর্বাদ) অধিকারী হয়ে যায়। কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা প্রতিটি কর্মে বাপদাদার ব্লেসিংস্ (আশীর্বাদ) তো প্রাপ্ত হয়ই উপরন্তু যার সাথেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে তার থেকেও দোয়া প্রাপ্ত হয়, সকলেই তাকে ভালো মনে করে, এই ভালো মনে করাই হলো দোয়া। সেইজন্য যেখানে দোয়া রয়েছে সেখানেই সহযোগিতা আছে আর এই দোয়া বা সহযোগই সফলতা-মূর্তি বানিয়ে দেয়।

স্নোগান:- সদা খুশিতে থাকা আর খুশির ভান্ডার (খাজানা) বিলিয়ে দিতে থাকা - এ'টাই হলো প্রকৃত সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের ধর্ম আর কর্ম হল জ্ঞান অমৃত পান করা আর অন্যদেরকেও পান করানো, তোমরা নরক বাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করছো”

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কর্মের কোন্ নিগূঢ় (গূহ্য/রহস্য যুক্ত) গতির জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে?

*উত্তরঃ - বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি কখনও নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও পাপ কর্ম করো তো একটা পাপ কর্মের জন্য একশত গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে - ব্রাহ্মণেরা তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান আছে, এইজন্য তোমরা কোনো পাপ কর্ম করবে না। ব্রাহ্মণেরা তোমাদের এখন লক্ষ্য হল - সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া, এইজন্য তোমরা নিজেদের অপগুণ গুলিকে বের করে দেওয়ারই পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই....

ওম শান্তি । অসীম জগতের বাবা হলেন ভোলানাথ, অবশ্যই মানুষ থেকে দেবতাও তিনিই বানান। সকল মানুষই তো হল আসুরীক সম্প্রদায়। তারা মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না। তাঁর জন্যই গাওয়া হয় মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না। দেবতার অমরলোকে থাকেন। এটা হল মৃত্যুলোক। অবশ্যই বাবা এসে মৃত্যুলোকে অমর কথা শোনাবেন, অমর বানানোর জন্য। এখন ‘মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না’ - এখানে কোন্ মানুষের কথা বলা হয়েছে? অবশ্যই শূদ্রদেরকেই দত্তক নেবেন তাই না! তো বলা যাবে যে শূদ্র বর্ণের মানুষদেরকে ব্রাহ্মণ বর্ণে নিয়ে আসেন। এত সব বাচ্চারা বলে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা যখন আছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর ধর্মের বাচ্চারাও থাকবে। মুখ-বংশাবলী হলেও মাতা-পিতা তো অবশ্যই চাই, তাই না। মাম্মারও মুখ-বংশাবলী বলা হবে। বাবারও মুখ-বংশাবলী তো দাদারও মুখ-বংশাবলী হবে। কুখ-বংশাবলীর এখানে নামই নেই। তারা কলিযুগী ব্রাহ্মণেরা হল কুখ-বংশাবলী আর তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে মুখ-বংশাবলী। সেখানকার ব্রাহ্মণ তো বিবাহের সময়ে একে-অপরের হাতে গাঁটছড়া বেঁধে দেয় বিষ পান করার জন্য। আর তোমরা ব্রাহ্মণেরা অমৃত পান করানোর জন্য পরমাত্মার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দাও। কতখানি পার্থক্য হয়ে যায়। তারা নরকবাসী বানায় আর তোমরা স্বর্গবাসী বানাও। জ্ঞান অমৃত পান করে মানুষ থেকে দেবতা হয়। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই তাই তাঁর সহায়তাও প্রাপ্ত হয়। নিজের সন্তান আর সত সন্তান, দুইরকমই তো আছে তাই না। সত সন্তানরা এতটাও সহায়তা পাবে না যতটা নিজের সন্তানরা পাবে। বাবা নিজের সন্তানদেরই বেশী ভালোবাসেন। লৌকিকেও যদি নিজের সন্তান না হয় তাহলে ভাই এর সন্তানদেরকে ভালোবাসতে হয় বা ধর্মের সন্তান বানাতে হয়। এখন তোমরা বর্ণগুলিকে জেনে গেছো। যদিও বিরাট স্বরূপ বানিয়ে থাকো কিন্তু তারও হিন্দী-জিওগ্রাফী কেউ বলতে পারবে না যে এর দ্বারা কি হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই চক্র পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। এত জন্ম দেবতা ধর্মে, এত জন্ম ক্ষত্রিয় ধর্মে। এখানে মিথ্যার কোনো কথা নেই। ৮৪ জন্ম প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সতোপ্রধান তারপর সতঃ রজঃ তমঃ অবশ্যই সবাইকেই হতে হয়। দেবতার যারা সতোপ্রধান ছিলেন, তারাই আবার এসে তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাগ্রস্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ কবরে শায়িত হয়ে আছে। এটা হল বিনাশের সময়। সকলেরই হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত হবে পুনরায় নতুন জন্ম হবে। ধন-সম্পত্তির হিসাবের খাতা হয়। এখানে আবার কর্মের হিসাবের খাতা আছে। অর্ধেক কল্পের খাতা। মানুষ যে পাপ কর্ম করেছে সেই হিসাবের খাতাই চলছে। এমন নয় যে একবারই শাস্তি ভোগ করলে সেই খাতা সমাপ্ত হয়ে যায়। না, হয় না। পাপ আত্মা কীভাবে হয়? প্রতিদিন কর্মের বোঝা বৃদ্ধি হতে হতে একেবারেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার বলে যে - সন্ন্যাসীরা তো সন্ন্যাস করে, তাহলে পুনরায় কেন তাদেরকে তমোপ্রধান হতে হয়? বাবা বলেন যে তাদের সন্ন্যাস হল রজোপ্রধান। এখন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। সেখানে তো হল মানুষের মত। যেরকম মানুষ বলে যে আমরা মোক্ষ লাভ করি, কিন্তু কীভাবে? সকল অ্যাক্টরকে তো এখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কেউ বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। গীতাতেও এইরকম অনেক কথা লিখে দিয়েছে। প্রথমে সর্বব্যাপীর কথা লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা এখন তোমাদের মনের মধ্যে রয়েছে বাবার স্মরণ। রচয়িতা বাবা আর সাথে বাবার রচনা। কেবল বাবা নয়, তাঁর রচনাকেও স্মরণ করতে হয়। নিজেদের কাজকারবার ইত্যাদিও করো আর সাথে সাথে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, শিববাবার জীবনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও জেনে থাকো। আবার সঙ্গম যুগে জগৎ অশ্বা জগৎ পিতাকেও জেনে নিয়েছে। জগৎ অশ্বা সরস্বতী গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর অনেক চিত্র আছে। বাস্তবে মুখ্যতঃ একটাই চিত্র হল জগৎ অশ্বা সরস্বতী। এই ব্রহ্মা হলেন ব্যক্ত, যিনি অব্যক্ত হন। অব্যক্ত হওয়ার পর সেই ব্রহ্মা পুনরায় সাকার মহারাজা শ্রী নারায়ণ হন, পুনরায় ৮৪ জন্ম শুরু হয়। তোমরা তোমাদের

কাজকারবারও করতে হয়, তাই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে এমন কোনও পাপ কর্ম করবে না যেটা বিকর্ম হয়ে যায়, তাহলে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে পারবে না। তারা গাইতে থাকে - আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই...। এই সময় হলই মিথ্যা খন্ড। সত্য খন্ড স্থাপন করেন এক বাবা। এই সময় সবাই অনাথ হয়ে গেছে।

বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে কোনও অপগুণ যেন না থাকে। সবথেকে প্রথম অপগুণ হল দেহ-অভিমান। দেহী-অভিমानी হতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দেহ-অভিমানের কারণেই অন্যান্য সকল বিকার আসে। অহংকার হল প্রথম নশ্বরের শত্রু। বাবা ডায়রেক্ট বলছেন যে অতিপ্রিয় বাচ্চারা - দেহের অহংকার ত্যাগ করো। আমার তো দেহ নেই। আমি এসে এই অর্গ্যান্স দ্বারা কথা বলি। তোমরা তোমাদের অর্গ্যান্স দ্বারা শোনো আর বোঝো। এখন অসীম জগতের বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন যে আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এমন কোনও পাপ কর্ম করবে না যাতে বদনাম হয়ে যায় আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবা বলছেন - কেউ তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানাতে পারবে না। এখন বাবা তোমাদেরকে সব সত্য কথা বোঝাচ্ছেন। তোমরা সত্যের সঙ্গে বসে আছো, সত্য কথা শুনতে আর সত্য খন্ডের মালিক হওয়ার জন্য। তার নাম হলই টুথ। সত্য জ্ঞানের সাগর। বাবা বলছেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান সাগরের থেকে তোমরা জ্ঞান নদীরা নির্গত হয়েছো। পার্থিব নদী গুলি তো জলের সাগর থেকে নির্গত হয়। সেই নদীগুলিকে পতিত-পাবনী কি করে বলা যেতে পারে! পতিত-পাবন তো হলেন পরমাত্মা তাই না, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। পার্থিব গঙ্গা সমগ্র দুনিয়াতে খোড়াই প্রবাহিত হয়। এটা তো অসীম জগতের বাবারই কাজ। তো তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী হচ্ছে। ব্রাহ্মণ হল কেশ শিখা (টিকি)। কিন্তু এখন তোমাদেরকে সতাপ্রধান বলা হবে না, কেননা এখন তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থী। সেবা করছো। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, এই জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সম্মান দেওয়া হয় কেননা তোমরাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো। এরকম নয় যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। এই কাজ তো বাবা করেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা নাকি দেবতাদের দ্বারা। পুরানো দুনিয়াতে এসে বাবাকে নতুন সৃষ্টি রচনা করতে হয়। অসীম জগতের বাবা নতুন মহল স্বর্গ বানিয়েছেন। নতুন জিনিসকে পুরানো তো হতেই হয়। লৌকিক বাবাও নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন তো অবশ্যই পুরানো হবে। এমন নয় যে বাবাই পুরানো করেছেন। প্রত্যেক জিনিস সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবশ্যই হবে। সেইরকমই সমগ্র সৃষ্টিও নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হবে। এখন দেহের সকল ধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা সকল বাচ্চাদের জন্য বলছেন যে এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। ভুলে যাওনি তো! আমি তোমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাতে এসেছি। আমরা ৫ হাজার বছর আগেও মিলিত হয়েছিলাম। আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। স্মরণে আছে তাই না। ভুলে তো যাওনি? আমি প্রতি কল্পে এসে তোমাদেরকে বাদশাহী প্রদান করি। তোমাদেরকে কড়ি থেকে হিরের মতো তৈরী করি। বাচ্চারা বলে যে - বাবা, এই চক্র থেকে মুক্ত হতে পারবো না? বাবা বলেন যে - না। এই সৃষ্টি চক্র তো হল অনাদি। যদি চক্র থেকে বেরিয়ে যাবে তো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই চক্র তো অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে। আমি পুনরায় এসেছি। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগেই আসি। তারা তো যুগে-যুগে লিখে দিয়েছে। বলেও যে পতিত-পাবন এসো, পবিত্র বানাও। সুখধামে নিয়ে চলো। পতিত দুনিয়াতে কেবল দুঃখই দুঃখ। আচ্ছা আমার কাছে তো দুটি ধাম আছে। কোথায় যেতে চাও? বাবা বলছেন - সুখধামে তো অনেক সুখ আছে। আর মুক্তিধামে গেলে তবুও ভূমিকা পালন করতে তো অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু যখন স্বর্গ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পরমধাম থেকে নেমে আসবে। স্বর্গে আসবে না। তোমাদের কি স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা নেই? তোমরা নরকে মায়ার রাজ্যেই আসতে চাইছো? সেই সময়েও প্রথমে সত্য হবে তারপর রজঃ, তমঃ হবে। যে পবিত্র আত্মারা আসে তারা প্রথমেই দুঃখ ভোগ করবে না। আসার সাথে সাথে খোড়াই পাপ করবে। কিন্তু আত্মাকে সত্যঃ রজঃ তমঃ হতেই হবে। এই চক্রকেও বুঝতে হবে। এখন তোমরা ফাইনাল অবস্থাতে যেতে পারবে না। স্কুলেও ১২ মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা হয়, তাই না। অন্তিম সময়ে তোমাদের অবস্থা পরিপক্ব হয়ে যাবে। অনেক বৃদ্ধি হবে। কতো সেন্টার্স খুলে যাবে। সেন্টার্সের জন্য তো অনেকেই বলতে থাকে কিন্তু এত সংখ্যক টিচার তৈরী নেই। ফার্স্ট ক্লাস সময় হল - অমৃতবেলা। কেউ অমৃতবেলায় আসতে না পারলে, নুমাশামে অবশ্যই আসবে। স্কুলেও দু-বার শিষ্ট হয়। আচ্ছা - বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে।

বাবা সকল সেন্টার্সের বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিজের পোতামেল (দৈনন্দিন চার্ট) লেখো যে আজ আমার রেজিস্ট্রার খারাপ হয়নি তো। কোনও ভুল কাজ করিনি তো? যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। শিববাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি কতোই না মিষ্টি। ভগবান বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে মাস্টার ভগবান-ভগবতী বানাই, স্বর্গের। তো আমার আঙা মেনে চলো। নশ্বর ওয়ান শ্রীমত হল - দেহী-অভিমानी হও। বিকারে যেও না। এ হল মহা শত্রু। এর উপর জয়ী না হলে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, কুল কলঙ্কিত হয়ে

যাবে। মায়া বড়ই প্রবল। লড়াই হল প্রজ্বলিত দীপ আর তুফানের মধ্যে। এখানে তো বাহাদুরী দেখাতে হবে। আমরা বাবার হয়েছি, তাহলে এই মায়া কিভাবে বিঘ্ন দিতে পারে। হ্যাঁ তুফান তো আসবেই কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না। তোমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয় তাই না। এ বিষয়ে একটু চিন্তা করবে। তোমরা কাউকে বলবে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি তো সবাই হাসবে। এখানে তো ধারণা চাই। এখানে তোমাদেরকে পাঙ্ক্য করতে হবে যে আমি তো হলম আত্মা, আমি আত্মা তবেই তো সতাপ্রধান হয়ে বাবার কাছে যাবো পুনরায় বাবা স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের রেজিস্ট্রার যাতে খারাপ না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। বাবার আঙুটা মেনে দেহী-অভিমানী হতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল যেন না হয়।

২) সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এমন কোনও কর্ম যেন না হয় যেটা বিকর্ম হয়ে যায়। পুরানো হিসাব-নিকাশ পরিশোধ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের ভাগ্যের স্মৃতির দ্বারা সদা খুশীর ড্যান্স করে সৌভাগ্যবান ভব অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ভাগ্যের লিস্ট সদা সামনে রাখো আর এই গীত গাইতে থাকো - বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, যেখানে ভাগ্য বিধাতাই নিজের হয়ে গেছে। এই নেশাতে সদা খুশির ড্যান্স করতে থাকো। যা কিছু হয়ে যাক, মৃত্যুর পরিস্থিতিও যদি এসে যায় কিন্তু খুশি যেন না যায়। শরীর চলে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু খুশি যেন না যায়।

স্নোগানঃ:- হাসিমুখে থাকার জন্য সাক্ষীভাবের সিটে বসো, দর্শক হয়ে প্রত্যেক খেলাকে দেখতে থাকো।

দাদী প্রকাশমনি-জীর ১৫ তম স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে দাদীজীর অমূল্য মহাবাক্য -

সম্পন্নতা বা সম্পূর্ণতার নিকটবর্তী লক্ষণ-সমূহ :

১) আত্মা যত সম্পূর্ণ হতে থাকবে, ততই মন-বাণী-কর্মে কোনও সূক্ষ্ম বিকার থাকবে না, সম্পূর্ণতার লক্ষ্যকে সে নিকটে দেখতে পাবে।

২) মন-বাণী-কর্মের দ্বারা সদা অহিংসক থাকবে, কখনো কাউকে দুঃখ দেবেও না, কারোর থেকে দুঃখ নেবেও না। যখন দুঃখ দেওয়া আর নেওয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন সম্পূর্ণতা নিকটে আসবে।

৩) যে সম্পূর্ণতার নিকটে থাকবে সে আসীমের বৈরাগী হবে, কোনো কিছুর প্রতি তার আসক্তি থাকবে না, সকলের থেকে মমতা কেটে যাবে। সে সকলের মাঝে থেকেও পৃথক হয়ে থাকবে।

৪) পাঁচ তত্ত্ব সহ কোনো পুরানো বস্তুই তাকে আকর্ষণ করবে না। সে সদা এক বাবার প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। বুদ্ধিতে এক বাবারই স্মরণ অর্থাৎ একাগ্র বৃত্তি থাকবে।

৫) সে নিজের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যদেরকেও সন্তুষ্ট করবে। এই পড়াশোনার চারটি বিষয়ের উপরে তার সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ থাকবে।

৬) সে সাক্ষীভাবের স্টেজে থাকবে, সদা সাথীর সাথে থাকার অনুভব হবে। দেহ-অভিমানের বুদ্ধির দ্বারা অথবা পুরানো

আচার-আচরণের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না। দৃষ্টি, বৃত্তিতে আত্মিকতা আর অলৌকিকতা থাকবে।

৭) পিউরিটিতেও ফুল (পূর্ণ) হবে, কেবল ব্রহ্মচর্য নয় তারসাথে ব্রহ্মাচারীও হবে। কারোর শরীরের প্রতি তার দৃষ্টি যাবেনা। কেননা তার মধ্যে এই নেশা থাকবে যে আমি কার সন্তান।

৮) কারোর অপগুণ সে নিজের চিতে রাখবে না। সে কারোর অপগুণ নোট করে রাখবে না। পুরানো আচরণ, পুরানো সংস্কারের দিকে বুদ্ধি যাবে না। সে সদাই স্ব-চিন্তনে থাকবে।

৯) যেরকম সাকার বাবা নিজেকে বিশ্ব সেবাধারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, যতখানি মহান ততই নির্মান হয়ে থেকেছেন। নিরাকার, নিরহঙ্কারী... সেই রকমই সর্বদাই নিজেকে সেবাধারী মনে করা, এটাও হল সম্পূর্ণতার লক্ষণ।

১০) সে নিজেকে সর্বদাই নিমিত্ত মনে করবে, নিজের মহিমা কখনো স্বীকার করবে না। মহিমা অবশ্যই হবে কেননা সেবা করেছে। কিন্তু নিমিত্ত মনে করার কারণে মুখ থেকে বাবা বাবা-ই বের হবে। সে মহিমা শুনে খুশি হবে না আর নিন্দাতে ঘাবড়ে যাবে না। দুই ক্ষেত্রেই স্থিতি সমান হবে।

১১) সে সকলের সম্বন্ধ এক বাবার সাথেই জুড়বে। তার মুখ থেকে বাবার প্রতি স্নেহের বোল বেরিয়ে আসবে। প্রিয় বাবা আমাকে সবথেকে প্রিয় জিনিস দিব্য বুদ্ধি উপহার দিয়েছেন, সেই উপহারকে সাবধানে রাখবে।

১২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র সর্বদা খোলা থাকবে, জ্ঞান নেত্র খোলা থাকার কারণে সর্বদাই সমর্থ সঙ্কল্প চলবে, এটাও হল সম্পূর্ণতার লক্ষণ।

১৩) তার প্রত্যেক কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে হবে। শ্রীমতে কখনো মনমত মিস্স করবে না। দিব্য বুদ্ধির আধারে প্রত্যেক কর্ম হতে থাকবে, এটাও হল সম্পূর্ণতার লক্ষণ।

১৪) সে আন্তোকারী এবং বিশ্বস্ত হবে। এক বল এক ভরসা, সকল সম্বন্ধ একের সাথে, কোনো কিছুর পরবশ হবে না। এইরকম আসক্ত এবং দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকবে।

১৫) তার কাছে যেকোনো পরিস্থিতি নাথিং নিউ মনে হবে। ৫ হাজার বছরের কথা এমন অনুভব হবে যেন এটা তো কালকের কথা। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিরন্তর এক পিতার স্মরণে থেকে পুরুষার্থ করো - এটিই হল অসীম জগতের সতোপ্রধান পুরুষার্থ"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের কোন্ সঙ্গ করতে হবে, কোন্ সঙ্গ নয়?

*উত্তরঃ - যারা জ্ঞানেরই আত্মিক বার্তালাপ করে, যারা সার্ভিসেবল (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) তাদের সঙ্গ করো, বাদ বাকি যারা ঝগড়া-বিবাদ করে, অবান্তর (ফালতু) কথা শোনায়, তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকো। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল.....

*প্রশ্নঃ - গাফিলতি করার ফলে কোন্ লোকসান হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - যারা গাফিলতি করে তাদের সর্বদা ভুল হতেই থাকে। তারা বাবার নাম বদনাম করতে থাকে। তাদের প্রতি সকলের ঘৃণাবোধ জন্মায়। তারা গোল্ডেন এজে পৌঁছোতে পারে না আর অনেক কঠোর শাস্তির ভাগী হয়।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা....

ওম্ শান্তি । এটি হল মাতাদের মহিমা। তোমরা সকলেই হলে মাতা। ভারত মাতা শক্তি অবতার - এইরকমই বলা হয়, কারণ অবতার এক এরই হয়, এই রকমই গাওয়া হয় । বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্যই তিনি অবতরণ করেন (ব্রহ্মার তনে অবতার নেন) । এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছেন। ব্রহ্মার তনে আছেন। এই যে দিলওয়ারা মন্দির আছে - এটা সম্পূর্ণরূপেই হল স্মরণিক। যা কিছু ভক্তিমার্গের স্মরণিক আছে, স্মরণিক থাকেই এই সঙ্গমযুগে। সত্য যুগ ত্রেতাতে এইরকম কোনো বিষয়ই থাকে না। রাবণ রাজ্যের মানুষ দুঃখী হতে থাকে। রাবণই রজঃ তমঃ বানাতে থাকে। এখন এই সময় এই সৃষ্টি হল তমোপ্রধান। যখন সৃষ্টি সতোপ্রধান ছিল তখন তোমরা বাচ্চারা ওখানে রাজত্ব করত। তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্বদর্শন চক্র আছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন এক জ্ঞানের সাগরই, যার নিদর্শন হল দিলওয়ারা মন্দির আর এই অচলগড় আর গুরুশিখরও আছে। তোমরা জানো যে - শিখর উচ্চতম স্থানকে বলা হয়। পাহাড়ের উপরে শিববাবার মন্দির আছে। তারজন্য বলা হয় যে জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন.... জ্ঞানের সাগর হয়ে গেল তবে তাই না। এটি হল একদম অ্যাকিউরেট স্মরণিক। তোমরা বসেও আছে এখানে - উচ্চ স্থানে চড়ার জন্য। পরমপিতা পরমাত্মার গলার রুদ্র মালা হওয়ার জন্য। তোমরা এখানে জ্ঞান প্রাপ্ত করো। আবার যখন তোমরা অচল, স্ফেরিয়াম (সম্পূর্ণ স্থির) হও তখন তোমরা গিয়ে রুদ্র মালা হয়ে যাও। যখন তোমরা সতোপ্রধান হও তখন তোমরা বাবার সাথে নিবাস করো। এ যেন হল ডবল পিত্রালয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন আর শিববাবাও এসেছেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে জ্ঞান শৃঙ্গার করানোর জন্য । এ হল অসীম পিত্রালয়, শ্বশুরালয়। আর ওগুলো হয়ে থাকে পার্থিব জগতের । কন্যা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গহনাগাটি পরে, সেটাতেই সুখ মনে করা হয়। তোমরা এখন বুঝতে পেরে গেছো যে, আমরা এখন অসীম জগতের পিতার আলয়ে বসে আছি। শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধারণা করছি। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঝুলি পূর্ণ হচ্ছে । কিন্তু তোমরা ততখানি তীব্রবেগী নও। সতোপ্রধানকে তীব্রবেগী বলা হয় । কেউ সতোগুণী, আর কেউ কেউ তো এখনও রজোগুণী। ৩ ধরনের পুরুষার্থী হয়ে থাকে। উচ্চ থেকে উচ্চ পুরুষার্থীরা সর্বদা বুদ্ধিতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করবে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন একমাত্র বাবা। এখন তোমরা জানো যে আমরা বাচ্চারা অসীম সুখের দিকে যাচ্ছি। অতএব তার জন্য খুব ভালো পুরুষার্থও করতে হবে - অসীমের। আত্মা বলে, আমি আয়রন এজে এসে গেছি। এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে পেয়েছি । তিনি বলেন বাচ্চারা এখানে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজে যেতে হবে। এই রকম অবস্থা যখন হয়ে যাবে তখন গোল্ডেন এজে আসবে। তমোপ্রধান থেকে আবার সতোপ্রধান হতে হবে। সতোপ্রধানও সবাইকেই হতে হবে। তোমাদের পার্টই হল সত্যযুগে । সেইজন্য তোমরা সতোপ্রধান হয়ে থাকো। কিন্তু যেতে তো সবাইকেই হবে তাই না ? সবাইকে নম্বর অনুযায়ী রুদ্র মালাতে আসতে হবে। এই রুদ্র মালা কতো বড়। তারপর হল ৮ আর ১০৮ রত্নের বৈজয়ন্তী মালা, যা বিষ্ণুর গলায় দেখানো হয়। তোমাদের স্মরণিক কত অ্যাক্যুরেট দিলওয়ারা মন্দিরে বানানো রয়েছে। নীচে তপস্যায় বসে রয়েছে, উপরে রাজত্ব করছে দেখানো হয়েছে আর মন্দিরে মুখ্যতঃ জগদম্ভারও নাম রয়েছে। পার্ট তো হল মাতা'রা তোমাদের। বাবা এসে গুরুর পদ মাতা'রা তোমাদেরকেই দেন। এখানেও মেজরিটিই হল মাতাদেরই। সেইজন্য ভারতমাতা শক্তি অবতার গাওয়া হয়ে থাকে। সেনাও বলা হয় । কেননা তোমরা হলে সংখ্যায় অনেক। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছো যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা বাড়িঘর ত্যাগ করে পবিত্র হওয়ার জন্য, রাবণ রাজ্য শুরু হলে

পবিত্রতারই তো প্রয়োজন পড়ে। সেই সময় হাহাকার শুরু হয়ে যায়। আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) ইত্যাদি হয়ে থাকবে। এত সব প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ সব কোথায় গেল। সব বিনাশ হয়ে যাবে অথবা সাগরে বিলিন হয়ে যাবে। এই সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, এ হল বোম্বার মতো বিষয়। আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজে যেতে হবে। স্বর্গ হল তোমাদের অসীম জগতের স্বশুরালয়। যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো। সম্পূর্ণ জ্ঞান হবে, সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে তবে খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। অন্তিমে অতীন্দ্রিয় সুখ এমনই গায়ন রয়েছে। পরে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে কারা কারা পুরুষার্থ করেছে। কোন্ পদ পাবে। পরের দিকে গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজে পৌঁছাতে হবে। যারা পৌঁছাবে না তাদেরকে তখন দন্ড ভোগ করতে হবে। এখন তো হল কয়ামতের অর্থাৎ শেষ হিসাব নিকাশের সময়। সবাইকে হিসাবপত্র পরিশোধ করে যেতে হবে। তোমরা পরিশোধ করতে থাকো জ্ঞান আর যোগ বলের দ্বারা। গাওয়াও হয় যে - উপরে চড়লে চাখবে বৈকুন্ঠ রস, আর পড়লে চুরচুর.... কেননা বিকারে গিয়ে পড়ে। দেহ-অভিমাণে আসার পরেই বিকারে অধঃপতন হতে থাকে, তারপরে আর চড়তে পারে না। চড়ে আর পড়ে, টাইম তো লাগে তাই না। এমন হতে পারে না যে সোজা চলতেই থাকল। অবস্থা (স্থিতি) যেই একটু ভালো হয়ে গেল আবার দেহ-অভিমাণে এসে যায়। অনুভব হতে থাকে যে গ্রহের দশা লেগেছে মনে হয়। মনের (মন্সাতে) মধ্যে ঝড় ওঠে অনেক। উপরে চড়তে তো টাইম লাগে। বাবা রোজ বোঝাতে থাকেন যে, বাচ্চারা রোজ চড়ো। প্রতিদিন তোমরা অনেক অনেক পয়েন্টস পেতেই থাকবে। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এই নাটক এখন সমাপ্তির মুখে। আমাদেরকে আবার উত্তরাধিকার নিতে হবে। সত্যযুগে রাজা রানী, প্রজা সবাই থাকবে। যেমন কর্ম বা যেমন পুরুষার্থ করবে সেই অনুসারেই ফল প্রাপ্ত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকেই রাজত্ব শুরু হয়। ওখানে হল বিকর্মাজিত সম্বৎ, বিকর্ম গুলির উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে তোমরা নিজের রাজ্য-ভাগ্য নিয়ে থাকো। নস্বরক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত হবে। প্রত্যেকে নিজের পুরুষার্থের রেজাল্ট দেখতে থাকো যে আমরা কতখানি পুরুষার্থ করছি। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে যেতে হবে। আত্মা বলে আমাদেরকে পুরুষার্থ করে সূর্যবংশী রাজত্ব পেতে হবে। আমরা তো সম্পূর্ণ পড়াশোনা করে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করবো। তোমাদের এখন সমগ্র জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হচ্ছে আর ভবিষ্যতে তোমরা কী হবে? অনেক বাচ্চারা গাফিলতি করার কারণে ভুলে যায়। অবজ্ঞাও করতে থাকে। অসীম জগতের বাবার নিন্দা করার নিমিত্ত হয়ে পড়ে। ক্রোধের কারণেও কত ক্ষতি করে ফেলে। বুঝতে পারা যায় যে এনার মধ্যে ক্রোধের ভূত রয়েছে। সেইজন্য কামী আর ক্রোধীদের থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত। তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। তাদেরই সঙ্গ হওয়া উচিত যারা জ্ঞানের টিকলু টিকলু (গুনগুন) করতে থাকে। এই রকম নয় যে যারা পরনিন্দা পরচর্চা করতে থাকে, কারো নিন্দা করতে থাকে - এদের সঙ্গ করবে। জ্ঞানের কথা ছাড়া আর কোনো কথা শোনা উচিত নয়। এই সব কথা সকলের জানা (কুসঙ্গ করে উচিত নয়)। দেখানোও হয় যে, কুমন্ত্রণার কারণে রাম-সীতা বনবাস হয়েছিল। কুমন্ত্রণা অনেক ক্ষতি করে দেয়। হিয়ার নো ইভিল... উল্টো পাল্টা কথা যারা বলে তাদের সঙ্গতে কখনো ফাঁসবে না। অনেক ক্ষতি করে দেয়। অসীম জগতের বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ ছিল করে দেয়। পুরো যোগ না থাকলে ফেল হয়ে চন্দ্রবংশীতে চলে যায়। এমন নয় যে রাম রাজ্যে কেউ রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। না, এই সবই হল পতনের কথা। দ্বাপর থেকে মানুষ আহ্বান করতে থেকেছে। কেননা পতনের দিকে যেতে থাকে। তবেই তো ভগবানকে আসতে হয়। সন্নতি যদি হয় তবে তো ভগবানের আসার দরকার হয় না। সত্যযুগ ত্রেতাতে হল সন্নতি, ভগবানকে কেউ সেখানে স্মরণ করে না, আহ্বানও করে না। ড্রামার রহস্যকে, চড়তি কলাকে, অবতরণ কলাকে কেউ জানেই না। বাবা সম্মুখে বসে বোঝান। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ তো পড়বে না। পড়বে তারাই যারা পূর্ব কল্পে এই পাঠ পড়েছিল। বাবা সাবধান করতে থাকেন। এই পড়াশোনার দ্বারা তোমাদের আত্মা জানতে পারে যে আমরা কতখানি উচ্চ ছিলাম। এখন পতন হয়েছে। বাবা বলেন পতিত থেকে পবিত্র হয়ে গোল্ডেন এজে যেতে হবে। স্মরণের বলের দ্বারা এভার হেল্‌দী, জ্ঞানের বলের দ্বারা এভার ওয়েল্‌দী হতে হবে। পবিত্রতার অর্ডিনেন্স বের করতে হবে। পবিত্র হয়ে উঠলেই তোমরা অমর পদ-কে প্রাপ্ত করো। তোমাদের বিনাশ হয় না। বাকি সব কিছু বিনাশ হয়ে যায়। হিসাব-পত্র পরিশোধ করে যাবে।

শিব বাবা বলেন, পবিত্র হলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। না হলে দন্ড ভোগ করে তারপর যাবে। কত বড় অর্ডিনেন্স (রায় বা অধ্যাদেশ)! তোমরা বুঝতে পারো যে, বিনাশ অবশ্যই সামনে উপস্থিত। সেইজন্য আমাদেরকে মজবুত হয়ে যেতে হবে। কত রকমের পয়েন্টস বাবা বলে দিতে থাকেন, সেগুলি শোনা উচিত। যদি না শোনো তবে তো মালাতে আসতে পারবে না। মালাতে নস্বরক্রমে আসতে হবে। বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত। ভালো ভালো স্টুডেন্ট ভালো ভাবে পড়াশোনাতে মনোনিবেশ করতে থাকে। বাবা সেন্টারের রেজিস্টারও চেয়ে পাঠান। বাবা সকলকে সতর্কও করেন। পড়তে অবশ্যই হবে। এতে কোনো অজুহাত দেখানো যাবে না। টাইম তো বাচ্চাদের কাছে অনেক আছে। ৮ ঘন্টা গভর্নমেন্টের চাকরীবাকরি করো, বাকি টাইমে মেহনত করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে -

সারাদিনে আমি বাবার সার্ভিসে কতটা সময় ছিলাম? বাবার স্মরণে কতটা সময় ছিলাম? কোনো কোনো বাচ্চার চার্ট আছে। সেই চার্ট সব সময় রাখতে হবে। এমন নয় যে বাবা একজন একজনের চার্ট বসে বসে দেখবেন। সেটা হল সেন্টারের ব্রান্ধগীদের কাজ। ব্রান্ধগীদের মধ্যেও নম্বরক্রম রয়েছে। গোন্ডেন এজে কেউই পৌঁছায়নি। তাতে ঢের দেরি আছে। কেউ কেউ তো শ্রীমতে না চলার কারণে আরও পিছলে পড়ে, তখন তাদেরকে কেউই মান দেয় না। কেউই তাদেরকে পছন্দ করে না।

বাচ্চারা, জাগতিক কোনো আলোচনাই তোমাদের করা উচিত নয়। কেউ যদি পরনিন্দা পরচর্চা করে জানবে তারা হল তোমাদের শত্রু। এ'সব আমাদেরকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে। আজোবাজে কোনো কথাবার্তাই বলা উচিত নয়। নিজেকে দেখতে হবে - কতখানি পৌঁছেছি। সঙ্কর হলেন একমাত্র বাবা, ওঁনার মধ্যেই এই জ্ঞান ভরা রয়েছে। তোমাদেরকে তো উপরে গুরুশিখরে (পরমধামে) যেতে হবে। এই সবই হল জ্ঞানের কথা। পাহাড় ইত্যাদির কোনো বিষয় নয়। সব কিছুই ওপারে চলে যেতে হবে। এই সব কথা গুলি কেউই জানে না। বাবা বলেন - তোমরা প্রথমে তমোপ্রধান ছিলে। এখন তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। অনেকে আছে যাদের এই নিশ্চয়ও নেই, পুরোপুরি যোগও লাগে না। অন্যদেরকে বোঝায়, তাদের কল্যাণ হয়ে যায়। এমন নয় যে সে তাদের কল্যাণ করেছে। তা নয়, তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য অনুসারে এই রহস্যকে বুঝে যায়। এমন অনেকেই আছে যারা ব্রান্ধগীর থেকেও তীর গতিতে এগিয়ে যায়। কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে এখনও অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে। পরে নিজের দেহও যেন মনে না পড়ে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরলই এমন কেউ কেউ হয়ে রয়েছে যারা বসে বসে শরীর ত্যাগ করে আর চারিদিকে নীরবতা ছেয়ে যায়। তবুও তো তারা গৃহস্থীদের কাছেই জন্ম নেয়। তারপর আবার শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য জঙ্গলে চলে যায়। মায়ার রাজ্য যে। এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটাও বুঝতে হবে। অনেক কন্যারা রয়েছে যারা কখনো বাবাকে দেখেইনি, তা সত্ত্বেও তারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই উচ্চ পদ পাবে। সব কিছুই পুরুষার্থের খেলা তাই না। কেউ কেউ তো রাত দিন অনেক পরিশ্রম করতে থাকে। তোমরা জানো যে এই পতিত দুনিয়াতে এই শরীরে থেকেই তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। টাইম লাগে পবিত্র হয়ে উঠতে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুনিয়া রয়েছে, এই পড়াশোনা রয়েছে, ততক্ষণ পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে - ততক্ষণ পর্যন্ত (জ্ঞান অমৃত) পান করতে হবে যাতে কর্মভীত অবস্থাতে চলে যেতে পারো। এই দেহের প্রতি, দুনিয়ার প্রতি একেবারেই আসক্তি যেন দূর হয়ে যায়। রাজা রানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম রয়েছে। যে পড়াশোনা করবে সে (বাবার) হৃদয় রূপী সিংহাসনে বসবে। ভিতর থেকেই বুঝতে পারবে যে, কতখানি সহযোগী হয়ে উঠতে পেরেছি। অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের অবস্থা (কতখানি তৈরী হয়েছে) দেখেই তো ভালোবাসবেন তাই না! বাবা বলেন নিজের কল্যাণ যদি করতে চাও তাহলে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। এমন কাজ কোনো না যাতে অন্যদের বিরাগভাজন হলে। এ যে হল বস্ত্রিং। এই যুদ্ধে তোমাদের অনেক টাইম লাগে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞানের পুষ্প স্তবক (গুন্ডারী), জ্ঞান যোগের পুরুষার্থী বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের ঝুলি অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা ভরপুর করে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে। অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য বুদ্ধিকে জ্ঞানের দ্বারা ভরপুর করতে হবে।

২) কুমন্ত্রণা খুবই ক্ষতি করে থাকে, সেইজন্য জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা না শুনবে আর না শোনাবে। উল্টো কথা যারা বলে তাদের সঙ্গে থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব প্রাপ্তির খুশীতে উড়তে উড়তে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা স্মৃতি স্বরূপ ভব ব্রান্ধগ জীবনে আদি থেকে এখন পর্যন্ত যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে - সেগুলির লিস্ট স্মৃতিতে নিয়ে এসো তখন সার রূপে এটাই বলতে পারবে যে, অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রান্ধগ জীবনে। আর সে সবই হল অবিনাশী প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি গুলি স্মৃতিতে ইমার্জ রূপে থাকলে অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপ যদি হও তবে খুশীতে উড়তে উড়তে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। প্রাপ্তির খুশী কখনো নীচে টালমাটাল অবস্থায় নিয়ে আসবে না, কেননা সম্পন্নতা অচল বানিয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- বিন্দু রূপের স্মৃতিতে থাকার জন্য জ্ঞান, গুণ আর ধারণাতে সিন্ধু (সাগর) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই অসীমের লীলা রূপী নাটকটি জানো, তোমরা হলে হিরো পার্টধারী, তোমাদেরকে বাবা এসে এখন জাগ্রত করেছেন”

*প্রশ্ন:- বাবার আদেশ (ফরমান) কি? যা পালন করলে তোমরা বিকারের পীড়া থেকে মুক্ত হতে পারবে?

*উত্তর:- বাবার আদেশ হল - প্রথমে ৭ দিনের ভাটিতে বসো। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে ৫ বিকারে পীড়িত কেউ এলে তাদেরকে বলো যে, ৭ দিন সময় চাই। কম পক্ষে ৭ দিন দাও তবে আমরা বোঝাবো যে, ৫ বিকারের অসুখ কীভাবে দূর হয়। বেশি প্রশ্ন-উত্তর যারা করবে তাদেরকেও বলতে পারো যে, প্রথমে ৭ দিনের কোর্স করো।

*গীত:- ওম নমো শিবায়

ওম শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চারা পিতার মহিমা শুনলো। এই যে অসীম জগতের লীলা রূপী নাটকটি রয়েছে, তার লীলার আদি মধ্য অন্তের কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। তারা ভাবে যে, ঈশ্বরের মায়া হল অপরমঅপার। এখন তোমাদের বুদ্ধির জাগরণ ঘটেছে আর তোমরা সম্পূর্ণ অসীম জগতের লীলার কথা জেনেছো। কিন্তু যথার্থ রূপে যেমন করে বাবা বোঝাচ্ছেন তেমন করে বাচ্চারা ক্রম অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বোঝাতে পারে। মানুষ জাগতিক দুনিয়ার অভিনেতাদের দেখার জন্য ছুটে যায়। তোমরা বুঝেছো এ হল অসীম জগতের ড্রামা, যা দুনিয়ার মানুষ জানে না। গাওয়া হয়ে থাকে যে মানুষ কুস্কর্ণের আসুরিক নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে। এখন যখন জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়েছে তখন তোমরা জেগে উঠেছো। এই কথাও বলা হবে আমরা সবাই অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম। এখন তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। তারা তো বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তারা নিজের সঙ্গে এমন কথা বলতে পারে না। তোমাদেরকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা আত্মারা পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছি, বাবা আমাদের কতখানি জাগ্রত করে দিয়েছেন। এ হল অসীম জগতের লীলা। তাতে মুখ্য অ্যাক্টর, ডাইরেক্টর, ক্রিয়েটর কারা, সে'সব তোমরা জানো, তাই তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে, এই নাটকে মুখ্য অ্যাক্টর কারা। শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে কৌরব সেনায় বরিষ্ঠকে, পাণ্ডব সেনায় বরিষ্ঠকে। এখানে হল অসীম জগতের কথা। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোক এর আদি, মধ্য, অন্তের কথা জানতে হবে। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর পার্ট এখানে প্লে হয়। বিষ্ণুর স্বরূপ হল মুখ্য লক্ষ্য। এই পদ প্রাপ্ত করতে হবে। গায়নও করা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ তারপরে বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ, তাঁকেই নিরাকার বলা হয়। পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, অর্থাৎ উনি হলেন পিতা, তাইনা ! শুধুমাত্র পরমাত্মা বলে দিলে পিতা শব্দটি আসে না। তখন সর্বব্যাপী বলে দেয়। তাই মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না, যেমন পূর্বে তোমরাও বুঝতে না। বাবা এসে পতিতদের পবিত্র বানান, এই কথা কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন কতখানি বুদ্ধিমান হয়েছো। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা সম্পূর্ণটা জেনে গেছো। ড্রামা দেখতে যারা যাবে তারা তো অবশ্যই আদি-মধ্য-অন্ত পুরোটাই দেখবে এবং বুদ্ধিতে থাকবে আমরা এই-এই দেখেছি। তবুও যদি দেখবার ইচ্ছে থাকে, দেখতে পারো। সেসব হল জাগতিক দুনিয়ার নাটক। তোমরা তো অসীম জগতের নাটকের কথা জেনেছো। সত্যযুগে গিয়ে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করবে। তখন এই নাটকের কথা ভুলে যাবে। পরে সঠিক সময়ে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। সূত্রাং এই কথাটিও বুঝতে হবে। কোনো কথায় প্রশ্ন উত্তর ইত্যাদি করার দরকার নেই। ৭ দিনের ভাটির জন্য বলা হয়। কিন্তু ৭ দিন বসাও হয়ে যায় খুব কঠিন। শুনেই অশান্ত হয়ে যায়। যদিও বোঝানো হয় - এইরকম কেন বলা হয় ? কারণ অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা রূপী হয়েছো। ৫ বিকার রূপী ভূতে ধরেছে, এখন তাদের দ্বারা তোমরা আক্রান্ত। তোমাদেরকে যুক্তি বলে দেওয়া হবে যে কীভাবে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারো। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার দ্বারা তোমাদের দুঃখ সদাকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। বাবার আদেশ বা ফরমান হল, ৭ দিন ভাটিতে বসতে হবে। গীতার ভাগবত পার্ট যেখানে আয়োজিত হয় সেখানে ৭ দিনের জন্য আয়োজন রাখা হয়। এ হল ভাটি। সবাই তো বসতে পারবে না। প্রত্যেকে নানান জায়গায় রয়েছে। ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই সব হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের শাখা। যেমন বাবার অনেক নাম রাখা হয়েছে, তেমনই এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রেরও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। রুদ্র বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মাকে, সে কথা তোমরা জানো। রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ এই রথ (দেহ টি) এই যন্ত্রে স্বাহা করতে হবে। আত্মারা গিয়ে বাস করে। সবার শরীর স্বাহা হবে। হোলিকা হয়, তাই না। বিনাশের সময় সবার শরীর এই যন্ত্রে স্বাহা হবে। সবার শরীরের আহুতি দিতে হবে। কিন্তু তোমরা বাবার কাছে প্রথমে বর্সা অর্থাৎ অসীম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। যেতে তো সবাইকে হবে। রাবণের বিশাল পরিবার। তোমাদের হল ছোট দৈবী পরিবার। আসুরিক পরিবার হল বিশাল পরিবার। তারা দেবতায় পরিণত

হবে না। যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও জ্ঞানে আসবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা মুখবংশী রচনা করেন। বাবা বুঝিয়েছেন সর্বদা প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন, তারপরে রচনা করেন। তারা তো হল - কুখবংশী অর্থাৎ গর্ভজাত বংশধর। এই সম্পূর্ণ রচনা হল - মুখ বংশী। তোমরা হলে উত্তম কারণ তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হও। তোমাদের, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে কারণ বাবার কাছে ব্রাহ্মণদের আসতেই হবে।

তোমরা জানো ঘরে (পরমধাম) ফিরে গিয়ে পুনরায় সত্যযুগে এসে প্লে করতে হবে, সুখের পার্ট। অনেকে বুঝতেও পারে, তবুও ৭ দিনের সময় দেয় না। তখন বুঝতে হয় তারা আমাদের বংশের অনন্য সদস্য নয়। অনন্য হলে তাদের খুব ভালো লাগবে এই জ্ঞান। অনেকে ৫-৮-১৫ দিনও থেকে যায়। পরে সঠিক সঙ্গ না পেয়ে হারিয়ে যায়। বিনাশ যখন নিকটে আসবে তখন সবাইকে এখানে আসতে হবে। রাজধানী স্থাপন হবে ই। ক্রম অনুযায়ী যেভাবে কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছে তারা এখনও করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা পিতার কাছে বর্সা অর্থাৎ অসীম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি পুরুষার্থ অনুসারে। আমরা যতখানি স্মরণ করবো, ততই উঁচু পদের অধিকারী হবো। সর্ব প্রথমে সৃষ্টি সত্যোপদ্রাণ ছিল। এখন তো তমোপ্রাধান হয়েছি। ভারতকেই প্রাচীন বলা হয়। তোমরা জানো আমরাই দেবতা ছিলাম পরে ৮৪ জন্ম পার করি। এখন পুনরায় বাবার কাছে এসেছি বর্সা প্রাপ্তির জন্য। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে। পতিত বানায় রাবণ। আমরা অসীম জগতের মুখ্য অলরাউন্ড পার্টধারী। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী.... চক্র পরিক্রমা করে এখন সূর্যবংশী থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছি। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই, তাইনা। ব্রাহ্মণ হল শিখা (উচ্চ স্থান ধারী)। তাই ব্রাহ্মণদের কেশশিখা বা টিকি রাখা হয়ে থাকে। দেবতা ধর্মও হল বড়। এই কথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। আমরা অসীম জগতের ড্রামায় অলরাউন্ড পার্ট প্লে করি। এই বর্ণ গুলির ভারতের জন্যই। বর্ণের বিষয়ে ছবিতে বিষ্ণুকেই দেখানো হয়। তাতে শিববাবা এবং ব্রাহ্মণ শিখা লুপ্ত। ছবিতে দেখানো হয় না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের রহস্য আছে। তোমরা কত গুলি জন্ম গ্রহণ করো, অন্য ধর্মের লোক কত জন্ম নেয়। একরকম জন্ম তো হবে না। যারা পরে জন্ম নেবে তাদের জন্ম কম হতে থাকবে। সর্ব প্রথমে যাদের জন্ম হয় তাদেরই ৮৪ জন্ম বলা হয়। সবাই তো সূর্যবংশে আসবে না। এই হল হিসেব, একেই ডিটেল বলা হয়। অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। স্কুলেও ফার্স্ট, সেকেন্ড গ্রেড তো হয়, তাইনা। টিচারের দৃষ্টি প্রথমে ফার্স্ট গ্রেডের স্টুডেন্টদের দিকেই যাবে। তাই তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের আলো আছে। যদিও এক একটি ডিটলে তো যাওয়া সম্ভব নয়। মুখ্য ধর্মের বিষয়ে বোঝানো হয়। সম্পূর্ণ ড্রামার লীলার জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা সত্ত্বেও তোমরা বুঝেছো যে আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। যখন আমরা কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত করবো তখনই গোল্ডেন যুগের যোগ্য হবো। বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন বস্ত্রটিও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা স্বর্ণযুগে চলে যাবো। নিজের টেম্পারেচার দেখতে হয়, যত উঁচুতে যাবে ততই খুশীর পারদ উর্ধ্ব উঠতে থাকবে। নীচে নামলেই খুশীর পারদও নীচে নেমে যায়। সত্যোপদ্রাণ স্থিতি থেকে নীচে নামতে নামতে এখন একেবারেই তমোপ্রাধান হয়েছো। এখন বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু মায়া ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। এ হল মায়ার সাথে যুদ্ধ। অনেকে মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। বাবা বলেন সত্য হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজী থাকেন। অনেক অবলা নারী সত্য হৃদয় দিয়ে বাবার স্মরণে থাকে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমরা কখনও বিকারগ্রস্ত হবো না। বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অনেক। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অনেক নেশার সাথে আসে, তাই খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করতে হয়। মানুষের বৃত্তি (মনোভাব) খুব খারাপ থাকে। পঞ্চায়েত রাজত্ব। পরে সত্য যুগে থাকে একশ' শতাংশ রিলিজিয়াস, রাইটিয়াস, ল'ফুল, সলভেন্ট, ডিটি গভর্নমেন্ট। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে, চিত্রও অনেক তৈরি হতে থাকে। এমন বিশাল চিত্র থাকা উচিত যাতে মানুষ দূর থেকে পড়তে পারে। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, এখন নরকবাসী হয়েছি, পুনরায় পবিত্র হতে হবে। ড্রামার রহস্যও বোঝাতে হবে। এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, কতখানি সময় লাগে। আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম, আজ তো একদম কাণ্ডাল হয়েছি। রাত-দিনের তফাৎ আছে। এইসব নিজেরই বিকর্মের ফল যা ভোগ করতে হয়। এখন বাবা এসেছেন কর্মজীবিত অবস্থা বানানোর জন্য। ভারত কীরূপ ছিল, এখন কীরূপে পরিণত হয়েছে। এখন এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হবে। এই কথাও তোমরা বাচ্চারা জানো। বাবা বলেন অনেক পুরুষার্থ করে মহারাজা মহারানী হয়ে দেখাও। চিত্রের উপরে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। বুদ্ধিতে এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা অনেক উঁচুতে ছিলাম, এখন অনেক নীচে নেমেছি। পতিত মানুষ অনেকে এখন তোমাদের কাছে আসবে। গণিকা, অহল্যাদের উদ্ধারও করতে হবে। তাদের যখন তোমরা উদ্ধার করবে তখনই তোমাদের নাম বিখ্যাত হবে। এখনও কারো বুদ্ধিতে নেই। দিল্লী থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হলেই, অতি শীঘ্র নাম প্রখ্যাত হবে। কিন্তু এখনও বিলম্ব আছে। অবলা, গণিকাদেরকে সর্বোচ্চ পিতা এসে উদ্ধার করেন। তোমরা তাদের যখন উদ্ধার করবে তখন নাম প্রখ্যাত হবে। বাবা বলেন - আত্মা এখনও পর্যন্ত রজঃ স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছেছে, এখনও সতঃ স্থিতিতে আসতে হবে। বাবা তো বলেন কিছু করে দেখাও। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সার্ভিস

করতে হবে। কিন্তু চলতে চলতে কিছুটা গ্রহের দশা এসে যায়। উপার্জনে গ্রহের দশা বসে, তাইনা। মায়া বেড়াল জ্ঞান শূন্য করে দেয়। গুলবকাবলীর খেলা দেখানো হয়, তাইনা। বাচ্চারা তো নিজেরাই বুঝতে পারে যে, বাপদাদার হৃদয়ে কারা স্থান অর্জন করতে পারে। সংশয়ের কোনো কথা নেই। অনেকে প্রশ্ন করে - এমন কীভাবে হতে পারে? আরে, তোমরা সব কিছু সাক্ষী হয়ে দেখো। ড্রামায় যা নির্দিষ্ট আছে সেসব চলবে। ড্রামার সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। যারা বুঝতে পারে তারা পতিত হয় না। তোমরা পতিত কেন হও, ড্রামায় যা নির্দিষ্ট আছে, সবই হয় তাইনা। ভারতে হাজার হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার হয়। এইসব কি? এতজন আত্মা কি বেরিয়ে আসে? এই সব ড্রামার খেলা বুঝতে হবে, এতে সংশয়ের কোনো কথা নেই। অনেকে সংশয় গ্রস্ত হয়ে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা ত্যাগ করে। নিজের ভাগ্য খারাপ করে ফেলে। কোনও রকম পরিস্থিতিতেই সংশয়বুদ্ধি হবে না। বাবার পরিচয় পেয়ে বাবার প্রতি সংশয় প্রকাশ করা যায় কি? বাচ্চারা জানে আমরা পতিত-পাবন পিতার কাছে যাই, পবিত্র হতে। সুতরাং গায়ন আছে - পতিত-পাবনকে আসতে হবে এবং পতিতদের পবিত্র করতে হবে। যারা হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে এবং অমর হবে। বাকি যারা পবিত্র হবে না তারা অমর হবে না। তোমরা অমর দুনিয়ার মালিক হও। বাবা অনেক উঁচু বর্সা প্রদান করেন। আমরা এমন পবিত্র হই যে, ২১ জন্ম পবিত্র থাকি। সন্ন্যাসীদেরও তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। অমরপুরীতে যাওয়ার যোগ্য নয় তারাও। অমরপুরীতে যাওয়ার যোগ্যতা বাবা প্রদান করেন। এই অমর কাহিনী পার্বতীদের অমরনাথ বাবা শিবই শোনাচ্ছেন। বাচ্চারা এসেছে অসীম জগতের পিতার কাছে, অসীম উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত করতেই হবে, তাইনা। এখানে সাগরের কাছে আসো রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। পরে গিয়ে নিজ সম বানাতে হবে। অতএব এ হল আত্মা রূপী বাচ্চাদেরও কর্মকর্তব্য। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও কথায় সংশয় প্রকাশ করবে না। ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। কখনও নিজের রেজিস্টার খারাপ করবে না।

২) কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে হলে স্মরণে থাকার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। সত্য হৃদয় দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের স্থিতির টেম্পারেচার নিজেই চেক করতে হবে।

বরদানঃ:- সন্তুষ্টতার সম্পদের (খাজানা) দ্বারা দেহের ইচ্ছা গুলিকে সমাপ্ত করে সদা সন্তুষ্টমণি ভব যাদের কাছে সন্তুষ্টতার ঐশ্বর্য আছে তাদের কাছে সব কিছু আছে। যারা একটুতে সন্তুষ্ট থাকে তাদের সর্ব প্রাপ্তির অনুভূতি হয়। আর যাদের কাছে সন্তুষ্টতা নেই তাদের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কিছুই নেই, কারণ অসন্তুষ্ট আত্মা সদা ইচ্ছার বশীভূত থাকে, তার একটি ইচ্ছা পূর্ণ হলে আরও ১০ টি ইচ্ছা উৎপন্ন হয় যাবে, তাই জাগতিক ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা..... তখন বলা হবে সন্তুষ্টমণি।

স্নোগানঃ:- স্মৃতির সুইচ সদা অন থাকলে মুড অফ হতেই পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"হোলি উদযাপন করা অর্থাৎ দূঢ় সঙ্কল্পের অগ্নিতে দুর্বলতাকে জ্বালানো আর মিলনের পরমানন্দ উদযাপন করা"

আজ রুহানী (আত্মা রূপী ফুলের) বাগিচার মালিক বাপদাদা ডবল বাগিচা দেখছেন। (আজ স্টেজে খুব সুন্দর বাগিচা সাজানো হয়েছে) একদিকে, প্রকৃতির সৌন্দর্য, আরেকদিকে, 'চৈতন্যময় চেতন' (রুহানী রুহে) গোলাপ বাগিচার শোভা। ড্রামায় আদিকাল সত্যযুগে প্রকৃতির সতোপ্রধান সৌন্দর্য, তোমরা সব মাস্টার আদি দেব, আদি শ্রেষ্ঠ আত্মারাই প্রাপ্ত হয়। এই সময় অন্তিম কালেও প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছ। কিন্তু আদিকাল আর অন্তিম কালে কত পার্থক্য! তোমাদের সত্যযুগী রাজ্যে প্রকৃতির স্বরূপ কত শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান সুন্দর হবে! সেখানের বাগিচা আর তোমাদের এখানের বাগিচায় কত প্রভেদ! সেই রিয়েল সুরভি অনুভব করেছ তো না? তবুও তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাই প্রকৃতি-পতি। তোমরা প্রকৃতি-পতি, এই প্রকৃতির খেলা দেখে উৎফুল্ল হও। প্রকৃতি অস্থির হোক বা প্রকৃতি সুন্দর খেলা দেখাক — উভয়তঃ প্রকৃতিপতি আত্মারা সাক্ষী হয়ে খেলা দেখে। খেলায় আনন্দ নেয়, উদ্বিগ্ন হয় না। সেইজন্য বাপদাদা তপস্যার দ্বারা সাক্ষীভাবের স্থিতির আসনে অনড়, অটল ভাবে স্থিত হওয়ার বিশেষ অভ্যাস করছেন। তাহলে, এই স্থিতির আসন সবার ভালো লাগে, নাকি অস্থিতির আসন ভালো লাগে? অনড় আসন ভালো লাগে তো না! কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, তা' প্রকৃতির দ্বারা হোক, অথবা ব্যক্তির দ্বারা, দুইয়ের কোনটাই অনড় স্থিতির আসনকে সামান্যতম নাড়াতে পারে না। এতটা পাকাপোক্ত হয়েছে, হয়েছে না, নাকি এখন হবে?

প্রকৃতিরও পাঁচ খেলোয়াড় আছে আর মায়ারও পাঁচ খেলোয়াড় আছে। এই দশ খেলোয়াড়দের তোমরা ভালো করে জানো, তাই না? খেলোয়াড় খেলা ব্যতীত থাকবে কী? কখনো এক খেলোয়াড় তোমাদের সামনে এসে যায় তো কখনো আরেক কোনো খেলোয়াড় সামনে এসে যায়। আজকাল পুরানো দুনিয়ায় খেলা দেখার অনেক উৎসাহী আছে, আছে না? কত ভালোবাসার সাথে খেলা দেখে। তারা হ'লো পুরানো দুনিয়ার আর তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মা, সুতরাং খেলা দেখে তোমাদের আনন্দ করা উচিত হবে, নাকি ঘাবড়ে যাবে? কেউ পড়ে যায়, কেউ আবার ফেলে দেয়, কিন্তু খেলার দর্শকরা পড়ে যাওয়া দেখেও মজা পায় আর বিজয় প্রাপ্ত হতে দেখেও আনন্দ পায়। তো এটাও অনেক বড় খেলা। শুধু আসনটা ছেড়ে না, ব্যস! কেউ যতই নাড়ানোর চেষ্টা করুক, কিন্তু তোমরা শক্তিশালী আত্মারা নড়তে পারো না। সুতরাং বাপদাদা আজ একেই চেতন গোলাপকে দেখছেন। যখন বাগিচায় তোমরা ডেকেছ তখন বাগিচায় পাতাদের দেখবেন নাকি ফুলেদের দেখবেন? এটাও তোমরা ভালো সাজিয়েছ। যারা পরিশ্রম করেছে তাদের কর্ম-কুশলতা ভালো। কিন্তু বাপদাদা চেতন ফুলেদের দেখছেন। ভ্যারাইটি আছে তো না। কারও কারও খুব সুন্দর রঙ রূপ। রঙও আছে, রূপও আছে। আর কারও কারও রঙ, রূপ এবং সুগন্ধ থাকবে, কারও শুধু রঙ রূপ। রঙ এর রূপ তো সব বাস্তব মধ্যেই এসে গেছে, কেননা বাবার সঙ্গের রঙ তো সবারই লেগেছে। কারও ব্যবহারের ব্যাপারে, পুরুষার্থের বিষয়ে যদি সন্তুষ্টতা নাও থাকে, কিন্তু বাবার সঙ্গের রঙ সবার অতি প্রিয় লাগে, সেইজন্য রঙ সবার মধ্যে এসে গেছে এবং রূপও পরিবর্তন হয়ে গেছে কেননা তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মা হয়ে গেছ। তোমরা যেমনই পুরুষার্থী আত্মা হও না কেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মা হওয়ায় তোমাদের রূপ অবশ্যই পরিবর্তন হয়। ব্রাহ্মণ আত্মার উজ্জ্বল প্রকাশ, সৌন্দর্য একেই ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে এসে যায়, সেইজন্য রঙ আর রূপ সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সুগন্ধি নম্বর ক্রমানুসারে হয়। সুগন্ধি হ'লো সম্পূর্ণ পবিত্রতা। সাধারণতঃ, যারাই ব্রাহ্মণ হয়, তাদের ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বলা হয়। কুমার আর কুমারী হওয়া অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। পবিত্রতার পরিভাষা অতি সূক্ষ্ম। শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্য নয়। তন দ্বারা ব্রহ্মচারী হওয়া - একে সম্পূর্ণ পবিত্রতা বলা হবে না। মন দ্বারাও ব্রহ্মচারী হবে অর্থাৎ মনও বাবা ব্যতীত যেন অন্য কারও সম্বন্ধে না যায়! তন দ্বারাও ব্রহ্মচারী, সম্বন্ধেও ব্রহ্মচারী, সংস্কারেও ব্রহ্মচারী। এর পরিভাষা অতি সুন্দর আর অতি গভীর। এটার বিস্তার বাবা পরে কোনো সময় বলবেন। আজ হোলি উদযাপন করতে হবে তো না, গুহ্য পঠন-পাঠন নয়, আজ উদযাপন করার দিন।

হোলি উদযাপনকারী তোমরা কারা? তোমরা হোলিহংস। হোলিহংস কত সুন্দর! হংস সদা জলে সন্তরণ করে। হোলিহংসও সদা জ্ঞান-জলে সন্তরণ করে। ওড়ে আর সন্তরণ করে। তোমরাও সবাই উড়তে আর সন্তরণ করতে জানো তো না, জ্ঞানের মনন করা - একে বলা হবে জ্ঞান-অমৃতে সন্তরণ করা আর ওড়া অর্থাৎ সদা উঁচু স্থিতিতে থাকা। দুইই জানো তো না? সবার মনে বাবার প্রতি ভালোবাসা তো শতকরা একশ' ভাগেরও বেশি আছে, আর বাবারও ভালোবাসা আছে প্রত্যেক বাস্তব জন্য। হতে পারে তারা পড়ে যায়, বা ওপরে ওঠে অথবা খেলা খেলে তবুও বাবার ভালোবাসা রয়েছে। বাবা খেলা

দেখে বুঝতে পারেন যে, এ' একটু তরলমতি (নটি/দুট্ট) বাচ্চা। সব বাচ্চা একরকম তো হয় না, তাই না! কেউ অস্থির, কেউ গম্ভীর, কেউ রমণীয় হয়, কেউ অনেক ফাস্ট নেচারের হয়। তবুও বাচ্চা তো না। বাচ্চা শব্দই পরমোৎকৃষ্ট। যেমন, বাবা শব্দ তোমাদের সবার কাছে প্রিয়, তো বাবার কাছে বাচ্চা প্রিয়। বাবা কখনও কোনো বাচ্চার প্রতি নিরুৎসাহিত হন না। সদা শুভ আশা রাখেন। এমনকি, যদি কেউ চলেও যায় তবুও বাপদাদা তার মধ্যে আশা রাখেন যে, আজ নয়তো কাল এসে যাবে। কোথায় যাবে? যেমন, শারীরিক হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রেও কেউ বেশি অসুস্থ হয়, আর কেউ অল্প সময়ের জন্য অসুস্থ হয়। যে বেশি অসুস্থ হয় সে সুস্থ হতে বেশি সময় নেয়, আর যে অল্প একটু অসুস্থ হয় সে তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু উভয়েই রোগী। স্থূলভাবেও যে যতই রোগ পীড়িত হোক রোগীর থেকে কেউ কখনো আশা ছেড়ে দেয় না। সদাসর্বদা এই আশাই রাখে যে, আজ নয়তো কাল ঠিক হয়ে যাবে। সেইজন্য বাপদাদা কোনও বাচ্চার প্রতি নিরাশ হন না। সদা শুভ আশা রাখেন যে, আজ সামান্য বেখেয়ালি হয়ে আছে, কাল সাবধান হয়ে যাবে। যখন গন্তব্য এক, বাবা এক তখন বাবা ছাড়া কোথায় যাবে? যদিও সব আত্মা বাবার থেকেই উত্তরাধিকার লাভ করে। যদি বাবাকে অপমানও করে, তবুও বাবা মুক্তির উত্তরাধিকার তো দিয়েই দেবেন। সারা বিশ্বের সব আত্মার, হয় মুক্তি অথবা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়ার আছে, কারণ বাবা সৃষ্টিতে অবতরিত হয়ে বাচ্চাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। বাবাকে উত্তরাধিকার দিতেই হবে। হয় নেবে, অথবা নেবে না, কিন্তু বাবাকে দিতেই হবে। তাছাড়া, বাবার থেকে সব আত্মার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, তবেই তো বাবা বলে ডাকে তো না। বাবার অর্থ হলো যিনি উত্তরাধিকার দেন। হতে পারে তারা অন্য কোনো ধর্মে চলে গেছে, তবুও ফাদার বলে স্মরণ করে, তাই না। কেন তারা তাঁকে স্মরণ করে? তাঁকে স্মরণ করে কেননা তারা তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার লাভ করে। উত্তরাধিকার ব্যতীত এক আত্মাও থাকতে পারে না। সুতরাং সাকার সৃষ্টিতে পার্ট প্লে করতে থাকা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার যদি না দেবেন তো বাবা কীভাবে বলবে? কিন্তু তোমরা ডায়রেক্ট উত্তরাধিকার নাও, চিরপরিচিতকে চেনার মাধ্যমে। তোমাদের ডায়রেক্ট কানেকশন আছে। যদিও নিমিত্ত সাকার মাধ্যম ব্রহ্মা হয়েছেন, কিন্তু ব্রহ্মার সাথে তোমরা যোগ লাগাও না, বাবার সাথে যোগ লাগাও। ব্রহ্মা বাবাও বলেন - বাবাকে স্মরণ করো। এটা বলেন না যে, আমাকে স্মরণ করো। কখনও বাবা ব্যতীত ফুল (full/পূর্ণ) উত্তরাধিকার অন্য কোনও সম্বন্ধ থেকে পাওয়া যায় না। তোমরা ডায়রেক্ট বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে তিন কালের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। এখনো উত্তরাধিকার লাভ করছ তো না! শক্তির, গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। পেয়েছ তোমরা? আর মুক্তিধামে কোথায় থাকবে তোমরা? সমীপে থাকবে তো না! সুতরাং এখনও উত্তরাধিকার আছে, মুক্তিধামেও আছে আবার ২১ জন্মেরও উত্তরাধিকার আছে। তাহলে, তিন কালেই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে থাকো। লোকে বলে তোমাদের জীবনমুক্তির থেকে আমাদের মুক্তি ভালো। তোমরা তো চক্রে আসবে, আমরা চক্র থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। তোমরা গর্বের সাথে তাদের বলতে পারো যে, মুক্তির উত্তরাধিকার তো আমাদেরও প্রাপ্ত হবে কিন্তু মুক্তির পরে আমরা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নেবো। ডবল প্রাপ্তিলাভ! ভায়া মুক্তিধাম তো তোমরা যাবে তাই না! সুতরাং ডিরেক্ট কানেকশন হওয়ার কারণে বর্তমান আর তারপর মৃত্যুর পরে এবং তার পরে নতুন শরীর নিয়ে তিন কালেরই জীবনমুক্তির উত্তরাধিকারী হও। এত নেশা আছে তোমাদের?

আজ হোলি উদযাপন করছ তো না! হোলি জ্বালানোও হয়ে থাকে আর উদযাপন করাও হয়ে থাকে। প্রথমে জ্বালানো হয়, তারপরে উদযাপন করা হয়। হোলি উদযাপন করা অর্থাৎ কিছু জ্বালানো আর কিছু উদযাপন করা। জ্বালানো ছাড়া উদযাপন করা যায় না। সুতরাং দূঢ় সঙ্কল্পের অগ্নি দ্বারা প্রথমে নিজেদের দুর্বলতা জ্বালাতে হবে, তবেই উদযাপনের আনন্দ অনুভব করতে পারবে। যদি না জ্বালাও তাহলে উদযাপনের অনুভব সদাকাল থাকবে না। হোলি শব্দের মধ্যে 'জ্বালানো' যেমন আছে তেমন 'উদযাপন'ও আছে। দুই অর্থই বিদ্যমান। হোলি শব্দ পাকা তো না? অতএব, হোলি অর্থাৎ হো লি — যা অতীত তা' অতীত। যা কিছু হয়ে গেছে তাকে বলে হো লি (যা আগেই ঘটে গেছে)। যা হওয়ার ছিল তা' হো লি। সুতরাং অতীতকে অতীত হতে দেওয়া মানে হোলি জ্বালানো আর উদযাপন করা। আর যখন বাবার সামনে আসো তখন বলো আমি বাবার হো লি, হয়ে গেছি। তো উদযাপনও করেছ আর হো লি, অতীত হ'লই অতীত। অতীতকে ভুলে যাওয়া, সেটা হ'লো জ্বালানো। সুতরাং হোলি এই একই শব্দে জ্বালানো আর উদযাপন দুইই আছে। গীত গাও তো না, আমি তো বাবার হয়ে গেছি। দূঢ় নিশ্চয় আছে (পক্ষে) তো না? কারণ বাপদাদা সকলের তপস্যার পোতামেল (স্থিতির মূল্যায়ন) দেখেছেন। কখনও যদি তপস্যা কম হয়েছে তো তার কারণ কী ছিল? অতীতকে অতীত করতে গিয়ে বিন্দুর বদলে কোশ্চেন মার্ক লাগিয়ে দিয়েছ। আরও একটা ছোট ভুল করো, ছোট ভুল কিন্তু লোকসান অনেক বড় হয়ে যায়। সেটা কী ভুল করো? যা কিছু ভুলে যেতে হবে সেটাই স্মরণ করো আর যাকে স্মরণ করতে হবে তাকে ভুলিয়ে দাও। তাহলে ভুলিয়ে দিতে জানো তো না? বাবাকে ভুলে যেতে চাও না তবুও ভুলে যাও আর যে সময় ভুলে যাওয়া উচিত সেই সময় কী বলো তোমরা - ভুলতে চাই কিন্তু ভুলতে পারি না, বারবার স্মরণে এসে যায়। সুতরাং স্মরণ করা আর ভুলে যাওয়া এই দুই

বিশ্বই তোমাদের করার মধ্যে আসে। কিন্তু কী স্মরণ করতে হবে আর কী ভুলতে হবে? যে সময়ে ভুলতে হবে সেই সময় স্মরণ করো আর যে সময় স্মরণ করতে হবে সেই সময় ভুলে যাও। ছোট একটু ভুল, তাই না? সুতরাং একে হোলি (হয়ে গেছে, এখন নেই) করে দাও, জ্বালিয়ে দাও। অংশমাত্র শেষ করে দাও। তোমরা 'জ্ঞানী তু আত্মা' তো না? জ্ঞানীর অর্থই হ'লো সমঝদার (বুদ্ধিমান)। আর তোমরা তো তিন কালের সমঝদার, সেইজন্য হোলি উদযাপন করা অর্থাৎ এই ভুলকে জ্বালিয়ে দেওয়া। যা কিছু ভুলতে হবে তা' সেকেন্ডে ভুলে যাও আর যা কিছু স্মরণ করতে হবে তা' সেকেন্ডে স্মরণ করো। তোমরা এটা না করার কারণ, বিন্দুর পরিবর্তে শুধু কোশ্চেন মার্ক লাগে। তোমরা কেন (কিউ) ভাবার সাথে সাথে ক্যু (লাইন) শুরু হয়ে যায়। এ'রকম ও'রকম, কেন কি-এর বড় ক্যু শুরু হয়ে যায়। শুধুমাত্র কোশ্চেন মার্ক লাগানোর জন্য। আর যদি বিন্দু লাগিয়ে দাও তাহলে কী হবে? তুমিও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর ব্যর্থকেও বিন্দু, ফুল স্টপ। স্টপও নয়, ফুল স্টপ। একেই বলে, হোলি। আর এই হোলির সাথে সদা বাবার সঙ্গে রঙের হোলি, মিলন-হোলি উদযাপন করতে থাকবে। সবচাইতে পাকা রঙ কী? এই স্ক্রল রঙ যতই ভালো হোক কিন্তু সর্বাধিক পাকা রঙ হ'লো বাবার সঙ্গে রঙ। সুতরাং এই রঙের সাথে উদযাপন করো। গোপ-গোপীদের হোলি উদযাপন করা তোমাদেরই স্মৃতিচিহ্ন। ওই চিত্রে কী দেখানো হয়? বাবা আর তোমরা উভয়ে একসাথে হোলি খেলছ। এক একজন গোপ বা গোপীর সাথে গোপী-বল্লভকে দেখানো হয়। তাহলে, এটা তোমাদের একসঙ্গে হওয়াই তো হলো, তাই না! বাবার সাথে বা সঙ্গ অবিনাশী হোলি, হোলির সাথে রাস রূপে দেখানো হয়েছে। তাহলে হোলি উদযাপন কীভাবে করতে হয় জানো তো না? এটা হয়ে গেল, কী করবো, চাই না তবুও হয়ে যায়... আজ থেকে এ'সবের হোলি জ্বালাও, সমাপ্ত করো। মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনো সঙ্কল্পেও এ'সব ভাবতে পারে না। আচ্ছা।

ডবল বিদেশিও সেবার বৃদ্ধিতে সামনে ভালো এগিয়ে যাচ্ছে। বাবার সাথেও ভালোবাসা আছে, তাইতো সেবার সাথেও ভালোবাসা আছে। সেবা অর্থাৎ স্ব-এর সাথে সাথে সকল আত্মার সেবা। প্রথমে স্ব, কেননা যারাই স্ব-স্থিতির তারাই অন্য আত্মাদের পরিস্থিতি থেকে বের করতে পারে। সেবার সফলতাই হলো - স্ব এবং সকলের ব্যালেন্সের স্থিতি। এভাবে কখনো বোলো না যে, সেবায় খুব বিজি ছিলাম তো না, সেইজন্য স্ব-এর স্থিতির চাটে ঘাটতি হয়ে গেছে। একদিকে আয় করলে, আরেকদিকে খুইয়ে দিলে তাহলে অবশিষ্ট কী রইলো? সেইজন্য যেমন বাবা আর তুমি কস্মাইন্ড, শরীর আর আত্মা কস্মাইন্ড, তোমাদের ভবিষ্যতের বিষ্ণুস্বরূপ কস্মাইন্ড, সে'রকম স্ব-সেবা আর সকলের সেবা কস্মাইন্ড হোক। এটা আলাদা ক'রো না, তা' না হলে পরিশ্রম বেশি আর সফলতা কম প্রাপ্ত হয়। অসম্পূর্ণ হয়ে গেল তো না!

এই গ্রুপের চাটেও সেকেন্ড নম্বর বেশি। ফার্স্টও কম আছে তো চতুর্থ পঞ্চমও কম আছে, সেকেন্ড পর্যন্ত গেছ, তাহলে সেকেন্ডের আগে কী আছে? ফার্স্ট আছে, তাই না! সেকেন্ড পর্যন্ত কদম রেখেছ, এখনো বাকি এক কদম ফার্স্ট রাখতে হবে। তার বিধি হলো কস্মাইন্ড স্বরূপের সেবা। বাচ্চারা সেবারও প্ল্যান বানাচ্ছ তো না। বাপদাদা ইশারা করেছিলেন যে, এখন সময় অনুসারে যে সেবা তোমরা করেছ তা' খুব ভালো করেছ। এর দ্বারা তোমরা বাবাকে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছ, বায়ুমন্ডল আর ভাইব্রেশন পরিবর্তন হয়েছে। স্নেহী আর সহযোগী আত্মারা চারিদিকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কাছে এসেছে। এখন এমন সেবা করো যাতে একের দ্বারা অনেকের সেবা হবে। সারা বিশ্বকে বার্তা দিতে হবে। যখন তোমরা প্রত্যেক আত্মাকে বার্তা দিচ্ছিলে, তখন রাজস্বে আসা যে আত্মারা ছিল তারা নিজের ভাগ্য বানিয়ে সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন তো যারা বার্তা পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ইমার্জ হওয়া (বের হয়ে আসা) রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের থেকে বেশি। যারা রাজ ফ্যামিলিতে আসবে এবং যারা রাজ-সিংহাসনে বসবে উভয় প্রকারের আত্মারা ইমার্জ হয়েছে। তোমরাও রাজ্য-অধিকারী হবে তো না। নিজেরা হবে নাকি অন্যদের বানাবে? অন্যদের রাজ্য অধিকারী বানাবে, আর তোমরা কী হবে? আচ্ছা।

অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য কল্প পূর্বের নতুন নতুন বাচ্চারাও পৌঁছে গেছে। এদেরকে বাপদাদা ওয়েলকাম করছেন, আর নতুন বার্থের বার্থ ডে-র অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আচ্ছা!

চারিদিকের কস্মাইন্ড স্থিতিতে যারা সবাই স্থিত থাকে, যারা সদা কস্মাইন্ড সেবায় অক্লান্ত সেবার দ্বারা নিমিত্ত হয়, যারা সদা অতীতকে অতীত করে বাবার সঙ্গে রঙের হোলি উদযাপন করে, সেই হোলি হংস আত্মারা, যারা সদা তিন কালের উত্তরাধিকারের খুশিতে থাকে, সদা সাক্ষী হয়ে প্রকৃতি আর মায়ার খেলা দেখে - এমন সদা বিজয়ী, সদা উড়তি কলায় থাকা, সদা সামনে ফরিস্তা স্বরূপ অনুভব করা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- দৃঢ় সঙ্কল্প রূপী ব্রত দ্বারা নিজের বৃত্তি পরিবর্তন ক'রে মহান আত্মা ভব
মহান আত্মা হওয়ার আধার হলো - "পবিত্রতার ব্রতকে প্রতিজ্ঞা রূপে ধারণ করা", কোনো প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প

রূপী ব্রত নেওয়া অর্থাৎ নিজের বৃত্তিকে পরিবর্তন করা। দুট ব্রত বৃত্তিকে বদলে দেয়। ব্রতের অর্থ হলো, মনে সঙ্কল্প উৎপন্ন করা আর সংযমের সাথে স্থূল রীতিতে সম্পাদন করা। তোমরা সবাই পবিত্রতার ব্রত নিয়েছ আর বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ। সকল আত্মার প্রতি ভ্রাতৃস্বের বৃত্তি হওয়াতেই তোমরা মহান আত্মা হয়ে গেছ।

স্লোগান:- নিজের পবিত্র শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের প্রকাশ বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই রিয়েল ডায়মন্ড হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে মধুর দৈবী আচরণের দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে, সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে, অবিনাশী উত্তরাধিকারী করে তুলতে হবে"

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী (দেহের চেতনা থেকে মুক্ত) তাদের চিহ্ন কি হবে ?

*উত্তর:- তারা অত্যন্ত মধুর হবে। তারা হুবহু শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। তারা কখনোই কোনো কাজের জন্য গড়িমসি করবে না। সবসময় হ্যাঁ বলতে প্রস্তুত থাকবে (হ্যাঁ জী বলবে)। কখনও না করবে না। অন্যদিকে দেহ-অভিমানী মনে করবে এই কাজ করলে আমার সম্মানহানি হবে। দেহী-অভিমানীরা সবসময়ই বাবার আদেশানুসারে চলবে। সম্পূর্ণ রূপে বাবার প্রতি তাদের রিগার্ড থাকবে। কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বাবাকে অবজ্ঞা করবে না। তাদের নিজের দেহের প্রতিও আকর্ষণ থাকবে না। শিববাবার স্মরণে থেকে নিজের সবকিছুর শ্রীবৃদ্ধি করবে, কখনও নষ্ট হতে দেবে না।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । এই বিশাল সমগ্র বিশ্বজগৎ, এর মধ্যে ভারতকে বিশেষ ভাবে আর সাধারণ ভাবে ইউরোপকে বলতে পারো, কেননা ভারতই হল প্রাচীন। এটা তো বুঝেছ যে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভারতই ছিল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা জানে যে আমরা একের পর এক এসেছি, আমাদের আগে ভারতই ছিল। এটা বোঝার বিষয় তাইনা। তোমরা বাচ্চারা জানো প্রকৃতপক্ষে ভারতই প্রাচীন ছিল। ঐ সময় ভারত খুব ধনবান ছিল যাকে স্বর্গ বলা হয়। বাচ্চারা তোমরা ছাড়া এই সময় কোনো মানুষই বাবাকে জানে না। সেটাও নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বাবাকে জেনেছ। সুতরাং প্রত্যেকেই স্বয়ং বুঝতে পারে যে অসীম জগতের বাবাকে জানে না। আহ্বান করে, ভক্তি করে, কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। গাওয়াও হয়ে থাকে ফাদার শো'জ সন (পিতা সন্তানকে দর্শায়) সন শো'জ ফাদার (সন্তান পিতাকে দর্শায়)। এখন বাচ্চারা তোমাদেরই পিতাকে দর্শাতে হবে। ফাদার তো নিজেকে দেখাতে পারবেন না। ফাদার তো বাইরে কোথাও যাবেন না। তোমরা বাচ্চাদেরই বাবার পরিচয় দিতে হবে। এটাও জানো যে অসীম জগতের পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। যদি ওরা তাঁকে জানত - অবাক হয়ে যেত - আমরা ভগবানের সন্তানরা দুঃখের মধ্যে, আইরন এজে তবে কেন আছি ? তোমাদের এই প্রশ্ন করতে হবে। প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? যারা এই প্রশ্ন করবে উত্তর অবশ্যই তাদের জানা আছে, অন্য কেউ-ই এই প্রশ্ন করে না কারণ তাদের কিছুই জানা নেই। তোমরা যে কোনো কাউকেই এই প্রশ্ন করতে পারো। সবাই সাধারণ ভাবে বলে থাকে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপী বলার কোনো অর্থই হয় না। তাঁকে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বলা হয় তাইনা। দুঃখ মিটিয়ে সুখ প্রদান করার জন্য একজনকে তো প্রয়োজন না ! তোমরা অল্প বোঝালেও বুঝতে পারবে যে প্রকৃতপক্ষেই সত্যযুগে সুখই-সুখ ছিল। এখন তো শুধুই দুঃখ আর দুঃখ। নিশ্চয়ই বাবা সবার দুঃখ মিটিয়ে ছিলেন। খুবই সহজ বিষয়। তোমরা বুঝেছ আমরা পারলৌকিক মাতা-পিতার সন্তান হয়েছি। এই জ্ঞানের কথা এই সময়েই হয়, সত্যযুগে হয়না। ওখানে না জ্ঞান আছে, না অজ্ঞানতা আছে। ওখানে জ্ঞান প্রদান করার জন্য কেউ থাকে না। জ্ঞান অর্জন করেই তো প্রালব্ধ ভোগ করছে। তোমরা এখন জ্ঞান অর্জন করে প্রালব্ধ পাচ্ছো, নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। দেহী-অভিমানী হওয়া বড় পরিশ্রমের কাজ। শিববাবার সার্ভিসে যারা তৎপর হবে তারাই দেহী-অভিমানী হতে পারে। দেহ-অভিমান থাকলে তার মধ্য থেকে সেই সুগন্ধ (আত্মিক) বেরিয়ে যায়। তার আচরণ দেখেই বোঝা যায় যে এই আত্মা দেহ-অভিমানী। দেহী-অভিমানী অত্যন্ত মধুর আর লাভলী স্বভাবের হয়। আমরা সবাই

এক বাবার সন্তান, ভাই-ভাই। নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক। উভয়েরই শ্রীমত অনুসারে অ্যাকুরেট চলে। এমন নয় যে একজন শ্রীমত অনুসারে চলে দ্বিতীয় জন অজুহাত দেখিয়ে বসে যায় । শ্রীমত অনুসারে যারা চলে না বাবা কখনও তাদেরকে নিজের বাচ্চা বলতে পারবেন না। বাইরে থেকে যদিও বাচ্চা-বাচ্চা বলে থাকেন - কিন্তু ভিতরে ভিতরে জানেন যে এই বাচ্চা আদেশ অমান্যকারী, এ কি পদ পাবে। বাপদাদা দুজনেই বুঝতে পারেন। শ্রীমত অনুসরণ করে না। দেহ-অভিমানের কারণে শ্রীমত অনুসারে চলে না। দেহী-অভিমানীরা খুব মধুর হয়। এই আসুরি দুনিয়া তিক্ততায় ভরে গেছে । মাতা-পিতা, ভাই-বোন সবাই তিক্ততায় পূর্ণ। এখানে যারা দেহ-অভিমানী, তারা তিক্ত। তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হচ্ছো। কেউ-কেউ সবেমাত্র তমোপ্রধান থেকে তমঃ পর্যায়ে পৌঁছেছে অর্থাৎ সেই চরম অবস্থা দূর হয়েছে।

কেউ বা রজঃ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সতঃ অবস্থায় কেউ-কেউ এসেছে। এমনটা নয় যে ধীরে-ধীরে আসতে থাকবে। কতদিন পর্যন্ত এই ধীরে-ধীরে চলতেই থাকবে। দেহী-অভিমানীর কখনোই দেহ অভিমান থাকবে না যে এই কাজটা আমি কেন করব এতে আমার সম্মান হানি হবে। তোমরা যখন পাকিস্তানে ছিলে বাবা তোমাদের শেখানোর জন্য সব কাজ করতেন যাতে দেহ-অভিমান না আসে। দেহ-অভিমান থাকলে সব নষ্ট হয়ে যায় আর সত্য হারিয়ে যায়। বাইরের যারা প্রজা হতে চলেছে, তাদের থেকেও নিচে নেমে যাবে। প্রজার মধ্যেও যারা বিত্তবান হবে তাদেরও দাস-দাসী থাকবে। এখানে তো নিজেরাই গিয়ে দাস-দাসী হয়। এদের থেকে তো ঐ বিত্তবানরা ভালো তাইনা। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হয়। সুতরাং বোঝা যায় যারা সন্তান হয় না শুধুই খুব ভালো সাহায্যকারী হয় তারাও ধনী হয়। তাদের চাকরি করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে তোমাদের অন্যদের জন্য চাকরি বাকরি করতে হয়। তারপর শেষে গিয়ে রাজস্ব করার ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। শাস্তি তো ভোগ করতে হবে উভয়কেই। শুধুমাত্র জ্ঞানী আল্লাই এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবে। যারা অস্ত্র তাদেরই দেহ-অভিমান থাকে। তাদের আচরণই এমন। বোঝা যায় যে এ কোনো কাজের নয়। এখানে তো বাচ্চাদের শ্রীমত অনুসারে চলতে হয়। মায়া বড়ই প্রতারণা করে। চট করে দেহের চেতনাতে চলে আসে। দেহের চেতনাকে দূর করে দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এখানে যারা থাকে তাদের তো তবুও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ আছে। বাইরের দুনিয়া অত্যন্ত খারাপ। জ্ঞানের সঙ্গ এমনই ফাস্ট ক্লাস হওয়া উচিত যেখানে সম্পূর্ণ রঙিন (ঐশ্বরীয় রঙে) হওয়া যায়। দেহ-অভিমানীদের সঙ্গ করলে সম্পূর্ণ রূপে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারপর আদেশানুসারেও চলতে পারবে না। বাবা বলেন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি চট করে বলে দিতে পারি তোমরা আন্তঃপালনকারী কিনা। নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী অনেক ভালো-ভালো বাচ্চারা আছে যারা মনকে খুশি করে দিতেই থাকে। দুনিয়াতে অনেক দুঃখ মারামারি। রক্তপাত হয়েই চলেছে, একে বলাই হয় কাঁটার জঙ্গল। তোমরা এর থেকে নিজদের দূরে সরিয়ে নিয়েছো। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে রয়েছো। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি হতে চলেছি। কাঁটা থেকে পল্লব বের হচ্ছে। এই জগতে রিলিজিয়াস (ধার্মিক) হলে কেবল তোমরাই, সেটাও নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। যারা বাবাকে জানে না তারা হল অধার্মিক। বলাও হয়ে থাকে ধার্মিক আর অধার্মিক। পান্ডব আর কৌরব। পান্ডবদের কোনো স্থূল যুদ্ধ নেই। তোমাদের গুপ্ত যুদ্ধ মায়ার সাথে, যদি তোমরা বাবাকে স্মরণ না করো তবে মায়ার খাপড় লাগবেই, তুফান আসবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের মুখ ঐ দিকে (নতুন দুনিয়া) আর পা এই দিকে (নরকের দিকে)। সবসময়ই নতুন দুনিয়াকে মনে করা উচিত। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। বাবা বলেন নির্বন্ধনে থাকে যারা তাদের থেকে গৃহস্থ পরিবারে থাকে যারা তাদের অবস্থা ভালো। সবাই তো একরকম হতে পারে না। নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। স্কুলেও সবাই তো আর একই নম্বর পেতে পারে না। এখানেও এটা অসীম জগতের স্কুল। বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখেন, একেই বলে বিশাল বুদ্ধি। বিশাল বুদ্ধি তখনই হতে পারবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে।

বাচ্চারা তোমাদের এখন বিশাল বুদ্ধি হয়েছে। তোমরা মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোক আর এই সম্পূর্ণ চক্র কিভাবে ঘুরছে - এসবই জানো, একেই বলে বিশাল বুদ্ধি বা অসীম জগতের বুদ্ধি। মানুষের মধ্যে রয়েছে সীমিত বুদ্ধি। তোমাদের মধ্যে আছে অসীমিত বুদ্ধি। সুতরাং বাচ্চাদের খুব মিষ্টি (স্বভাবের) হতে হবে। যত বেশি মিষ্টি হবে, সম্পূর্ণ হতে পারবে ততই ভবিষ্যতে অবিনশ্বর হতে পারবে। এখন দেখা উচিত যে আমার মধ্যে দেহ-অভিমান নেই তো ? যদি কোনো কাজ না করে, তবে বোঝা যায় যে এর মধ্যে দেহ-অভিমান আছে। সত্যযুগে সবাই দেহী-অভিমানী হয়। তারা জানেন যে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। এখানে কত কান্নাকাটি করে। দেহ-অভিমান আছে যে ! দেহের প্রতি ভীষণ ভালোবাসা থাকে। বাচ্চারা তোমাদের কাছে এই দুনিয়া যেন নেই হয়ে গেছে। অশরীরী হয়ে এসেছিলে অশরীরী হয়ে যেতে হবে। অসীম জগতের পিতা এসে বাচ্চাদের পড়ান, সুতরাং তাঁর প্রতি কতটা রিগার্ড রাখা উচিত। বাঁদর কারো প্রতি রিগার্ড রাখে না। এমনকি ওরা হাতি দেখেও চিৎকার করবে। সুতরাং যার অন্তরে তিক্ততা থাকে তাকে বাবা কি সুপুত্র বলবেন? বলবেন এর থেকে তো বাইরে যারা আছে তারা অনেক ভালো। অন্তত তাদের মান আছে। এটাও ড্রামায় আছে। আজ কেউ ভালোভাবে চলছে, কাল মায়ার তুফান চলে আসে। বুঝতে পারে না যে তারা তুফানের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বড়-বড়দেরও (সিনিয়র) তুফান প্রভাবিত করে থাকে। একেও ড্রামা বলা হয়। আমরা শিববাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি, এটা ভুলে গেলে সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। শিববাবার ভান্ডার থেকে খাওয়ার মাধ্যমেই সবকিছু সমৃদ্ধ হবে। এটা ভুলে গেলেই ঝুলি শূন্য হয়ে যাবে। প্রজার মধ্যেও সাধারণ পদ পাবে। সাজা তো অনেক ভোগ করতে হবে। নিজে এই যজ্ঞ থেকে সরে গেলে অন্যান্যদেরও সংশয় বুদ্ধি করে তোলে। বাবার তো করুণা হয়। কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি মায়ার আক্রমণ তিনি সহ্য করতে পারেন না। ওস্তাদ তোমাদের অনেক কিছু শেখান। অচল-অটল থাকতে হবে। এইভাবে না থাকলে বাবা বোঝেন তোমরা এখনও সিলভার এজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারনি। অবাক লাগে ! পূর্ণ জ্ঞান না

থাকার কারণে, শিববার সাথে যোগ না থাকার কারণে পড়ে যায় (অবনতি হয়)। কত রকমের তুফান আসে। উত্তরণ আর অবতরণ চলতেই থাকে। নিচে নেমে গেলে উঠে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের কাজ শিববার সাথে। যাই ঘটুক না কেন আমাদের শিববার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। মাম্মা, বাবাও ওঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলেন, ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। ওঁনার মুরলী শুনতে হবে। নয়তো কোথায় যাবে। দোকান তো একটাই। এখানে না আসলে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না। বাবার কাছে তো আসতে হবে তাই না! তবে হ্যাঁ, যারা বন্ধনে আবদ্ধ, আর বাবাকে স্মরণ করেই শরীর ত্যাগ হলে তারাও ভালো পদ পেতে পারে। এখানে এসেও যারা দেহ-অভিমান বশতঃ অবস্তা করবে, তাদের থেকে ওরা ভালো পদ পেতে পারে। কেননা বাবার স্মরণে থেকে শরীর ত্যাগ করে। কত সুন্দর তাদের সৌভাগ্য। এই জ্ঞান মার্গে অন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না। খুবই সহজ। এখানে দেহী-অভিমानी হতে হবে। ভীষণ ভাবে দেহ-অভিমানে থাকে অনেকেরই। বাবা আর কিছুই বলেন না কিন্তু অন্তরমানে করুণা অনুভব করেন তাদের জন্য। শিববার ভান্ডার থেকে শরীর নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু যজ্ঞের কাজে সাবধানী হয়না তারা কোন্ পদ পাবে? এই যজ্ঞের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যেখানেই সেন্টার স্থাপন হয়, সেটা শিববারই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ রচনা করার জন্য শুধু ৩ পা পৃথিবী প্রয়োজন (অল্প একটু জায়গা)। ব্যাস! এমন কোনো কোনো বৃদ্ধ আছে, যিনি নিজে বোঝাতে অক্ষম। আচ্ছা তাহলে কোনো বোন বা ভাইকে বলো। একটা ছোট ঘর তৈরি করে তাতে বোর্ড লাগিয়ে দাও। বড় পুণ্যের কাজ হবে। এখন কলিযুগ, বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। বাবার কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় সঙ্গম যুগে, যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যায়, নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়। সঙ্গম যুগে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতের জন্য অবিনাশী হয়ে যায়। তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো। শুধুমাত্র ৩ পা পৃথিবী প্রয়োজন। দুয়েকজনকে বোঝাতে পারলেও অহো সৌভাগ্য। তোমরা একটাই মন্ত্র দিয়ে থাকো - মন্ত্রনাভব। শুধু বলো যে বাবাকে স্মরণ করলে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। বাবা স্বর্গের খাজানা দিয়ে থাকেন। শুনলে আর বুদ্ধিতে বসে গেল। স্বর্গে আসার উপযুক্ত হয়ে গেলে। যে জায়গা দেয় সেও অধিকার প্রাপ্ত করে। বাবা এতো সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। কাউকে সুখধামের পথ বলে দাও। প্রজা হলে সেটাও ভালো। নম্বরানুসারে তৈরি হতে থাকবে। ৩ পা পৃথিবী কথাটা খুব প্রসিদ্ধ, এর মাধ্যমেই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। প্রজারাও তো বলবে যে - আমরা বিশ্বের মালিক। এই বাড়িটাও ৩ পা পৃথিবীর তাইনা! শুরুও হয়েছিল ৩ পা পৃথিবী দিয়ে। একটা কুঠী বাড়ি ছিল তারপর ধীরে-ধীরে বড় হয়েছে। এমন অনেকেই আসবে যাদের বাবা জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা টাকা পয়সা দিয়ে কি করবে? তোমাদের ভালো পরামর্শ দিচ্ছি যে তোমরা ৩ পা পৃথিবীর নাও। ১০-১৫ টা হাসপাতাল, কলেজ খোলো। তোমার গ্রামে বা শহরে বাড়ি ভাড়া নাও। এ'সবই শেষ হয়ে যাবে। এর চেয়ে এই খরচে ১০-১৫ টা সেন্টার খোলো তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে। তোমরাও ধনবান হতে পারবে। ছোট জায়গাতেও তোমরা কলেজ খুলতে পার। তোমাদের শুধু পথ বলে দিতে হবে, অন্ধের লাঠি হতে হবে। সবাইকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাবা আর উত্তরাধিকার এই দুটোই স্মরণ করলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। আর কোনো খরচ ইত্যাদি করার ব্যাপার নেই। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। বোঝানো খুব সহজ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞানী আত্মাদের সঙ্গ করতে হবে। দেহী-অভিমानी হতে হবে। দেহ-অভিমানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২) যজ্ঞকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে, সততার সাথে অন্তর থেকে যজ্ঞের সেবা করতে হবে। খুব সুন্দর এবং মধুর হতে হবে। সুপুত্র হয়ে দেখাতে হবে। কোনো রকম অবস্তা করা উচিত নয়।

বরদানঃ:-

জ্ঞান, গুণ আর শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে দান প্রদানকারী মহাদানী ভব

সারা দিন যে আত্মাই সম্বন্ধ- সম্পর্কে আসবে মহাদানী হয়ে তাদেরকে যে কোনো শক্তি, জ্ঞান, গুণের দান করো। দান শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হলো সহযোগ দেওয়া। তোমাদের কাছে জ্ঞানের সম্পদ (খাজানা) যেমন আছে শক্তি আর গুণের সম্পদও আছে। এই তিনটি খাজানাতেই সম্পন্ন হয়ে ওঠো, কোনো একটাতে নয়। যেমন আত্মাই হোক না কেন, গালমন্দ করুক, নিন্দা করুক - তাকেও নিজের বৃত্তি বা স্থিতির দ্বারা

গুণ দান করো।

স্লোগান:- যে একমাত্র বাবার দ্বারাই প্রভাবিত হয় তার উপরে কোনো আত্মারই প্রভাব পড়তে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন লাইট হাউস হতে হবে, তোমাদের এক চোখে মুক্তিধাম, আর এক চোখে আছে জীবনমুক্তিধাম, তোমরা সবাইকে পথ বলে দিতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - অবিনাশী পদ এর খাতা জমা হতে থাকবে, এর বিধি কি ?

*উত্তরঃ - বুদ্ধিতে যেন সদা স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে । চলতে - ফিরতে যদি নিজের শান্তিধাম আর সুখধাম স্মরণে থাকে তাহলে একদিকে বিকর্ম বিনাশ হবে আর একদিকে অবিনাশী পদ এর খাতা জমা হতে থাকবে । বাবা বলেন, তোমাদের লাইট হাউস হতে হবে, তোমাদের এক চোখে যেন শান্তিধাম, অন্য চোখে যেন সুখধাম থাকে ।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা মিষ্টি - মিষ্টি গীত শুনেছে । এখন এই যে গান যারা গাইছে, তারা অবশ্যই কোনো ফিল্মের হবে । জ্ঞানের সম্বন্ধে, দেবতাদের সম্বন্ধে বা পরমাত্মার সম্বন্ধে যা কিছুই গাওয়া হয়, ওরা উল্টোই গায় । একে বলাই হয় উল্টো দুনিয়া । আল্লাহ বসে বোঝান, তোমরা তো মায়ায় ফাঁসিতে আটকে ছিলে । মায়া সব বাচ্চাদের উল্টোভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে বাচ্চাদের সোজা করে দেন । এই গীত কতো সুন্দর । একথা কে বলেন, জাগো সজনীরা... আর তো কেউ বলতে পারবে না সারা দুনিয়ার সজনীদের জন্য, জাগো সজনীরা, এখন নব যুগ আসছে । দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই, যারা এই কথা জানে । মায়া এমনই, যতই বোঝাও না কেন, তাও বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন নতুন যুগ, নতুন দেবতাদের বাদশাহী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগকে আসতে হবে । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে, ভগবানকে ভক্তদের কাছে আসতেই হবে । ভক্তরা চায়ও যেন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয় । তাই বোঝা উচিত যে, বরাবর ভগবান আসবেনই । অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তরা ছটফট করে, তাই তিনি কিছু তো দেবেনই, তাই না । ভক্তরা জানে যে, ভগবান জীবনমুক্তি প্রদান করেন । ওই পতিত পাবনই সবাইকে পাবন বানাবেন । বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, সব আত্মারা কখন পাবন হয় । সত্যযুগে তোমরা পাবন থাকো । বাকি সব আত্মারা তখন নির্বাণধামে থাকে । তোমরা পাবন যুগে আসো, নির্বাণধামকে যুগ বলা হবে না । সে তো এই চার যুগের উর্ধ্বে । বাচ্চারা, এমন এমন কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । অবশ্যই আমরা পরমধামে থাকি । যুগ এখানে হয় - সত্য, ত্রেতা... এইসব নাম এখানকারই । বিনাশেরও গায়ন আছে । ত্রিমূর্তিও দেখানো হয় । ওরা ত্রিমূর্তির নীচে লেখে - সত্যমেব জয়তে । এ তো হল রুহানী গভর্নমেন্ট, তাই না । নন ভায়োলেট শক্তি সেনারও গায়ন আছে, কিন্তু তা নাম মাত্র । তাই তোমাদেরও কোট অফ আর্মস (প্রতীক চিহ্ন) থাকা উচিত । তোমরা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের নীচে লিখতে পারো - সত্যমেব জয়তে । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, আমরা পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সন্তান । প্রজারা নিজেদের সন্তানই মনে করে । তাই একথা বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, কিভাবে কোট অফ আর্মস বানাবো । এ হলো-ই অন্ধ বিশ্বাসের দুনিয়া, যাই দেখতে থাকবে, সবাইকেই ভগবান বলতে থাকবে । তাহলে তো অন্ধ শ্রদ্ধাই হলো, তাই না । মানুষ কোণে - কোণে ভগবান আছে, এমন বলে দেয় । বাস্তবে যে মনুষ্য মাত্র আছে, সকলের পাট্টই পৃথক - পৃথক । আত্মা শরীর ধারণ করে অভিনয় করে । এমন তো বলাই যাবে না যে, সবাই ভগবান-ই ভগবান । তাহলে কি ভগবানই লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । এ তো হলো একশো শতাংশ অন্ধ শ্রদ্ধা । নতুন বাড়ি তৈরী হলে বলবে, একশো শতাংশ নতুন । পুরানোকে বলবে একশো শতাংশ পুরানো । ভারত-ই নতুন ছিলো, এখন তো পুরানো দুনিয়া । কতো নানান প্রকারের ধর্ম আছে । এ তো রাতদিনের তফাৎ, তাই না । সত্যযুগে অবশ্যই সুখ-ই সুখ ছিলো, সেখানে দেবতারা রাজত্ব করতো । এখন তো এই পুরানো দুনিয়াতে কেবল দুঃখই দুঃখ । এখন কতো দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তা তোমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাবে । এমন গায়ন আছে - কারোর পৌষ মাস, কারোর সর্বনাশ (মিরুয়া মত, মালুকা শিকার) । ওরা কেবল লিখে দিয়েছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । মানুষকে হত্যা করতে কারোর দুঃখই হয় না । এমনতেই কেউ কিছু করলে পুলিশ কেস করে দেবে । এদের দেখো, কতো বস্তু ইত্যাদি তৈরী করে একে অপরকে মারতে থাকে, রোজই কাগজে লিখতে থাকে, অমুক - অমুক স্থানে এতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে । তাদের উপর আবার কেস করবে, এসব কারোর বুদ্ধিতেই নেই ।

তোমরা এখন জানো যে, এ হলো পুরানো পাপের দুনিয়া । সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া । সত্যযুগ - ত্রেতাতে কেউ কাউকেই দুঃখ দেয় না । নাম-ই হলো স্বর্গ, হেভেন, বহিস্ত... ইতিহাসেও পড়ে থাকে । ওখানে তো অগাধ ধন ছিলো, যা পরে মন্দির

থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। তাই যারা এই মন্দির নির্মান করেছিলো তারা কতো ধনবান ছিলো। সোনার দ্বারকা তো দেখানো হয়, তাই না। মানুষ বলে থাকে - তা আবার সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, ডামার চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। সত্যযুগ নীচে গিয়ে কলিযুগ উপরে এসে যায়। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এই চক্রের জ্ঞানও তোমাদেরই আছে। চক্রও অনেক লোক তৈরী করে কিন্তু আয়ুর হিসাব কেউই জানে না। রিয়েল চক্র তো কেউ বলতেই পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে, তাই বলা হয় - স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এ হলো জ্ঞানের কথা। তোমরা জানো যে, আমরা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকি, এতে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে আর অন্যদিকে অবিনাশী পদের খাতা জমা হতে থাকবে। তবুও বলে থাকে, আমরা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ভুলে যাই। বাবা বলেন, তোমাদের লাইট হাউস হতে হবে, লাইট হাউস তো পথ দেখায়, তাই না। তোমাদের এক চোখে শান্তিধাম, আর এক চোখে সুখধাম আছে। তোমরা তো এই দুঃখধামে বসে আছো। তোমরা তো লাইট হাউস, তাই না। তোমাদের মন্ত্রই হলো - মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব, শান্তিধাম আর সুখধাম। তোমরা অন্যদেরও পথ বলে দাও। তোমরা এই চক্র ঘোরাতে থাকো। চলতে - ফিরতে যেন এই কথা বুদ্ধিতে থাকে যে - শান্তিধাম আর সুখধাম। এমন অবস্থায় বসে কেউ আবার সাক্ষাৎকারও করতে পারে। কেউ সামনে এলেও সাক্ষাৎকার করতে পারে। আমাদের কাজ হলো এখানেই। ওখানে তো কিছুই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই অভ্যাস করতে হবে, আমরা পথ প্রদর্শক লাইট হাউস আর এখন আমরা দুঃখধামে দাঁড়িয়ে আছি। এ তো সহজ, তাই না। লাইট হাউস বা স্বদর্শন চক্র, কথা তো একই, কিন্তু চক্রে ডিটেল আসে। ওতে কেবল দুটি কথা আছে - সুখধাম আর শান্তিধাম। অল্ফ (আল্লাহ) - মুক্তিধাম। বে (বাদশাহী) - জীবনমুক্তিধাম। এ কতো সহজ। যেখান থেকে আমরা আত্মারা আসি, সে হলো শান্তিধাম। যারা বিজ্ঞানমনস্ক, আর যারা প্রকৃতিকে মানে, তারা এইসব কথা বুঝতে পারবে না। বাকি দেবতাদের যারা মানে তারা বুঝতে পারবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাওয়া তো খুবই ভালো। দেখো, তাঁরা তো সুখধাম বা সত্যযুগের মালিক ছিলো, তাই না। এখন তো হলো কলিযুগ। তাঁরাও তো মনুষ্যই ছিলো। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্ব ছিলো, তাই না। কখন গীতা শুনেছে? লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে যারা আসে, তারা গীতাও শুনে থাকবে। যে কৃষ্ণকে ভালোবাসবে, সে গীতাকেও ভালোবাসবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যারা যাবে তাদের গীতার কথা অত খেয়ালে আসবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণের জন্য মনে করে, তাঁরা তো বৈকুণ্ঠে ছিলেন। এখন তো হলো নরক। বাবা এই নরকেই আসেন, তিনি এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করো তাহলেই তরী পার হয়ে যাবে। প্রথমে তো অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে মানে, তাদের বলো, শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলো, তাই না। তোমরা নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। ওখানে কোনো অপবিত্র থাকে না। বোঝানোর জন্য যে কোনো প্রকারের যুক্তি রচনা করা উচিত।

বাচ্চারা লেখে - এখানে তো খুব ঠান্ডা, তাই সার্ভিস কম হয়। বাবা বলেন - এই ঠান্ডা (ঝিমিয়ে পড়েছে) তো বাচ্চাদের, সেবা তো অনেকই হতে পারে। এখানে কতো মন্দির আছে। বাবা বলেন, তোমরা আমার ভক্তদের জ্ঞান দান করো। তোমরাও তো ভক্ত ছিলে, তাই না। এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীর মালিক হও। কৃষ্ণপুরী বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করবে, বৈকুণ্ঠ রামরাজ্যকে বলা হবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্বকেই বৈকুণ্ঠ বলা হবে। তোমরা যখন বোঝাবে তখন বলবে, এই কথা তো ঠিক। তোমাদের এই চিত্রে অনেক বড় জ্ঞান ভরা আছে। যে খুব মন দিয়ে এই চিত্রকে দেখবে, চট করে প্রণাম করবে। তোমাদের করবে না। বাস্তবে নমস্কার করা উচিত তোমাদের কারণ তোমরাই এমন হবে তাই ব্রাহ্মণ কুল হলো উত্তম। তোমরা পরিশ্রম করে এমন দেবতা তৈরী হও। প্রথমে হলো ঈশ্বরীয় সন্তান। এমন গায়নও এই সময়ের। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হতো তাহলে লক্ষ্মী - নারায়ণের জন্মদিন পালন করতো। তারা জানেই না, কেবল লক্ষ্মীর সামনে গিয়ে ধনের জন্য প্রার্থনা করে। আরে ওঁদের জন্মপত্নীকে তো জানো। তাঁরা কখন এসেছিলেন, ওরা তাও জানে না। বিষ্ণুকে চার ভুজা দেখানো হয়, অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের কন্ডাইন্ড রূপ। লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে কিন্তু তাঁদের জীবন কাহিনী তো জানে না। তাঁরা কোথাকার মালিক ছিলো। সূক্ষ্ম লোকের মালিক তো নয়, সূক্ষ্ম লোককে তো আর বিষ্ণুপুরী বলা যাবে না। সূক্ষ্ম লোকে কোনো পুরী-ই নেই। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্বকে পুরী বলা হবে, তারপর রাম - সীতার পুরী, বাকি রাধা - কৃষ্ণের কিছু দেখানো হয় না। দ্বাপরে তো ইসলামী, বৌদ্ধি, এরা আসে। বাচ্চারা, তাই তোমাদের ডিটলে বোঝাতে হবে। মানুষ তো স্বর্গকেও স্মরণ করে। কোনো ভালো মানুষের মৃত্যু হলে বলা হয় যে, বৈকুণ্ঠে গেছেন। তাহলে অবশ্যই সে নরকে ছিলো, তাই তো স্বর্গে গেছেন। এই সময় সব নরকবাসী পতিত। নেশা কতো থাকে। দেখানো হয় যে, তারা কোটিপতি কিন্তু সবাই তো হলো নরকবাসী। নরকবাসী স্বর্গবাসীর কাছে মাথা নত করে। বাচ্চারা, তোমরাই যথার্থ ভাবে বোঝাতে পারো। তোমরাই হলে (জানি জাননহার) সর্বজ্ঞ বাবার সন্তান। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র ডিটলে ঘুরতে থাকে। বাড়িতে গেলে, সম্বন্ধীদের মুখ দেখলে মানুষ সব ভুলে যায়, তাই কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলও

থাকে । তোমাদের এখানেও হোস্টেল আছে । এখানে তোমরা পড়ার মধ্যে থাকো, তাই তোমাদের বুদ্ধি বাইরের দুনিয়ায় যাবে না । স্টুডেন্টদের সঙ্গে জ্ঞানের কথাই হয় । হোস্টেলে থাকলে অনেক তফাৎ হয়ে যায় । বাবার কাছে তো শীঘ্রই রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসা উচিত । এমন মনে করো না যে, এখানে দক্ষিণা দিতে হবে । এমন চিন্তা যারা করে তাদের মূর্খ মনে করা হয় । বাবা তো হলেন দাতা । এখানে দেওয়ার চিন্তা কখনোই করো না । এখানে সেবাপরায়ণ বাচ্চাদেরই রিফ্রেশ হতে হবে । বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে আসো । এমন নয় যে, তোমরা কোনো সাধু - মহাত্মার কাছে আসো, দক্ষিণা দিতে হবে, কখনো এমন চিন্তা করো না । বাচ্চারা যে বাবার কাছে আসে, তাদের কাছে পয়সা আছে কি ? তারা সবকিছু সেবার স্থান থেকেই পায় । যারা নিজের ভাগ্য বানাতে চায়, তারা নিজের পুরুষার্থ করে । বাকি সকলের তো অজুহাত, চাকরি আছে, এই আছে, ওই আছে, ছুটি তো পাওয়া যেতে পারে । কোনো কারণ দেখিয়ে ছুটি তো নিতেই পারে । এ তো কোনো মিথ্যা হলোই না । এই জ্ঞানের মতো সত্য তো আর কিছুই নেই, কিন্তু বাবার এতো কদর করে না । কতো বড় সম্পদের অধিকারী হয় । বাবা তো কোনো দূরে নেই । যেখানেই থাকো না কেন, নিজের উন্নতির জন্য রিফ্রেশ হতে আসতে হবে । রিফ্রেশ হলে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । তোমাদের তো এই সেবা করতে হবে । এ হলো বুদ্ধিযোগ বল । ও হলো বাহুবল । এখানে হাতিয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই । তোমরা কাউকেই দুঃখ দিও না । সবাইকে সুখের পথ বলে দিতে হবে সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ । এই রাবণ রাজ্যের অর্ধেক কল্প লেগে যায় । বাচ্চারা, তোমরা সুখধামের স্থাপনা করো । তোমাদের কখনোই কোনো কটু কথা বলা উচিত নয় । শুনো না শোনা উচিত । শুনে ফেলো তাই বলতেও শুরু করে দাও । ক্রোধের অংশও খুবই লোকসান করে দেয় । কারোর প্রতি ক্রোধ করা, এও দুঃখ দেওয়াই হলো । বাবা বলেন, কাউকে দুঃখ দিলে তোমাদের দুঃখী হয়ে মরতে হবে, অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা এবং এই ঈশ্বরীয় পাঠের প্রতি কদর করতে হবে । সময়ে সময়ে নিজেকে রিফ্রেশ করার যুক্তি বের করতে হবে । অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে ।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চাই করতে হবে । ক্রোধের অংশমাত্রকেও দূর করতে হবে । কেউ যদি কটু কথা বলে, শুনোও শুনো না ।

বরদানঃ:- পরবশ আত্মাদেরকে দয়ার শীতল বারি'র দ্বারা বরদান প্রদানকারী বরদানী মূর্তি ভব*
কেউ যদি ক্রোধ অগ্নিতে স্বলতে থেকে তোমাদের সামনে আসে, তখন তাকে পরবশ মনে করে নিজের দয়ার শীতল জলের দ্বারা বরদান দাও । তেলের ছিঁটে দিও না । কারোর বিষয়ে যদি কোনো ক্রোধের ভাবনাও রাখো, তাহলে তেলের ছিঁটে দেবে, তাই বরদানী মূর্তি হয়ে সহনশীলতার শক্তির বরদান দাও । এখন চৈতন্যতে যখন এমন সংস্কার ভরবে, তখন তোমাদের জড় চিত্রের দ্বারাও বরদানী মূর্তি হতে পারবে ।

স্নোগানঃ:- পরমাত্মা মিলন মেলার আনন্দে থাকো তাহলে মায়ার ঝামেলা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সকাল-সকাল উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো তাহলে পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধি হয়ে যাবে”

- *প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী (মালামাল) হওয়ার সাধন কি ?
- *উত্তরঃ - অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করো তাহলে মালামাল হয়ে যাবে, কেননা এই এক-একটি জ্ঞান রত্ন লক্ষ টাকার সমান। যে যত বেশী দান করবে, বাবার স্মরণে থাকবে, ততই তার খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে।
- *প্রশ্নঃ - তোমাদের দ্বারা যাতে কোনো পাপ কর্ম না হয়ে যায়, তার জন্য কোন্ বিষয়ের উপর বিশেষ সতর্ক রাখতে হবে?
- *উত্তরঃ - অল্পের অর্থাৎ আহারের উপর বিশেষ সতর্ক রাখা চাই। পাপ আত্মার তৈরী অল্প ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে তার প্রভাব পড়তে থাকে, প্রত্যেককের পরিস্থিতি দেখে বাবা রায় (অনুমতি) দেন।

ওম্ শান্তি । কে বসে আছেন, কে এসেছেন? জীব আত্মারা জানে যে আমরা সকল আত্মারা এই সময় পতিত হয়ে গেছি। মুখ্যতঃ ভারত এবং গৌণভাবে সমগ্র দুনিয়া। সবাই আহ্বান করে হে পতিত-পাবন। এটা হলো পতিত দুনিয়া। সকল আত্মারা পতিত দুঃখী, কালো হয়ে গেছে। পতিত-পাবন হলেন অসীম জগতের বাবা, যাঁকে জ্ঞানের সাগর, সকলের সদগতি দাতা বলা যায়। বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছে। বাচ্চাদের কোথা থেকে পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে? পতিত-পাবন বাবার দ্বারা। যখন সত্যযুগ ছিল তখন সেখানে রাজা-রানী তথা প্রজা সকলেই পবিত্র ছিল। সবাই গোল্ডেন এজ-এ ছিল। বাচ্চারা তোমাদের এখন এই বোধগম্যতা হয়েছে যে আমরা জীব আত্মারা বসে আছি। আত্মা শরীরের সাথে আছে তাই সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। আত্মা শরীরে নেই তো শরীরের কিছুই জ্ঞান থাকেনা। আত্মা এক শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় শরীরের সাথে কানেকশন যুক্ত করে, তাই সে চৈতন্য হয়ে যায়। শরীর হলো জড়। জড়ও বুদ্ধি প্রাপ্ত করে। প্রথমে পাঁচ তত্ত্বের পুতুল তৈরি হয়, তার মধ্যে অর্গান্স অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হয় তখন আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ করে তারপর চৈতন্য হয়ে যায়। এখন তোমরা জীবাত্মারা বসে আছো, তোমাদের সামনে বাবা বসে আছেন। তিনিও হলেন পরম সুপ্রীম আত্মা আর এভার পিওর (সদা পবিত্র)। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে ডাইরেকশন দিচ্ছেন - বাচ্চারা তোমরাও বাবার মতো পবিত্র হও। তোমরা আত্মারা হলে অমর, তোমরা প্রথমে শান্তিধামে ছিলে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা শিব বাবার কাছে এসেছি, যিনি এই সাধারণ শরীর ধারণ করেছেন। পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই এমন হতে পারে না, যিনি এইরকমভাবে বাচ্চাদেরকে বসে ডাইরেকশন দেবেন। তারা তো মনে করে যে পরমাত্মা কখনো আসেই না। বলে যে - পরমাত্মা হলেন নাম রূপের থেকে পৃথক। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা পুনরায় পাঁচ হাজার বছর পর এসে মিলিত হয়েছি। জানতে পেরেছি যে কীভাবে বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। আত্মা পতিত হওয়ার কারণে শরীরও পতিত হয়ে যায়। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। আমরা আত্মারা মূলবতনে পবিত্র ছিলাম। এইরকম-এইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আত্মারা এখন তোমাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা আত্মারা নির্মাণধামে ছিলাম, পুনরায় সত্য যুগে তোমরা আসো সুখের ভূমিকা পালন করতে। তোমরা হলে অলরাউন্ডার, এইজন্য সর্ব প্রথম তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে শিব বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। বাবা বলেন তোমাদেরকে অর্থাৎ জীবাত্মাদেরকে শূদ্র বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণ-তে নিয়ে এসেছি। শূদ্র থেকে এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা-মুখ বংশাবলী হয়েছে। কেন? উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী কেবল সঙ্গমেই তৈরি হয়। তোমাদের জন্যই হলো সঙ্গম। তোমরা আত্মারা বলে থাকো যে আমরা প্রথমে পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। হে পতিত-পাবন বাবা আমাদেরকে পুনরায় এসে পতিত থেকে পাবন বানাও। এইরকম এইরকম নিজের সাথে কথা বলো। এখন আত্মার আহার প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা আত্মারা পবিত্র ছিলাম তখন মুক্তিধামে ছিলাম তারপর স্বর্গে আসি, এত এত জন্ম নিয়েছি তারপর নিচের দিকে নামতে থেকেছি, পুনরায় গোল্ডেন এজ-এ যেতে হবে। বাবা বলেন, আমি পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বলেছিলাম - একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ ব্যবহার কাজকারবার ইত্যাদি করেও কেবল নিজেকে আত্মা মনে করো, এখন আমাকে পবিত্র হতে হবে। ঘরে ফিরে যেতে হবে। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। এখন আমরা আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজ-এ কীভাবে যাব - এই চিন্তা করতে হবে। বাবা তো সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে এক আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। গীতাতে দুই-বার এই মহাবাক্য আছে - মন্বনাভব। হে বাচ্চারা দেহ অভিমান ত্যাগ করো। বাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন অখরিটি।

তোমাদেরকে সকল শাস্ত্রের সার, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুঝিয়েছি। তোমরা যত বেশী আমাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের আত্মা পবিত্র হতে থাকবে, এছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধি হতে হবে। গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হবে না। যদি হতে, তাহলে তোমরা এখানে থাকতেই না। কিন্তু আইরন এজ-এ সবাইকে আসতেই হয়। তাই প্রথমে সকাল-সকাল উঠে এই চিন্তন করতে হবে। বলা হয় না - হে আমার মন প্রভাতে রামকে স্মরণ করো (রাম সিমর প্রভাতে মোরে মন)। আত্মা বলে - হে আমার বুদ্ধি এখন বাবাকে স্মরণ করো। বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে। এখন যে যত বেশী যোগ যুক্ত হয়ে থাকবে ততই পাথর থেকে পরশ বুদ্ধি হতে থাকবে। পরশ বুদ্ধির বানান একমাত্র বাবাই। বলেন - প্রতি কল্পে এসে সঙ্গমেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি। এক সেকেন্ডের কথা তাই না! যে রকম ডাক্তাররা এমন ওষুধ দেয় যে ফোঁড়া ভিতরেই শেষ হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদেরকে মুখে কিছু বলতে হবে না। হাত-পা দিয়েও কিছু করতে হবে না, কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে। কল্প পূর্বেও তোমরা স্মরণ করেছিলে, যার দ্বারা বিকর্ম দক্ষ হয়েছিল। এইরকমভাবেই তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম, এখন পুনরায় বোঝাচ্ছি। এখন তোমাদেরকে বাবার স্মরণে থেকে পরশ বুদ্ধি হতে হবে। বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের পতিত-পাবন বাবা কল্প-কল্পের সঙ্গমে আসি শ্রীমৎ প্রদান করতে। হে আমার মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, এই আত্মা শুনছে এই অর্গান্স দ্বারা। এই হলো ব্রহ্মা মুখ, গোমুখ বলে তাই না? এই গরু পশু নয়, গরু হল মাতা! এই গোমুখের দ্বারা আমি জ্ঞান শোনাই। মন্দিরে আবার সেই গোমুখ দিয়ে দিয়েছে। তার মুখ থেকে জল প্রবাহিত হয়। সেটাকেই মনে করে গোমুখ। গঙ্গার জল মনে করে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে এই জ্ঞান বাবা ঐনার দ্বারা প্রদান করেন। তাই ইনি হলেন গোমাতা তাই না। ইনি হলেন বড়মা। ঐনার কোনও মা নেই। সাকার মাম্মারও ইনি হলেন মা তাইনা। তোমরা সবাই হলে গোমাতা। তোমাদের মুখ থেকে এই জ্ঞান বর্ষণ হচ্ছে। এছাড়া জলের নদী তো সব জায়গাতেই থাকে। সেই গঙ্গা পতিত-পাবনী হতে পারেনা। গঙ্গার উপরেও মন্দির আছে, যেখানে দেবতাদের মূর্তিও আছে। এই দেবতাদের মধ্যে তো জ্ঞান নেই। জ্ঞান তোমাদের প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা দেবতা তৈরি হও। দেবতাদেরকে জ্ঞানী বলা যায় না। বিষ্ণুকে অলংকার দিয়ে দেয় বাস্তুবে হল তোমাদের ব্রাহ্মণদের অলংকার। বাচ্চারা তোমাদের এই স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, এতে হিংসার কোনও কথা নেই। এইসব হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল স্বদর্শন চক্র, তারা আবার চরকা রেখে দিয়েছে। কমল ফুল সমান পবিত্রও তোমাদেরকে এখানেই হতে হবে। গদাও হলো জ্ঞানের, যার দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। সুতরাং এইসব হল তোমাদের অলংকার।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে এটা হলো নরক, স্বর্গ ওই দিকে। আমরা সঙ্গমে আছি। একদিকে ময়লা জল অন্যদিকে ভালো জল। এই দুয়ের সঙ্গম হয়, যেটা গিয়ে সবাই দেখে। ইনি হলেন জ্ঞানসাগর পরম পিতা পরমাত্মা আর তোমরা হলে ময়লা নদী। বাবা বসে নিজের সমান পবিত্র বানাচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ কর আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও, এখানে কৃপা ইত্যাদির কোনও কথা নেই। টিচারকে কখনো বলবে কি যে মাস্টারমশাই কৃপা করুন তো আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারি। টিচার বলবেন পড়ো। বাবা তো বলেন যে আমি তো সকলকে একই রকম পড়াই। তোমরা বলো পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদেরকে পাবন বানাও। তোমরা হলে এই ড্রামার অ্যাক্টর, আর ড্রামার আদি মধ্য অন্ত, ক্রিয়েটর ডাইরেক্টরকে জানো না? তোমাদের তো হলো পাথর বুদ্ধি। এখন বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জানার কারণে পরশ বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলেন সকালে কেবল আধঘন্টা পৌনে একঘন্টা বসে এই বিচারসাগর মন্বন করো। পয়েন্ট তো তোমাদেরকে অনেক শোনাই। তারা তো ১৮ অধ্যায় বসে বানিয়ে দিয়েছে। ভক্তি মার্গে ড্রামা অনুসারে পুনরায় শাস্ত্র ইত্যাদি হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃত বেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এখন আমাদেরকে বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে। মালার দানা হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হবে, যত পবিত্র হবে আর অন্যদেরকে পবিত্র বানাতে ততই খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান অন্যদেরকেও করতে হবে। ধনী ব্যক্তির দান পুণ্য করে থাকে তাই না। তোমরা হলে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দাতা। এক একটি রত্ন লক্ষ টাকা মূল্যের। তোমরা যত পবিত্র হবে - ২১ জন্মের জন্য মালামাল হয়ে যাবে। তোমরা যখন পরশবুদ্ধি ছিলে তখন সুখ শান্তি সম্পত্তি সব ছিল। এখন পাথর বুদ্ধি হওয়ার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে সকালে ওঠার অভ্যাস করো। সেই সময়টি হল খুব ভালো। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে মানুষ ঘোরতর পাপ করতে থাকে। এখন তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। তোমরা ১০০ শতাংশ নির্বিকারী ছিলে। এখন আত্মাতে খাদ পড়ে গেছে, সেটাকে বের হবে - যোগ ভাঙির দ্বারা, যোগ অগ্নির দ্বারা। এই জ্ঞান আর যোগ, যা বাবা বোঝান, তার বিনাশ হয় না। কেউ অল্প একটু শুনলেই প্রজাতে এসে যাবে। বাবা তো বলেন যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করো কল্প-পূর্বের মতো। সেই রাজা, সেই প্রজা ইত্যাদি হবে। অজ্ঞান কালেও দান পুণ্য করলে তো রাজ পরিবারে জন্ম হত। কেউ আবার কর্ম অনুসারে গরিবের ঘরে গিয়ে জন্ম নেয়। বাবা বসে কর্ম বিকর্ম অকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। সত্য যুগে কর্ম অকর্ম হয়ে যায় কেননা মায়াই থাকে না। এটা হল রাবণ

রাজ্য। সেটা হল রাম রাজ্য। এখন রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে। বাবা তো খুব সুন্দর পদ্ধতিতে বোঝাচ্ছেন। কন্যাদেরকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে, কারণ তারা হল বন্ধন মুক্ত। কন্যাদের উপার্জন মাতা পিতা গ্রহণ করে না। মা বাবা কন্যাদেরকে পূজা করে। কন্যা যখন বিকারী হয়ে যায় তখন সকলের সামনে গিয়ে মাথা নত করে। যদিও কন্যাও দেবতাদের সামনে মাথা নত করে কেননা জন্ম তো পতিত মা বাবার দ্বারাই নিয়েছে তাই না। দেবতারা তো হলেনই পাবন। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরাই সেই দেবতা ছিলাম। ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে পুনরায় পতিত হয়ে গেছি, নিচের দিকে নেমে এসেছি। এখন আমাদেরকে পুনরায় শ্রীমতে চলতে হবে, তাহলে পুনরায় কোনও পাপ কর্ম আর হবে না। পাপাত্মাদের অল্প ভিতরে যাবে না। সতর্ক করে তো দিতেই হয় তাই না! না হলে তো সেই খাবারের প্রভাব পড়ে যায়। কিন্তু কোথাও কোথাও পরিস্থিতি অনুসারে দেখতে হয়। কর্মের হিসাব-নিকাশ আছে, আলাদা খাবার বানাতে দেয় না। আচ্ছা বাবাকে স্মরণ করো, কিছু করার না থাকলে বাবাকে স্মরণ করে থাও। ভুলে গেলে তো তোমাদের উপর সেই খাবারের প্রভাব এসে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে বাবার নিকটে এসে যাবে, এখন তো সম্মুখে বসে আছো। বাবা ডায়রেক্ট বোঝাচ্ছেন, হে বাচ্চারা, হে বাচ্চারা বলে বাবা কথা বলছেন। তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তারপর করো বা না করো সেটা তোমাদের ইচ্ছা। যে করবে সে পাবে। এটা হল সোজা কথা।

এটা তো বুঝে গেছো যে - এটা হল হাসপাতাল। হেল্থ, ওয়েল্থের ইউনিভার্সিটিও। এখানে কেবল তিন পা পৃথিবী চাই। ব্যস্। অসীম জগতের বাবাকে দেখো কিভাবে পড়াচ্ছেন। তিনি কতই না নিরহংকারী বাবা। পতিত শরীর, পতিত দুনিয়াতে বসে বাচ্চাদের জন্য কতো পরিশ্রম করছেন! বাচ্চারা পুনরায় তোমরা নিজের উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। আমি সাক্ষী হয়ে দেখি যে কে কে ভালো পুরুষার্থ করছে। এর জন্য কেবল তিন পা পৃথিবী চাই। কলকাতাতে সেন্টার রয়েছে, কতো মানুষের কল্যাণ হচ্ছে, যারা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে সেন্টার পরিচালনা করে তাদেরও পদ প্রাপ্ত হয়। ক্লাস করানোর মতো ঘর চাই, ব্যস্, যাতে সবাই বসে ক্লাস করতে পারে। আমাদেরকে তো গোল্ডেন এজ-এ যেতে হবে। স্মরণ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। বাবা বলেন, বাচ্চারা নিজের আর অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা এই হাসপাতাল খোলো। এখানে তোমাদের অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। মানুষ কলেজ খোলে অন্যদের জন্য। নিজে তো পড়ে না। পরের জন্মে অনেক বিদ্যা লাভ হয়। বাবা বলেন, গরীব হও অথবা ধনী, তিন পা পৃথিবীর মতো জায়গাটুকুর যদি ব্যবস্থা হয়, যেখানে বসে জ্ঞান আর যোগ শেখানো যাবে, পাথর থেকে পরশ বানাবে। লোকে বলে যে এখানে এলে সবাইকে ভাই বোন বানিয়ে দেয়, বিষের উত্তরাধিকার থেকে ছাড়িয়ে দেয়। তাহলে দুনিয়া কীভাবে চলবে। এটা তো বাচ্চারা তোমরা জানো যে সেখানকার দুনিয়া কোনো ভোগ বলের দ্বারা হবে না। সেখানে তো যোগবলের দ্বারা তারা বাচ্চার জন্ম হয়। এখন তোমরা সেই নতুন বিশ্বের মালিক তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকালে ওঠা অভ্যাস তৈরী করতে হবে। সকাল-সকাল উঠে বিচার সাগর মন্থন অবশ্যই করতে হবে। আধঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা অন্তত বসে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। বুদ্ধিকে জ্ঞানের দ্বারা ভরপুর করতে হবে।

২) অনেকের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য তিন পা পৃথিবীর উপর কলেজ বা হাসপাতাল খুলে দিতে হবে। বাবার সমান নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- চারটি সাবজেক্টে প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন নতুন অনুভবকারী তীর পুরুষার্থী ভব জ্ঞানে নবীনত্বের অর্থ হল, বুঝদার হয়ে চলতে হবে অর্থাৎ নিজের মধ্যে যাকিছু দুর্বলতা আছে সেগুলিকে সমাপ্ত করতে হবে। যোগের প্রয়োগে নতুন নতুন অর্থাৎ তার পার্সেন্টেজকে বৃদ্ধি করতে হবে। এইরকমই চারটি সাবজেক্টেই নিজের প্রগতিতে নতুন নতুন, বিধিতে নতুন নতুন, প্রয়োগে নতুন নতুন, সেবাতে নতুন নতুন, অন্যদেরকে সহযোগী বানাতে বা পার্সেন্টেজ বৃদ্ধিতে নতুন নতুন অনুভব করা মানে তীর পুরুষার্থী হওয়া। এর দ্বারাই সমীপতার অনুভব করবে।

স্লোগানঃ:- পিউরিটি অথরিটি হল সব থেকে বড় পার্সোনালিটি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;